INDEX

16th November, 1965. **Page.**

17th November, 1965.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

November 16, 1965.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 16th November, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty-two members.

Mr. Speaker—First I take up the Starred Question. Today in the List of Bussiness are the following questions to be answered by the minister concerned.

I would request Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Starred Question No. 35.

Shri B. Das (Dy. Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Starred question No. 35.

Question	Reply
১) বর্ত্তমানে ত্রিপুরার বিভিন্ন ট্রেনজিট্ ক্যাম্পে কতজন উদ্বাস্তু আছে ;	৫৬৫ পরিবারে ২,২৯৯ জন লোক।
২) বর্ত্তমানে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তু আগমনের দৈনিক গড়-পড়তা হার কত ?	১-১-৬৫ হইতে ২৭-৬-৬৫ ইং তারিখ পর্য্যন্ত দৈনিক গড়-পড়তা হচ্ছে ১৩টী পরিবারে ৭১ জন লোক।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে সমস্ত পরিবার বর্ত্তমানে ট্রেনজিট্ ক্যাম্পে আছেন, তাদের পুনঃর্ব্বাসনে জন্য কোন স্কীম করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী বিনোদ বিহারী দাস—পুর্বাসনের জন্য সরকারের স্কীম আছে।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—তাদেরকে এই ত্রিপুরাতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে, না অন্যত্র কোথাও পাঠানো হবে।

শ্রী বিনোদ বিহারী দাস—আমাদের স্কীম অনুযায়ীঅন্যত্র ও পাঠানো হতে পারে।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—সরকারের কি স্কীম আছে, দয়া করে বলুন না ?

শ্রী বিনোদ বিহারী দাস—পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য স্কীম আছে।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—কখন পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে ?

শ্রী বিনোদ বিহারী দাস—যত শীঘ্র সম্ভব।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—যে সমস্ত refugee রা এখানে এসেছেন, তাদের জন্য Govt. কি কি স্কীম নিয়েছেন ? তা আমরা জানতে চাই। মিনিষ্টার যদি বিষয়টার পরিস্কার উত্তর দেন, যারা নাকি এখানে এসেছেন তাদের পুর্ব্বাসন সম্পর্কে Govt. কি scheme নিয়েছেন, তাহলে পরে আমাদের প্রশ্নটার একটা ঠিক উত্তর হয়।

Mr Speaker—I should say that only statistics of the refugees and the scheme for their rehabilitation have been asked by the Hon'ble Member. Minister may not be prepared to give the information about the schemes that have been taken up. Any other supplementary ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম—যে সমস্ত উদ্বাস্ত এখন এখানে এসেছেন, তারা কি Camp এ থাকছেন, না তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—যারা সরকারের কাছে নাম registry করছেন এবং Govt. of Indiaর মতে যারা নাকি প্রকৃত উদ্বাস্ত তাদেরকে সরকার Camp এ admission দিতে পারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—যারা Camp এ এসেছেন তাদেরকে কোন সরকারী dole বা Camp dole দেওয়া হচ্ছে কি না ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—হাঁ, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তারা তা পেয়ে থাকেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—তারা কত পেয়ে থাকেন বলতে পারেন কি ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I demand notice.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—এই ধরণের Camp সারা ত্রিপুরারাজ্যে কয়টি আছে এবং কোন্ Camp এ কতজন করে Refugee আছেন ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I demand notice.

Mr. Speaker—I would call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—Starred question No. 61.

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Starred question No. 61.

Question	Reply
1. Whether licence have been issued to start Jute Mill and Plywood Mill in Tripura ;	No.

Question	Reply
2. if so, the names of such licence holders ;	Does not arise.
3. and when the Mills are expected to start ?	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—ত্রিপুরার জুটমিল করা সম্পর্কে Govt. এর কোন স্কীম আছে কি ?

শ্রীবিনোদ দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, letter of indent যেটা আমরা Govt. of India থেকে পেয়েছি সেটা issue করা হয়েছে M/s. Industrial Development Syndicateকে। সেখানে কতগুলি condition তাদের উপর আরোপ করা হয়েছে। সেগুলি fulfil করার পরেই Govt. of India licence issue করবেন। সেই conditionগুলি হচ্ছে arrangement of the import of machinery being made to the satisfaction of the Govt. আর ২নং হচ্ছে they should discuss the scheme with the Jute Commissioner, Govt. of India and finalise the requirment of both imported and indegenous machineries.

Mr. Speaker—The question, I think whether Govt. had any scheme or whether Govt. had any intention of starting a jute mill.

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেটাই আমি বলেছিলাম যে সেখানে letter of indent issue করা হয়েছে এবং সেটা একটা private partyকে দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker—Then the Govt. has no seheme ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—Yes, Sir.

Mr. Speaker—Categorical answer should be given.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—এই indentটা যে private partyকে issue করা হয়েছে, তারা কি সেই condition fulfil করেছেন ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—তারা সেই সব condition এখনও fulfil করেন নি। সেটা ৬ মাসের মধ্যে দিতে হবে। ৬ মাস expire করেছে কাজেই আবার ৬ মাস time extend করা হয়েছে।

Mr. Speaker—I would call on Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri P. R. Das Gupta—Starred Question No. 79.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 79.

Question	Reply
1. The amount sanctioned for the medicines per head in the G. B. Hospital and the Primary Health Centre during '64-65 (Indoor & Outdoor);	Thc average sanctioned rate is Rs. 1·50 per head per day for Indoor patients and Re. 0·50 per head per day for Out-door patients. Total amounts of Rs. 1·370 lakh and Rs. 0·80 lakh were sanctioned during 1964-65 for medicines for the G. B. Hospital and the Primary Health Centres respectively.
2. Whether the price sanctioned per head for medicine is quite below the requirements ?	No.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে টাকা স্যাংশান করা হয়েছে মেডিসিনের জন্য পার হেড ফর ইনডোর পেশেণ্ট অ্যাণ্ড আউটডোর পেশেণ্ট, তাদের যে সমস্ত medicine প্রেসক্রিপশান করা হয় সেই সমস্ত medicine বাইর থেকে কিনতে হয় কি না ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তা প্রয়োজন হতেও পারে।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Hlura Aung Mog.

Shri Hlura Aung Mog—Questio No. 284.

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে ১৯৬০ সালে বগাফা ব্লকের অন্তর্গত ১০ (দশ) জন আদিবাসীর প্রত্যেককে কুটীর-শিল্পে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেককে দেড় হাজার টাকা করিয়া সাহায্য করা হইয়াছে ; ২) ইহা কি সত্য যে, যদিও ১০ জনকে উক্ত টাকা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সরকারী কাগজ পত্রে দেখান হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৬ জন টাকা পাইয়াছেন অপর ৪ জন পান নাই ;	The relevant records have been submitted to the Investigating Officer. The matter is under investigation yet. (এই সংক্রান্ত কাগজ পত্র তদন্তকারী অফিসারের নিকট দেওয়া হইয়াছে। ঘটনাটি এখনও তদন্তাধীন আছে।)

প্রশ্ন	উত্তর
৩) সরকার কি উক্ত বিষয়টি তদন্ত করিয়াছেন ;	
৪) করিয়া থাকিলে তদন্তে কি প্রকাশ পাইয়াছে ?	

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তদন্ত কার্য তাঁরা কবে সুরু করেছেন এবং সেই এনকোয়ারী অফিসার কে ?

শ্রী বি, দাস—এনকোয়ারিং অথরিটি হচ্ছে স্পেশাল পুলিশ এষ্টাব্লিশমেণ্ট, শিলং। তারাই তদন্ত করছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—কবে পাঠানো হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস—I demand notice,

Mr. Speaker—I would now call on Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki—Question No. 308.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 308.

Question	Reply
1. Whether the Govt. has received any written representation in the month of July, 1965 from an M. L. A. regarding non-availability of medicine prescribed by Kabiraj, Ayurvedic Dispensary by the end of every month ;	Yes.
2. if so, whether the matter has been inquired into ;	Yes.
3. if so, the report of that inquiry ?	Due to heavy rush of patients there occured temporary shortage of some medicines at the Ayurvedic Dispensary. The shortage was however made good immediately.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই ডিসপেনসারীতে এখনও মাসের শেষে ঔষধ পাওয়া যায় না এই অভিযোগটা সত্যি কি না?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অভিযোগটা সত্যি নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গত মাসের শেষ সপ্তাহে সেই ডিসপেনসারীতে কবিরাজ প্রেসক্রিপশান করে বলে দিয়েছেন যে আমার এখানে ঔষধ নেই, আপনারা বাজার থেকে ঔষধ কিনে আনুন। এই কথা সত্যি কি না?

শ্রী বি, দাস—সেটা হওয়া উচিত নয়। কাজেই আমার ধারণা এই যে, ঠিক সেটা হয়ত সেখানে নেই। তবে মাননীয় সদস্য যখন এই প্রশ্নটা তুলেছেন সেটা আমরা দেখব।

Mr. Speaker—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—339

Shri B. Das—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 339.

Question	Reply
1. How many tube-wells have been set-up at Dharmanagar Sub-division up to date ;	182 tube-wells.
2. is it a fact that most of the tube-wells are out of order and lying useless for want of due repairs ?	Only 31 tube-wells require repairs.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ৩১টা টিউব-অয়েল কতদিন যাবত অচল অবস্থায় আছে?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডেট্‌টা আমার কাছে নেই। তবে সেগুলি resinking এর দরকার এবং বি, ডি, ও, নেসেসারী ষ্টেপ নিবেন এবং সেজন্য টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই যে ৩১টা টিউবওয়েল আউট অব অর্ডার, সেগুলি কোথায় কোথায়?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— ১৮২টার মধ্যে ৩১টা আউট অব অর্ডার কিন্তু বাকীগুলির দ্বারা পানীয় জল পাওয়া যায় কি না?

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাকীগুলির দ্বারা পানীয় জল পাওয়ার জন্যই সেখানে টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। তবে সেখানে যদি মাইনর কোন কিছু রিপেয়ার করার দরকার হয় তাহলে আমাদের ডিপার্টমেন্টের লোক আছে তারা সেখানে রিপেয়ার করছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এই যে ৩১টা টিউবওয়েল আউট অব অর্ডার আছে এটা কবে পর্য্যন্ত রিপেয়ার হবে বলতে পারেন কি?

শ্রী বি, দাস—বি, ডি, ও, এর কাছে অলরেডি সেই ইনষ্ট্রাকশন চলে গিয়েছে এবং নেসেসারী ষ্টেপ উনি নিতেও আরম্ভ করেছেন।

Mr. Speaker—I would call on Shri Aghore Deb Barma again.

Shri Aghore Deb Barma— Question No. 36.

Shri B. **Das**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টারড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত ১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৪-৬৫ ইং সনে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে ভুমি বদলের মারফত আগত কৃষকদের বীজ ধান ক্রয় করার বাবত ভারত সরকার কত টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন;	১। গত ১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৪-৬৫ ইং সনে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে ভুমি বদলের মারফত আগত কৃষকদের বীজ ধান ক্রয় করা বাবদ ভারত সরকার কোন ঋণ মঞ্জুর করেন নাই।
২। যদি এই ঋণ মঞ্জুর হইয়া থাকে, কতজন নবাগত উদ্বাস্তুদের বিলি করা হইয়াছে?	২। এক নম্বর প্রশ্নের মর্মমতে এই প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন হয় না।

Mr. Speaker—Next Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam—Starred Question No. 64

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 64

Question	Reply
1. Whether the Govt. has any proposal to establish a library for the Labour Department;	1. Establishment of a regular Library for the Labour Department is under consideration.

Question	Reply
2. If so, what the Govt. proposes to do in the matter ?	2. Does not arise.

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে লাইব্রেরী তৈরী করার জন্য কোন স্কীম প্রিপেয়ার করেছেন কিনা ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লেবার ল' বুকস্'এর একটা ছোট্ট লাইব্রেরী আছে এবং সেটাকে রেগুলার লাইব্রেরী করার জন্য একটা স্কীম আমাদের আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একথা সত্য কিনা যে বর্ত্তমানে ছোট্ট লাইব্রেরীতে বই এত অপর্যাপ্ত যে সেখানে গিয়ে সব বই পাওয়া যায় না ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে কয়েকটা লেবার ল' বুকস্ আছে এবং সেখানে রেগুলার লাইব্রেরী যাতে করতে পারি সেভাবে আমাদের একটা স্কীম আছে এবং সেটা আণ্ডার কন্সিডারেশন অব দি গভর্ণমেণ্ট।

Mr. Speaker—I would call on Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta—94

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 94

Question	Reply
(1) Whether it is fact that the allotmant of medicine, bed-sheet and other requirments of the patients are made on the strength of the sanction beds ;	Yes.
(2) if so, whether the admitted excess patients are denied the ordinary amenities in the hospital ?	No.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে, যে সব ওয়ার্ড'এ পেসাণ্ট এক্সেস থাকে, তাদের প্রায়ই ফ্লোরে থাকতে হয়। কটস পায় না, বেড সীট পায়না এটা সত্য কিনা ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাসপাতালে আমাদের একট্রা স্টক অব অল কাইণ্ডস অব আর্টিকেলস্ (এট লিস্ট টেন পারসেণ্ট) রাখা হয়েছে, তার উপরে যদি রোগী হয় তাহলে হয়ত সেরকম ঘটনা হতেও পারে।

Mr. Speaker—I would call on Shri Hlura Aung Mag.

Shri Hlura Aung Mag—Question No. 302

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 302

Question	Reply
1) Whether Sree Ramcharan Deb Barma M. L. A. who is now detained at Agartala Central Jail, as an undertrial prisoner has applied to the Govt. for higher classification ;	No
2) If so, whether he has been granted the classification prayed for ;	Does not arise.
3) If not, the reasons thereof ?	Does not arise.

শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানেন যে আমি নিজে সেই প্রিজনার ছিলাম এবং আমি এস ডি এম এবং ডি এম'এর কাছে দুইটি পিটিশান করেছিলাম ?

শ্রী বি, দাস - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এস ডি এম'এর কাছে তিনি পিটিশান করেছিলেন এবং সেটা rejected হয়েছে by the S. D. M. on some grounds. The Member may ascertain the ground of rejection.

শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা—যদি রিজেক্টেড হয়ে থাকে তাহলে পরে তার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন কিনা সেটাকি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন ?

শ্রী বি, দাস— উত্তরটা দেওয়া হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন যে রামচরণ দেববর্ম্মা ডি এম'এর কাছে ফর্ হায়ার ক্লাসিফিকেশান কোন পিটিশান করেছেন কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডি, এম'এর কাছে বিচার হয় না, এস ডি এম এর কোর্টে বিচার হয়। কাজেই ট্রাইং মেজিষ্ট্রেটের কাছে তিনি এপ্লাই করতে পারেন।

শ্রীআভিকুল ইসলাম— ইট ইজ নট মাই কোয়েশসান স্যার। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ডি এম'এর কাছে তিনি কোন পিটিশান করেছেন কিনা ?

শ্রী এম এল ভৌমিক— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তা তিনি করে থাকতে পারেন।

শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন, যে পিটিশনার তার কাছে রিপ্লাই যায় না কেন ?

শ্রীএম এল ভৌমিক— Direct reply তার কাছে নাও যেতে পারে, he might have received the reply through Superintendent of Jail ;

শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি একথাটা বলবেন, যে সময়মত যদি তার উত্তর দেওয়া হয়ে থাকে সেটা প্রিজনারকে জানান প্রয়োজন কিনা ?

শ্রীএম এল ভৌমিক— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কোর্টে দরখাস্ত করেছেন হায়ার ক্লাসিফিকেশানের জন্য। নিশ্চয় কোর্ট থেকে তার জবাব তিনি পেয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা— ব্যাপারটা হল এই যে, আমি পিটিশান করলাম, করার পর সুপারইনটেণ্ডেণ্টের মারফত আমার উত্তর যাবে, কিন্তু সুপারইনটেণ্ডেণ্টের কাছে যদি উত্তর গিয়ে থাকে তবে প্রিজনারকে জানান হয়নি কেন ?

শ্রীএম এল ভৌমিক— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তিনি কোর্টে ট্রাইং মেজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করেছেন, তিনি তার উত্তর কোর্ট থেকেই পাবেন।

Mr. Speaker— Whether the application has been made direct to the D,M. ?

Shri Ramcharan Debmarma— Yes .

Mr. Speaker— Through Jail authority ?

Shri Ramcharan Deb Barma— No Sir.

শ্রী এম, এল. ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বিচারাধীন ছিলেন এবং আইনগত ভাবে ট্রাইং মেজিষ্ট্রেটের কাছে অ্যাপ্লাই করা উচিত। কিন্তু তিনি ডিরেক্ট কি করে ডি, এম, এর কাছে করলেন আমি বুঝতে পারলাম না। আইনগত ভাবে ট্রাইং মেজিষ্ট্রেটের কাছে করা উচিত এবং তিনি তাই করেছেন।

শ্রীআভিকুল ইসলাম-- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, রামচরণ দেববর্ম্মা যখন ডি, এম, এর কাছে পিটিশান করলেন ফর হায়ার ক্লাসিফিকেশান, ডি, এম, থেকে কি তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তুমি ট্রাইং মেজিষ্ট্রেটের কাছে অ্যাপ্লাই কর এবং সেটা তোমার উপযুক্ত জায়গা ? ডিম; এম থেকে একথা তাকে জানান হয়েছে কি না ?

শ্রী এম; এল, ভৌমিক— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডি, এম, একথা জানাতে পারেন না।

কারণ he has already applied to the Trying Magistrate কাজেই he will get the reply from the Trying Magistrate.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে একজন এম. এল. এ., যিনি নাকি আণ্ডার ট্রায়েল, and under trial prisoner should be treated as innocent until and unless his guilty is proved—সে ক্ষেত্রে তাকে হায়ার ক্লাসিফিকেশান দেওয়া উচিত ?

শ্রী এল, এম, ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি আণ্ডার ট্রায়েল প্রিজনার হিসাবে ছিলেন, তিনি একজন এম. এল এ সন্দেহ নেই but he was suspected to be involved in a henious criminal offence.

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি মনে করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত একজনের অভিযোগ প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নির্দোষ বলে ধরে নেওয়া আইনের নিয়ম ?

শ্রী এম এল ভৌমিক— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইনের নিয়ম হচ্ছে যে যখন এনি বডি ইজ সাস্পেক্টেড, তখন যে পর্যায়ে তিনি অপরাধ করেছেন সেই অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে তাকে কলাসিফিকেশান দেওয়া হবে অর্থাৎ যে অপরাধের জন্য সন্দেহ হচ্ছে সেই অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, কি জানাবেন হায়ার কলাসিফিকেশান যদি পেতে হয়, তার সঙ্গে কি অপরাধের সম্পর্ক না তার সোস্যাল স্টেটাস, এডুকেশান'এর সম্পর্ক, সম্পর্কটা কিসের সংগে ?

শ্রী এম এল ভৌমিক— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেকটা অপরাধের সংগে সম্পর্ক আছে, কারণ যে অপরাধ করেছেন বলে তাকে সন্দেহ করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ, সে অপরাধে সোস্যাল স্টেটাস, তার এডুকেশান সম্পর্কে ট্রাইং মেজিষ্ট্রেট বিবেচনা নাও করতে পারেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন যারা নাকি খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে জেলে গেছেন তাদের অনেককে ক্লাসিফিকেশান দেওয়া হয়েছে কিনা আগরতলা জেলে এমন ঘটনা তিনি জানেন কিনা ? অভিযুক্ত হওয়ার পরে ক্লাসিফিকেশান দেওয়া হয়েছে আগরতলা জেলে, এমন কোন ঘটনার কথা তার জানা আছে কিনা ?

শ্রী এম এল ভৌমিক— এমন কোন ঘটনার কথা আমাদের জানা নাই ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন যে তহবিল তছরূপের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পরও তাকে আগরতলা জেলে ক্লাসিফিকেশান দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জাতীয় কোন খবর আমাদের জানা নাই।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে এটাকি প্রমানিত হয়না যে অভিযোগের সঙ্গে ক্লাসিফিকেশানের কোন সম্পর্ক নাই, ক্লাসিফিকেশানের সম্পর্কটা হচ্ছে তার যে এডুকেশান, সোশ্যাল স্টেটাস ইত্যাদির সঙ্গে।

শ্রী এম, এল, ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইনের সংগতি রেখেই করা হচ্ছে এবং আইনের সঙ্গে সংগতি রেখেই তাকে ক্লাসিফিকেশান দেওয়া হয়নি কাজেই মাননীয় সদস্য যে বলেছেন সেটা আমরা মেনে নিতে পারিনা।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Aghore Deb Barma again.

Shri Aghore Deb Barma—53

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 53

Question	Reply
1) Whether Indralaya of Agartala is a transport contractor.	Not known.
2) If so, how many trucks does he possess—	Not known.
3) Has he received any contract of carrying refugees from Agartala to outside—	No
4) If so, under what condition—	Does not arise.

Mr. Speaker—I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam—Starred Question No. 126

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 126

Questions	Replies
1) Whether arrear pay bills of the CAS. Grade-II due as a result of their pay scale revi- ion in 1959 have been paid ;	No

Question	Reply
2) if not, what are the reasons ?	Arrear pay bills have been prepared and are under scrutiny.

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, যখন নাকি অধিকাংশ ডিপার্টমেণ্টে এরীয়ার বিলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের বেলায় আজকে ঝুলছে কেন ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাদের ১৯৬১তে যে রিভিশান হয়েছিল সেটা তাদের অলরেডি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ১৯৫৯'র যেটা সেটা সম্পর্কে আমি বলেছি যে বিলটা প্রিপেয়ার করা হয়েছে কিন্তু সেটা আণ্ডার স্ক্রুটিনি এবং সেটা যখনই ফাইনেলাইজড হবে তখনই আমরা দিয়ে দিব।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে এখনও অনেক বিল প্রিপে-য়ার হয়নি এবং অনেক বিল এখনও ফাইন্যাল অ্যাপ্রুভেলের জন্য ঝুলছে ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কোয়েশ্চানের উত্তরে এইটুকই বলেছি যে এরিয়ার বিলস হ্যাভ বীন প্রীপেয়ার্ড। কাজেই তিনি কি করে বলছেন আমি জানিনা। আমি জানি সমস্তগুলি প্রিপেয়ার্ড হয়েছে এবং আণ্ডার স্ক্রুটিনি।

Mr. Spekear—Shri Hlura Aung Mog.

Shri Hlura Aung Mog—Starred Question No. 306.

Shri B. Das (Deputy Minister)—Starred Question No. 306.

Questions	Replies
1. Whether it is a fact that the supervising Kabiraj of Ayurvedic Dispensary, Agartala receives Rs. 50/- monthly as T. A. ;	No.
2. whether it is a fact that the said supervising Kabiraj receives Rs. 50/- per month as T. A. as the specialist Kabiraj attending twice in a week at the said dispensary :	No.

Question	Reply
3. if so, how he is allowed to receive two kinds of T. A. by attending only twice in a week at the dispensary as the specilist Kabiraj ?	Does not arise.

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, যে specialist কবিরাজকে per month কোন টাকা allowance হিসাবে দেওয়া হয় কি না ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওনাকে specialist কবিরাজ ও supervision of manufacturing Ayurvedic medicine এর জন্য এই দুইটি মিলিয়ে একটা allowance দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে Rs. 100/- per month.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা কি সত্য নয় যে supervision এর জন্য ৫০ টাকা এবং specialist কবিরাজের জন্য ৫০ টাকা—এই দুইটিতে ওনাকে (৫০+৫০) = ১০০৲ টাকা দেওয়া হয়।

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা সত্য নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম--মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, তিনি যে dispensaryতে আছেন সেখানে কোন attendance register আছে কি না ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস— উনি সেখানে কবিরাজ হিসাবে এসে থাকেন এবং dispensaryতে সে outdoor ticketগুলি থাকবে নিশ্চয় তিনি সেখানে prescription করে সহি করবেন consultant হিসাবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম-- স্যার, আমি বলেছি, তিনি যে সপ্তাহে ২ দিন যান, তার জন্য dispensaryতে কোন attendance register আছে কি না ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, specialist কবিরাজ, তিনি সেখানে যাচ্ছেন, উনি consultant হিসাবে সেখানে যাচ্ছেন এবং সপ্তাহে ২ দিন যাচ্ছেন, সেটুকু তা প্রমাণ করে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—Sir, that is not my question, আমার প্রশ্ন হচ্ছে.........

Mr. Speaker—The question is that he attends twice a week can it be proved by record. Is there any record to show this ?

শ্রী বিনোদ বিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটাই আমি বলতে চেয়েছিলাম যেখানে তিনি যাচ্ছেন এবং consultant হিসাবে তিনি তা দেখছেন এবং supervision ও করছেন manufacturing of the Ayurvedic medicine. এইগুলি কি তাঁর উপস্থিতির প্রমাণ নয় ?

Mr. Speaker—But attendance register is not maintained, I presume.

শ্রী বিনোদ বিহারী দাস—আমাদের ধারণা, সে সেখানে আছে।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই যে Specialist কবিরাজ, তিনি কি কি qualification এর বলে specialist কবিরাজ বলে স্বীকৃত হলেন।

শ্রী বিনোদ বিহারী দাস—Specialist কবিরাজের যে সব qualification থাকা দরকার, সবগুলিই ওনার আছে, আমার কাছে এই মুহূর্তে উপাধিগুলি নেই, আমি জেনে পরে জানাতে পারি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—উপাধি তো সবারই আছে ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—না, উপাধি সবার নেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমারও অনেক উপাধি নেই, কাজেই সবার আছে একথা ভাববার মত কিছু নেই। উনার উপাধিগুলি এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই।

শ্রী আতিকুল ইসলাম--মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন একজন ডাক্তার eye specialist, আর একজন dental specialist, একটা particular রোগের জন্য এক একজন specialist হন। তেমনি একজন কবিরাজ কিসে specialist হন ?

শ্রী এম, এল ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Ayurvedic এর ক্ষেত্রে specialistএর কোন প্রয়োজন নেই, কাজেই যার অনেকগুলি উপাধি আছে, তাকে specialist বলে ধরে নেওয়া হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন আমরা যাকে specialist বলে appointment দিলাম তার যে qualification, এখন যিনি কবিরাজ আছেন ঐ dispensaryতে তাঁর একই qualification এবং সেই একই qualification থাকা সত্বেও তিনি শুধু কবিরাজ আর ওনার বেলায় কেন specialist হলেন এবং কি করে হলেন ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনি questionটা তুলেছিলেন যে ডাক্তারীতে eye specialist বা অন্য কোন specialist particular subject এ থাকতে পারে কিন্তু কবিরাজী মতে সেখানে particular কোন subject নেই, সেখানে কতগুলি রোগের জন্য specialist

হিসাবে অভিজ্ঞ কবিরাজ থাকেন এবং ওনার যে qualification আছে তা অনুযায়ী competent authority তাকে specialist হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—যাকে specialist কবিরাজ বলা হয়, তার qualificationটা কি ? যার জন্য আমরা তাকে specialist হিসাবে appointment দিলাম।

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছিলাম যে ওনার এমন কতগুলি উপাধি আছে, সেগুলি এই মুহূর্ত্তে বলতে পাচ্ছি না আমার কাছে সেই সব উপাধির লিষ্ট এই মুহূর্ত্তে নেই, কিন্তু আমার জানা আছে, হাঁ নিশ্চয় জানা আছে। ওনার যে সব qualification, তা আমার কাছে নেই, এই কথাটা আমি বার বার বলছি এবং ওনার যে সব qualification আছে, degree আছে তা দিয়েই competent authority স্বীকৃতি দিয়েছেন as a specialist কবিরাজ।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—তাহ'লে আমি কি এটা বুঝব, যে তার একটা special qualification আছে বলেই তাকে appointment দেওয়া হয়েছে, আমি কি মন্ত্রী মহাশয়ের উত্তর থেকে এটাই গ্রহণ করব।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস— উনি specialist অন্তত: কবিরাজি subject এ, এইটুকু আমরা স্বীকার করে নিয়েছি।

Mr. Speaker—Whether he is specialist in all the branches of Ayurvedic Medicine ?

শ্রী বিনোদ বিহারী দাস—Yes, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডাক্তারী মতে যেমন আলাদা আলাদা suhject আছে, কিন্তু কবিরাজি মতে সে রকম কিছু নেই, সব subject গুলি মিলিয়ে সেখানে specialist করে নেওয়া হয়।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—তাহ'লে সেই specialist এর কাছে কোন recognised institution এর certificate আছে, একথা আপনি বলতে চান। অর্থাৎ কোন Govt. recognised institution এর Ayurvedic শাস্ত্রে তিনি যে একজন বিশেষজ্ঞ এই সম্পর্কে তাঁর একটা special certificate আছে, এটা আপনার জবাব, আর এটা আপনি এখন বলতে পাচ্ছেন না এই তো কথাটা।

শ্রী বিনোদ বিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই কথাটা আমি বলতে চাইছি যে ঐ সবগুলি certificate ওনার আছে।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, তার যে degree এবং বর্ত্তমানে যিনি (কবিরাজ) dispensary তে আছেন, এই ২ জনের একই degree কি না ?

শ্রী বিনোদ বিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তা যদি হয়ে থাকে, সেখানে আর একটা consideration আসবে, সেটা হচ্ছে experience এর প্রশ্ন।

Mr. Speaker—Now starred question of all the members present have been gone through. There are some questions given notice also by Sri Nripendra Chakraborty and he has not authorised any member.

If any member is interested he may ask the question.

Shri Atiqul Islam—Starred question No. 176

Shri B. Das (Dy. Minister)—Starred question No. 176

Question.	Reply.
i) What steps have been taken for the development of facilities for the tourist visitors ;	A scheme for the development of tourism in Tripura has been drawn up and submitted to the Govt. of India.
2) Whether there is any scheme for the construction of tourist hotels, bunglows and starting of tourist bus services ;	Yes, The scheme provides for establishment of tourist rest houses in different parts of the territory, but not for any hotel or tourist bus services,
3) If so, details of those schemes ?	The scheme provides for establishment of eight various places of the Territory during the 4th plan period. Besides, acquisition of Nirmahal Palace owned by the Maharaja of Tripura providing boating and fishing facilities in Rudrasagar Lake for the tourists, providing transport facilities to the tourists establishment of separate Tourist Wing in the Publicity Deptt. to look after the tourist affairs of the Territory, and to publish tourist literature, have also been proposed. The entire scheme involves a total sum of Rs 18,978 lakhs only.

Mr. Speaker— There is a starred question given notice of by Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Atqul Islam— Yes Sir, 340.

Shri B. Das— Hon'ble Speaker, Starred Question No. 340.

Question	Reply
1. Whether it is a fact that detenus in Agartala Central Jail is not given food according to scale ;	1. It is not a fact.
2. whether the sundry allowance is Rs. 3/- per month ;	2. Rs. 3/- for detenue of Division III monthly while Rs. 7.50 p. for detenue of Division I as per provision of relevant rule.
3. if so, will the Government propose to regularise the supply of food and increase the sundry allowance reasonably ?	3. Question of regularising supply of food does not arise while it is not considered necessary to increase the sundry allowances.

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এখন আগরতলা ডেটেন্যুদের স্কেল অব ফুড কি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— অ্যাকর্ডিং টু প্রেস্ক্রাইবড রুল দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— প্রেসক্রাইবড রুলটাই তো আমি জানতে চেয়েছিলাম। একজন ডেটিন্যুকে কি দেওয়া হয় এই প্রেসক্রাইবড রুলটা আপনারা বলতে পারেন কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker— There are two other questions given notice of by Shri Nripendra Chakraborty. Any one interested may ask.

Atiqul Islam— 188.

Shri B. Das— Hon'ble Speaker Sir, question No. 188.

Question	Reply
1. Whether it is a fact that the Estimate Committee of the Third Lok Sabha, in its Seventy First Report on the Ministry of Rehabilitation recommended that the cases of migrants who arrieved in Tripura after exchanging properties should be treated as new migrants entitled to normal rehabilitation benefits ;	Yes.
2. if so, whether such migrants will be treated in that way and given all rehabilitation benefits. ?	Yes.

Mr. Speaker— No supplementary ? Then another question.

Shri Atiqul Islam— 203.

Shri B. Das— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 203.

Question	Reply
(1) Whether the local Development works have been handed over to the Panchayats ;	No.
(2) whether it is a fact that in all states where there are Panchayats, the Local Development Works have been handed over by C.D. Blocks to Panchaya's ;	It is not known to us.
(3) if it has not been transferred here, the reasons therefor ?	As per policy decision of the Govt. all the Gaon Panchayats established in this Territory shall start functioning from a date to be notified, as required under Rule 57-B of the Tripura Panchayat Raj

Question	Reply
	Rules, 1961 after the entire Territory comes under the fold of Panchayats. So far Gaon Panchayats are established in 11 C.D. Blocks in accordance with the phased programme with the target of establishing Panchayats in the remaining C. D. Blocks by the end of the Third Plan period. The Gaon Panchayats so far established are, however, being associated with various development programmes under the Block Budget, and the B.D.Cs have been reconstituted with the elected Pradhans as the members for the benefit of their gaining experience in the Development field at the present moment.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে, গাঁও পঞ্চায়েতএর নির্ব্বাচন হওয়ার পর তাদের কাছে যে এখনও পর্য্যন্ত কোন কাজ ট্রান্সফার করা হচ্ছে না এবং সরকার সেখানে সমস্ত এমপ্লয়ীদের বেতন বহন করে আসছেন তাতে কি সরকারের অর্থ অযথা অপচয় হচ্ছে না ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে সরকারের অর্থ নষ্ট হচ্ছে না। আমি আমার প্রশ্নের অ্যানুসারেই বলেছি যে পঞ্চায়েত প্রধান যারা হয়েছেন তাঁরা ব্লক বাজেটের সাথে এবং বি, ডি, সি, এর সাথে, বি, ডি, সি, এর যে কমিটিগুলি সেখানে reconstitued with the elected Pradhans as the members for the benefit of their gaining experience in the Development field at the present moment.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—পঞ্চায়েতের প্রথম নির্ব্বাচন ত্রিপুরাতে কবে হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক্জাক্ট ডেট্‌টা আমার কাছে নেই তবে আমার যতটুকু মনে হচ্ছে ৬০ – ৬১ এ।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—৬০—৬১ এ আমাদের পঞ্চায়েতের প্রধান নির্ব্বাচন আরম্ভ হল

এবং এখন এটা ৬৪—৬৫ চলছে এই এতগুলি দিন তাদের বসিয়ে রাখা হয়েছে তা হলে প্রথম নির্ব্বাচন করার কি সার্থকতা থাকলো।

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যাতে তাড়াতাড়ি সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধান নির্ব্বাচন শেষ করতে পারি সেদিকে আমাদের চেষ্টা ছিল। কিন্তু মাঝখানে আমাদের কতগুলি বাধা পড়াতে সেটা ঠিকমত আমরা চালিয়ে যেতে পারিনি। তবে থার্ড প্ল্যান পিরিয়ডের মধ্যে সেটা আমাদের কম্‌প্লিট করার কথা এবং আমরা চেষ্টা করব সেটা থার্ড প্ল্যান পিরিয়ডে করবার।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট কি এই কথা জানিয়েছেন যে তোমরা সমস্ত পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হওয়ার পর, তোমাদের পাওয়ার ট্রান্সফার করবে, তার আগে করবে না?

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই হচ্ছে পলিসি অব দি গভর্ণমেণ্ট।

আতিকুল ইসলাম :—পলিসি অব দি ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট, না পলিসি অব দি সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট ?

শ্রী বি, দাস :—সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের ইনসট্রাকশন অনুযায়ী সেটা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট কবে জানিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডেটটা আমার কাছে নেই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ত্রিপুরার সব কয়টা পঞ্চায়েতের ইলেকসান কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে ?

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের টারগেটই হচ্ছে থার্ড প্ল্যান পিরিয়ডে কম্‌প্লিট করব।

শ্রী আতিকুল ইসলাম :—টারগেটের মধ্যে তো কম্‌প্লিট হয় না। কাজেই সেই টারগেটে কম্‌প্লিট করার জন্য কি কি স্টেপ নিয়েছন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বরাবরই চেষ্টা করছি এবং স্টেপও নিচ্ছি এবং তার মধ্যে আমরা শেষ করব বলেই আমাদের ধারণা এবং সেই বিশ্বাস আমরা রাখি।

Mr. Speaker—The Starred questions are over. There are quite a large number of unstarred questions. Question No. 209, 223, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 236 & 237 asked by Shri Nripendra Chakraborty, 269 asked by Shri Birchandra Deb Barma, 282, 287, & 313 asked by Shri Atiqul Islam, 304 asked by Shri Aghore Deb Barma and 310 asked by Shri Hemanta Deb. The Minister may lay on the table of the House replies to the unstarred questions.

(The unstarred questions and replies thereto are appended to the Annexure—'A')

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker—I pass on to the next item. Calling Attention Notice. I have received a Calling attention notice from Shri Hlura Aung Mog on the subject of numbers of Pak firing at Belonia, Sonamura and Narsinghgarh, Sadar and measures taken by the Government. I have given my consent to the motion of Shri Hlura Aung Mog to-day. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement today he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order papers for a Statement.

Shri M. L. Bhowmik—Hon'ble Speaker Sir, I shall make a statement on the subject to-morrow, the 17th November, 1965.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Mr. Speaker—Announcement regarding discussion on matters of urgent public importance. I have received a notice from Shri Birchandra Deb Barma, desiring to raise discussion on—Abnormal high price of fish.

I have admitted the notice. Discussion to be raised on 17th November, 1965.

REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Mr. Speaker—We pass on to the next item. Next item is consideration and adoption of the Report of the Public Accounts Committee, on the accounts of the Tripura Territorial Council for the year 1960-61, 1961-62 & 1962-63 and Audit Report thereon. I would call on Shri Krishnadas Bhattacharjee, Chairman to move his motion for consideration of the Report.

Shri Krishnadas Bhattacharjee— Hon'ble Speaker Sir, I beg to move that the Report of the Committee on Public Accounts on the annual accouuts of the Tripura Territorial Council for the year 1960-61, 1961-62 & 1962-63 and the report of the Accountant General, Assam and Nagaland thereon be taken into consideration.

Mr. Speaker—Now if any Member wishes to speak he can speak.

Shri Atiqul Islam—Yes Sir, I like to speak.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা টি, টি, সি'র আমলে ১৯৬০-৬১ ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬২-৬৩ এই ক' বছরের 'অডিট' রিপোর্ট আমরা আমাদের পি, এ, সি কমিটিতে আলোচনা করেছি এবং সেটা আজকে এখানে এসেছে। টি, টি, সি'র আমলে যে সমস্ত কাজকর্ম তখন হয়েছিল তার অনেক কীর্তিকলাপই তখন সে কমিটির মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে এসেছে। আজকে যাঁরি যারা বিধান সভায় ক্ষমতা পেয়েছেন তখন তারাই টি, টি, সি'র কতৃপক্ষ ছিলেন এবং টি, টি, সি চালিয়ে ছিলেন। টি, টি, সি'র আমলে তারা কি কাজকর্ম করেছেন তার চেহারা—তার হিসাব নিকাশ যখন তারা করতে বসেন তখন তারা নিজেরাই অবাক হয়ে যান যে "আমরা কি করে এসেছি"। সেখানে এটা পরিষ্কার বেড়িয়ে এসেছে। অনেক পরিমাণ টাকা যেভাবে খরচ করার কথা ছিল সে টাকা ঠিক সেভাবে খরচ করা হয়নি। প্ল্যানের যে টার্গেট ছিল, যে সময়ে, যে বছরে যে কাজটা করার কথা ছিল ঠিক সেই সময়েতে সে কাজটা করা যায়নি। সরকার স্কীম প্রিপেয়ার করেছেন কিন্তু সে স্কীম ইমপ্লীমেণ্ট করার জন্য যে সব স্টেপ নেওয়া দরকার তারা ঠিক ঠিক সময়ে সে সব স্টেপ নিতে পারেন নি। ফলে পাবলিক সাফার করেছে, পাবলিক মানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা এমনও দেখেছি যে খাস ল্যাণ্ড ডিপার্টমেণ্টকে দিয়ে দিলে ঠিক ঠিক সময়ে কাজটা করা যায় কিন্তু সেই খাস ল্যাণ্ডও ঠিক ঠিক সময়ে তখন দেওয়া হয়নি। টি, টি, সি'র ব্যাপারে আমরা অনেক কিছু তখন আলোচনা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের একথা বলা হয়েছে যে এটাতে সে ব্যবস্থা নেই। কারণ এটা একটা পোস্ট মর্টেম একজামিনেশান, কাজেই এই সমস্ত প্রস্তাব তুলে লাভ কি ? কিন্তু আমরা জানি টি, টি, সির আমলেতে এমন কতগুলি কাজ হয়েছে যা 'অডিট রিপোর্ট' এর নজরের বাইরে যাওয়ার কোন কারণ নেই, কারণ সেখানে অনেক কাজ আর্ণেস্ট মানি না নিয়েই বিলি করা হয়েছে, টেণ্ডার আহ্বান না করেই কাজ বিলি করা হয়েছে এবং—

Mr. Speaker— I would request the Hon'ble Member to confine his speech within the report on the points raised in the Report, not criticism to the erstwhile T. T. C. That body is dead, the Members are not living, he may criticise the points according to Report, because the Report itself is before the House.

শ্রীআতিকুল ইসলাম— আমরা এই রিপোর্টে দেখেছি যে অনেক সময়ে যে এমপ্লয়ী পাওয়া দরকার, যে ষ্টাফ আমাদের দরকার সে ষ্টাফ আমরা নিতে পারিনি, নিতে পারিনি এই জন্য যে আমাদের পেস্কেল অত্যন্ত খারাপ, এবং এই পেস্কেল না থাকার দরুণ হায়ার গ্রেড অফিসার আমাদের এখানে আসতে চাচ্ছেন না এবং তার ফলে আমরা অনেক সময়ে অনেক স্কীম প্রিপেয়ার করার পরেও ইম্পলীমেণ্ট করতে পারি না। কাজেই আমরা যখন একটা স্কীম তৈরী করছি, সর্ব্বাগ্রে আমাদের একথা বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, যে ষ্টাফ আমাদের প্রয়োজন, সে ষ্টাফ সে পেস্কেলে আমরা পাব কিনা, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট আমাদের মঞ্জুরি দেবে কিনা সে কথা বিবেচনা করা

উচিত, তা-না-হলে আমরা একটা স্কীম তৈরী করলাম, তৈরী করার পর সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে মঞ্জুরি করিয়ে আনলাম তার পরে আমরা ষ্টাফ পেলাম না ফলে যেমন আমার টাকা নষ্ট হয় অন্যদিকে আমরা যে পাবলিককে অ্যাস্যুরেন্স দিলাম যে আমরা এই স্কীমটা এই পিরিয়ডের মধ্যে ইম্পলীমেণ্ট করব, সে স্কীমটা আমরা সেই সময়ের মধ্যে ইম্পলীমেণ্ট করতে পারলাম না। কাজেই এদিকে গভার্ণমেণ্টের অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত। আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে কো-অর্ডিনেশান নেই বলে অনেক স্কীম সাফার করেছে, ল্যাণ্ড একুইজিশান করে ল্যাণ্ড ট্র্যান্সফার করা ঠিক সময়ে হয়নি। ল্যাণ্ড একুইজিশান ডিপার্টমেণ্টে একটা খবর পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল মাসের পর মাস সেখানে সেটা ঝুলল, তারপর যখন ল্যাণ্ড একোয়ার করে ট্রান্সফার করা হল তখন দেখা গেল যে সময়ে কাজটা করার কথা ছিল, যে পিরিওডের টার্গেট সামনে রেখে কাজটা দিয়েছিল, সেই টাইম তখন পার হয়ে গেছে, ফলে সেই টাইমে সে কাজটা হ'লনা, তার ফলে এক্সপ্লানেশান দিতে হচ্ছে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছে, পাবলিকের কাছে কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে। ফলে এই যে ইরেগুলারিটীজ, পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়ার অভাব, তার ফলে অনেক প্ল্যান, স্কীম সাফার করছে। আমরা দেখছি ত্রিপুরাতে কমিউনিকেশানের অত্যন্ত অসুবিধা, অনেক সময়ে কনষ্ট্রাক্সানের মেটিরিয়েলস সেখানে যেয়ে পৌঁছতে পারে না, ফলে কনষ্ট্রাকশান সাফার করে। এছাড়া এটা ত্রিপুরার পক্ষে একটা মস্ত বড় বিঘ্ন, শুধু এইসব ইম্‌প্লীমেন্‌টেশানের ব্যাপারেই নয়, যে কোন কাজেই কমিউনিকেশান একটা বর হয়ে দাঁড়িয়েছে, মার্কেট ফ্যাসিলিটীজ যেমন পিপলস পাচ্ছেনা ফর মেটিরিয়েলস এণ্ড আদার্স। কমিউনিকেশান ইম্‌প্রুভ না হওয়ার ফলে আমরা ঠিক সে স্পীডে কাজটা করতে পারছিনা। কাজেই এদিকে যদি গভর্ণমেণ্টের অ্যাটেন্‌শান ড্র' না করা যায় তাহ'লে পরে ত্রিপুরার ডেভলাপমেন্‌টের কথা যে আমরা বলছি, সেটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না। Without development in communication, আমরা কিছুতেই অন্য যে সমস্ত ডেভেলপমেণ্ট এর কাজ যে স্পীডে এগুতে চাই সেই স্পীডে এগুতে পারব না। কাজেই এই সব দিক আমরা যথাযথ ভাবে সেখানে আলোচনা করেছি, কাজেই আজকে আমি এখানে বেশী কিছু বলতে চাইনা।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ Public Accounts কমিটির যে রিপোর্ট আমাদের সামনে আনা হয়েছে পি. এ. সি কমিটিতে আমরা সেটা ডিস্‌কাস্ করেছি। তাতে কতগুলি বিষয় আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়েছে, and that has been incorporated in the Report. সে সম্পর্কে আমরা মনে করব যে—in future also the Government will take steps so that this should not occur again. General observation আছে, তাতে বলা হয়েছে— on the side of revenue ৩,৩১,৫৪২ টাকা এখনও আনরিয়েলাইজ্‌ড আছে, দ্যাট ইজ ফ্রম মার্কেট, ফিসারী, পাউণ্ডস সেগুলি থেকে যে রেভিন্যু আমরা পেতাম সেই রেভিন্যুর একটা বিরাট অংশ আনরিয়েলাইজ্‌ড রয়ে গেছে এবং এটা যে মেনেজমেণ্টের পক্ষে ঠিক নয় তার জন্য—

মিঃ স্পীকার—This is also criticism.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—আমাদের যে একটা বিগ এ্যামাউন্ট আনরিয়েলাইজ্‌ড রয়ে গেছে সেটার জন্য আমরা সেই কমিটিতে recommend করেছি and this should be the eye opener for future guidance also—এই সমস্ত টাকা পয়সা, রেভিন্যু কালেকশান যাতে ঠিক ঠিক মত হয় এবং রেভিন্যু কালেকশানের জন্য যাতে আমরা সমস্ত রকম এফর্ট নিয়োজিত করতে পারি কারণ টি. টি. সি'র যে তিন বছর সময় এই সময়ের মধ্যে আমরা দেখেছি যে একটা বিগ এমাউন্ট আনরিয়েলাইজ্‌ড রয়ে গেছে। তারপর expenditure side এ আমরা দেখেছি যে অনেক ব্যাপারে Engineering construction work সেটা mainly Engineering Dept. এর দ্বারা হয়েছে, they are given the sites Site তাদের কাছে available নয়, Medical & Education Dept. বলছে যে তাদের কাছে site handover করে না। This means প্রত্যেকটি deptt. এর মধ্যে co-ordination নেই। কাজেই যেগুলি mainly plan work সেগুলি delay হচ্ছে এবং delay হওয়ার দরুণ আমাদের যে plan এর target তা fulfill হচ্ছে না এবং particularly আমরা দেখেছি যে in case of khas land also, যে সমস্ত site available হচ্ছে না তার কোন কারণই থাকতে পারে না। As per example এখানে আমরা দেখেছি যে কতগুলি piggery unit যেগুলি within that year হওয়ার কথা ছিল ঐগুলি long long after delay হয়ে গেছে। ৪টি piggery unit এর কথা ছিল, তারমধ্যে site of the Nabincherra piggery unit has been handed over to the Animal Husbandry Deptt. in May 1965, সেটা হওয়ার কথা ছিল within May, 1961—62, কিন্তু সেটা May 1965 handed over হয়েছে though it was requisitioned in December 1963 but it has been handed over in May, 1965 and the land is khas land. Regarding R. C. Colony at Amarpur, site has not yet been made available. R. C. Colony র জন্য এখানেও site available হয়নি। তারপর আর একটা ব্যাপার—সেটা লালছড়া। There is a dispute between contractor and the Deptt. concerned এবং সেই dispute আজও pending আছে, এবং আজও সেই কাজটা পড়ে রয়েছে, this is the experience. কাজেই এই সমস্ত ব্যাপার অত্যন্ত miscreditable! Khas land সরকারের available হবে না কেন, তা আমরা বুঝতে পারি না। কাজেই committee recommend করেছেন যে such delay is not desirable in case of the implementation of the plan programme, particularly when land requisitioned was khas land in all the above cases. কাজেই site selectionটা immediately করতে হবে, তারপর it should be handed over to the deptt. concerned, তা না হলে এই সমস্ত কাজ কিছুতেই ঠিক ঠিক ভাবে complete হতে পারে না এবং plan এর যে target

তাও fulfill হতে পারে না। এই যে ব্যাপারটা, সেগুলি আমরা দেখেছি in most of the works, because there is no proper coordination between deptts. concerned, because the Engineering Deptt. কে site অসময়ে দেওয়া হয়। কাজেই Engineeringকে বসে থাকতে হয় কবে তাদেরকে site দেওয়া হবে কি, না হবে, particularly site দেওয়ার পরেও আমরা দেখেছি যে একটা dispute লেগেই থাকে between contractor and the deptt. concerned, যার জন্য পালছড়াতে কোন piggery unit আজ পর্য্যন্ত হচ্ছে না। কাজেই this should be avoided এবং আমাদের site selection একেবারে scheme এর সংগে সংগে, whenever the scheme is formulated তার সংগে সংগে আমাদের site selection করে দিতে হবে। তারপর যে সমস্ত materials is not available here, that is :- cement, G. C. I. sheet and rods etc. সেগুলি আনতে গেলে আমাদের যে communication difficulties আছে অর্থাৎ যে সমস্ত difficulties এর জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় raw materials আনতে অসুবিধা হয় সেই communication facility যা primary and more essential আমাদের সেটা ও make up করতে হবে। আর এই communication difficulties দুর না হলে আমাদের এই সমস্ত draw back থেকেই যাবে। Then general observation of Technical staff এর কথা বলা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে ডাক্তার আমাদের এখানে নেই। আজ পর্য্যন্ত many dispensaries are not provided with doctors. সেখানে আমাদের ডাক্তার ছাড়াই dispensaryগুলি চালাতে হচ্ছে, এবং এই সম্পর্কে আমরা যে evidence পেয়েছি এখানকার যে Geographical position তাতে doctor from outsides are not eager to come here. কাজেই তাদেরকে কোন রকম amenities দিয়ে আমাদের এখানে আনা যায় কি না সেই সম্পর্কে আমাদের ভেবে দেখতে হবে যার দ্বারা আমরা ডাক্তার এখানে পেতে পারি। Calcuttaতে যারা থাকেন, তারা সেখানে যে সুবিধা পেয়ে থাকেন, সেগুলিতে ত্রিপুরার যে Geographical position তাতে তারা এখানে আসতে চাইবেন না, এটা স্বাভাবিক ও সত্য। কাজেই তাদেরকে অন্য কোন রকম amenities বা সুবিধা দিয়ে আমাদের এখানে আনবার চেষ্টা করা দরকার। Hill allowance, free rent, সেই central cadre অনুযায়ী বেতন দিয়ে বা অন্য যে কোন allowance is to be given over and above their pay. যদি free quarterও দিতে হয় this should be given. অর্থাৎ তাদেরকে attract করার জন্য আমরা অন্য কোন প্রকার facilities দিতে পারি কি না Govt. will think over. আর কয়েকটা বিষয় আমাদের এখানে আসছে vety. field Asstt. এবং V. A. S. যারা আছেন তাদের যে বেতন সেটা ডাক্তারদের চাইতে অনেক কম। অথচ তাদের period of training প্রায়ই সমান এবং তার জন্য অনেক candidate V. A. S. trainees তারা যদি কোন সুবিধা পায় তাহ'লে medical training এ চলে যায় এজন্য তারা V.A.S. training নিয়ে আসতে চায় না। কেন না V.A.S. দের যে বেতন তা ডাক্তারদের চাইতে অনেক কম। কাজেই V.A.S. দের

বেতনটা যাতে at par of doctors হতে পারে, সেটা যাতে raise করা যেতে পারে তার জন্য method should be adopted। তারপর আমাদের Engineer এর shortage রয়ে গেছে। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে তাদেরকে কোন রকম amenities দিয়ে attract করা যায় কিনা, অন্যখানে তারা যা পাচ্ছে তার উপর ত্রিপুরার geographical condition এর জন্য আরও কিছু অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দিতে পারি কিনা, আমাদের চেষ্টা করা দরকার। তারপর plan work সম্পর্কে আমরা দেখেছি, particularly tube well এর ব্যাপারে যে একটা explanation দেওয়া হয়েছে from the dept concerned "nonavailability of contructors এর জন্য আমরা tube well করতে পাচ্ছি না।" আমরা মনে করি যেখানে drinking water এর question that should be done departmetal level. সেখানে nonavailability of contructors cannot any way be an excused. আমাদের plan work এ যে সমস্ত ring well, tube well দেওয়ার কথা ছিল সেগুলি আমরা contructor এর অভাবে দিতে পাচ্ছি না। সেজন্য the committee recommended that even if the contructor are not available water supply facilities should have been extended at any cost. The works could have been done departmentally in veiw of the urgency of supply of drinking water to the people. কেননা ত্রিপুরায় drinking water এর যে ভীষণ অব্যবস্থা এবং এখানে কোন ভাল drinking water, এর ব্যবস্থা নেই তা সর্ববাদী সম্মত। কাজেই এই সম্পর্কে আমাদের এ, জি, রিকমেণ্ড করেছেন পি, এ, সি, রিকমেণ্ড করেছেন যে এইগুলি ডিপার্টমেণ্টালী হওয়া দরকার যদি এখানে কণ্ট্রাক্টারের অভাব হয়ে থাকে। আর কতগুলি জিনিষ রয়েছে যেমন পোল্‌ট্রি সম্পর্কে—there is an explanation from the department concerned that tribals are not interested in keeping poultry birds. আমরা অবাক হয়ে গেছি এবং বলেও দিয়েছি যে ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট। আমরা জানি প্রত্যেক ট্রাইবেল, অব কোর্স দেয়ার মে বি এক্সেপশান অব ট্রাইবেল পিপল, যারা বৈষ্ণ তারা হয়ত পোলট্রি বার্ডস্ পোষতে রাজী হবে না। কিন্তু generally all tribal people are quite eager to rear poultry birds. কাজেই পোলট্রি সাক্সেস্‌ফুল হচ্ছে না because tribal people are not accustomed to take poultry birds, এগুলি এক্সকিউজ নয়। পি, এ, সি, remarked that it is not at all the actual state of affairs. We understand that tribal peoples are always interested to rear poultry birds. কাজেই এই সমস্ত পোলট্রির ব্যাপারে একটা এক্সকিউজ হতে পারে না। Difficulty may come in some other process. অন্য যে সমস্ত কারণ আছে সেগুলির জন্য হয়ত সাক্সেস্‌ফুল হচ্ছে না। ট্রাইবেলরা অ্যাকাস্টমড নয় বলে আমাদের এখানে সাক্সেস্‌ফুল হচ্ছে না it cannot be the proper excuse. These are all lame excuses. তারপর কতগুলি ব্যাপারে আমরা দেখেছি, দেয়ার আর সাম ইরিগুলারিটিজ। এডুকেশনের ব্যাপারে আমরা দেখেছি যে বাজেটের এক্সেস্ প্রভিশান এবং ইনকার্ড এক্সপেনডিচার সেটা রেগুলেরাইজ হয়েছে আফটার টু অর থ্রি ইয়ার্স এবং অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি যে actually without giving order

money has been drawn from the treasury. যেমন এক্সরে সম্পর্কে কতগুলি এসেছিল, সেখানে দেখা যায় একেবারে লাষ্ট ডে অব মার্চে সেখানে একটা বিগ অ্যামাউণ্ট—এডুকেশন সম্পর্কেও আছে, মেডিকেল সম্পর্কেও আছে যে থার্টিফার্স্ট মার্চে তারা একটা বিগ অ্যামাউণ্ট ড্র করে রেখেছেন এবং সেটা সাবসিকোয়েন্টলী তারা খরচ দেখিয়ে দিয়েছেন। অনেক সময় এই হয়েছে যে ইভেন দেন দে ডিড্ নট প্লেস্ড অর্ডারস্। অর্ডারও প্লেস করেনি। অর্ডার প্লেস করেছে টাকা ড্র হওয়ার পরে এবং ইট হ্যাজ বীন রিমার্কডেড-বাই এ, জি, যে এই সমস্ত টাকা হাতে রাখা এবং টাকা আননেসেসারী ড্র করা, এইগুলি ইরিগুলার এবং রিস্কী। জিনিষটা যখন দরকার হবে তখন অর্ডার দিয়ে তারা টাকাটা ড্র করবে। কাজেই আননেসেসারীলি ট্রেজারী থেকে টাকা ড্র করা these are not only irrigular but these are risky. কারণ এর দ্বারা টাকাটা মিস-অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা ডিফ্রুকেটেড হওয়ার চান্স আছে। কাজেই অ্যাকচুয়ালী রিকোয়ারমেণ্ট ছাড়া কিছুতেই টাকা ড্র করা উচিত নয়। তারপর কতকগুলি কেস আছে টেণ্ডার সম্পর্কে। অনেক সময় আমরা দেখেছি যেমন মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টে আমরা দেখেছি সাম কণ্ট্রাক্টর, সে ফেল করেছে to supply diet to the dispensary, to the Primary Health Centres. Perhaps, G. C, Saha, still এর পরবর্তী সময়ে আমরা তাকে কণ্ট্রাক্ট দিয়েছি এবং কণ্ট্রাক্ট দেওয়ার সময় এই রিজন দেখিয়েছি যে যদি সে আবার ফেল করে তাহলে ইন কলাবরেশান উইথ দি গার্ডিয়ান্স অব দি পেসাণ্টস আমরা সেখানে একটা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেব। সেখানে এ, জি, ও রিমার্ক করেছেন যে দীজ আর ইরিগুলার। দেখা যায় যে ফেল করেছে ডায়েট দিতে ইন নো সারকামস্টেন্স তাকে আবার কণ্ট্রাক্টর দেওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। এ, জি, বলছেন the committee with surprise notices that inspite of the failure of supply no action has been taken against Shri Saha. Appropriate action should be taken against the contractor for his default in supply of ration maent for the patients. Before entering into contract for supply of diet for patients it is the competent authority who should carefully weigh the capacity of the contractor to carry out the obligations. পার্টিকুলারলী যেখানে মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের পেসেণ্টদের ব্যাপার ইট ইজ মোষ্ট সিরিয়াস। কাজেই কণ্ট্রাক্ট দেওয়ার পূর্বে we should weight the category of the contructor. আমরা জানি যে কণ্ট্রাক্টর মাঝখানে খাবার বন্ধ করে দিয়েছে এবং পেসাণ্টদের যদি খাবার বন্ধ করে দেওয়া হয় যাদের পথ্যের উপরই এবং চিকিৎসার উপরই নির্ভর করে জীবন এই রকম ব্যাপারে উই শুড টেক মাচ কেয়ার যে তাকে যখন কণ্ট্রাক্ট দেব হি মাষ্ট বী ক্যাপেবল ম্যান এবং তার সেগুলি সাপ্লাই করার মত যথেষ্ট রকম ক্যাপেবিলিটি আছে সেটা জেনেই আমরা দেব এবং আমরা যখনি দেখেছি পূর্বে সেই লোকটা ফেল করেছে, একবার নয়, একাধিকবার সে ফেল করেছে তখন তাকে আবার কণ্ট্রাক্ট দেওয়ার কোন অর্থই থাকতে পারে না।

তারপর এডুকেশন সম্পর্কে আমরা দেখেছি যে সমস্ত ফিনান্সিয়াল অ্যাসিষ্টেন্ট টু ডিস্প্লেসড্ পার্সন্স ছিল, যে পরিমাণ টাকা ছিল সেই পরিমাণ টাকা আমরা তাদের দিতে পারিনি। এখানে

বলা হয়েছে যে একাধিক ব্যবস্থায় হয়ত পলিটিক্যাল সাফারার হিসাবে পেয়েছে, কেহ হয়ত ডিস্-প্লেসড্ পার্সন হিসাবে পেয়েছে ইত্যাদি একাধিক বেনিফিট কেউতো পেতে পারেন না। কাজেই এইজন্যই টাকাটা খরচ করা যায়নি। অ্যাকচুয়ালী আমাদের ধারণা যে ছেলেদের যে বর্ত্তমান অবস্থা এতে অ্যাসিষ্টেন্টস্ দেওয়ার মতন ছেলে আমরা পাবনা এটা আমরা চিন্তা করতে পারি না। যদি রেগুলার কেয়ার এবং এটেনশান আমরা দিতে পারতাম তাহলে প্রত্যেকটা টাকার ফিনান-সিয়াল অ্যাসিষ্টেন্স টু ডিস্প্লেসড্ ষ্টুডেন্টস্ আমরা একেবারে টু দি পাই খরচ করতে পারতাম। আমরা জানি রেগুলার ফর্মে পাঠাতে হয়। ইন টাইম হয়ত ফর্ম পাঠাতে পারলো না। তার জন্য আমাদের স্ক্রুটিনাইজ করা দরকার যাতে প্রত্যেকটা ছেলে বুঝে ঠিক ঠিক মত ফর্ম ফিল আপ করে ঠিক ঠিক মত তারা দিতে পারে। কাজেই ডিপার্টমেন্ট কন্সার্নড শুড লুক দ্যাট পার্টিকুলারলী ষ্টুডেন্টস যাদের ফিনানসিয়াল অ্যাসিষ্টেন্টস দেওয়া হয়েছে তারা যাতে অ্যাকচুয়ালী পায় এবং আমরা যাতে টাকাটা খরচ করতে পারি এবং তার যাতে এই রকম সেভিংস না থাকে। পার্টিকুলারলী ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সাহায্য করব, ডিস্প্লেসড্ পার্সন্স যারা এসেছে, ইট ইজ আওয়ার অনেষ্ট অব্লিগেশন। কাজেই এদের থেকে সেভিংস থাকা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ফিনান্সিয়াল অ্যাসিষ্টেন্সের জন্য আমরা দেখেছি যেমন বিগ অ্যামাউন্ট ৩৬,৮০০্, সেটা হচ্ছে ইন্ দি ইয়ার ১৯৬২-৬৩। আর একটাতে দেখেছি যে ৪৮,২০০্ কুড নট বি স্পেণ্ট। Financial assistance to displaced persons could not be utilized কাজেই এই সমস্ত টাকাগুলি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে যাতে লাষ্ট পাই পর্য্যন্ত আমরা খরচ করতে পারি there should be not at all any savings as regards financial assistance to the displaced students, সেগুলি আমাদের সরকারের দেখা উচিত। সেটা আমরা দেখেছি পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি এই সম্পর্কে রিকমেণ্ড করেছেন that Government should take necessary step. The Committee fees that sufficient scope and opportunity should have been given to the students for applying for financial benefit in proper time and proper form. তারা যদি সময় মত না দিতেও পারে তার জন্য মোর টাইম এক্সটেনশান করা এবং তারা যাতে দিতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা দরকার। কেননা এইটা হচ্ছে ছেলেদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপার। কাজেই এই সমস্ত হচ্ছে মেইন থিং যেগুলি রিপোর্টে রিভীল্ড হয়েছে। যে সমস্ত ল্যাকিংস্ আছে গভর্ণমেণ্টের সেগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার এবং যাতে এই সমস্ত ল্যাকিংস্ ভবিষ্যতে না হয় তার জন্য দে উইল টেক্ প্রপার ষ্টেপ। কাজেই আমার মনে হয় পি, এ, সি, যে সমস্ত রিকমেণ্ডেশান করেছেন সে সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট অবহিত হবেন এবং এই সমস্ত যাতে রেকার না করে তার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রপার দৃষ্টি দেবেন।

Mr. Speaker—Any one else from the left ? Any one from the right ?

Shri Gopesh Deb—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পাবলিক একাউণ্টস কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের চেয়ারম্যান যে অডিট রিপোর্ট এর উপর রিকম্যাণ্ডেশান রেখেছেন, সে

রিকম্যানডেশান সম্পর্কে সেই কমিটির অন্য দুইজন সদস্য বলেছেন। বিভিন্ন সময়ে আমরা সে কমিটিতে মিলিত হই এবং সে সময়ে আসাম এণ্ড নাগাল্যাণ্ডের একাউন্টেন্ট জেনারেলও উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সেই সব বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যারা দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাদের এভিডেন্স আমরা নিয়েছি এবং তাদের এভিডেন্স থেকে আমরা যতটুকু বুঝতে পেরেছি সেটা আলোচনা করে তার যে রিপোর্ট, সে রিপোর্ট চেয়ারম্যানের মাধ্যমে হাউসের সামনে পেশ করেছি। আমরা দেখতে পাই—বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট, এনিমেল হাজব্যাণ্ড্রি ডিপার্টমেণ্ট, মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট এবং এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট এই কয়টি ডিপার্টমেণ্টের রেভিন্যুর'র এক্সপেণ্ডিচার এবং রিসিপ্ট সাইডে কিছু ইরেগুলারিটিজ আছে এবং সেগুলি আমাদের অডিট অবজেকশান হয়েছে এবং সেগুলি আমরা আলোচনা করেছি। আমার বিরোধী দলের সদস্য মাননীয় ইসলাম সাহেব এবং শ্রী দেববর্মা মহাশয় সে বিষয়গুলি বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন এবং তাদের যে আলোচনা, পি. এ, সি কমিটির যে রিকম্যাণ্ডেশান তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং আমরা আশা করব যে আলোচনা তারা আমাদের সামনে রেখেছেন এবং যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি এই কমিটি তুলে ধরেছেন, ভবিষ্যতে এই সব ব্যাপারে সেই সেই ডিপার্টমেণ্টে ত্রুটিবিচ্যুতি না হয় সেদিকে ডিপার্টমেণ্টগুলি নজর দেবেন, এবং আমরা ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট থেকে কতকগুলি জবাব চেয়েছিলাম এবং তার উত্তর তারা দিয়েছেন। আমরা জানি সরকার প্ল্যান করবে, স্কীম করবে, টাকা মঞ্জুর করবে আর সেই টাকা খরচ করে কাজ করতে পারব না এটা আমাদের অত্যন্ত লজ্জার কথা, কিন্তু সে প্রশ্ন তাদের কাছে তুলে ধরার সময় তারা উত্তর দিয়েছেন যে আমরা সময় মত সাইট পাই নাই। সেটা কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ বা কোন কোন সরকারী মহল ঠিক ঠিক সময় সাইট দেয়না এটা গেল এক কথা। দ্বিতীয়তঃ জি, সি, আই সীট, সীমেণ্ট ঠিক মত আমরা পাইনা, তাই কাজ করতে পারি নাই। সাইটের ব্যাপারে যে কথা একটু আগে মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র দেব বর্মা মহাশয় বলেছেন যে লালছড়া পিগারী ইউনিট, অমরপুর পীগারি ইউনিটের ব্যাপারে—এইসব ব্যাপারে আমাদের যে খাসের জায়গা ছিল যে জায়গাতে পিগারী ইউনিট স্থাপিত হবে, কিন্তু সে জায়গাও পেতে আমাদের দেরী হয়েছে। কাজেই তাদের যে জবাব সেই জবাবের উপর আমরা রিপোর্ট করেছি। আমরা আশা করি এইসব ব্যাপার তারা ভবিষ্যতে বিবেচনা করে দেখবেন। আরেকটি কথা তিনি দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে কো-অর্ডিনেশানের অভাব সেটা সত্য, ভবিষ্যতে যাতে তারা পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতার বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয় এবং কাজ যাতে তাড়াতাড়ি হতে পারে এবং গভর্ণমেন্টের প্ল্যান এবং স্কীম যাতে ইমপ্লীমেন্ট হতে পারে তার দিকে নজর দেবেন বলে আমরা আশা রাখি এবং এখানে আমরা মন্তব্য রাখছি যে যখনই আমরা কোন কাজ মঞ্জুর করব সেই কাজ মঞ্জুরীর সংগে সংগে এবং ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার সাথে সাথে যাতে সাইটও আমরা দিতে পারি তার জন্য যেন প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট নজর দেন তার প্রস্তাব আমি এখানে রাখছি। মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের বেলায় তারা বলেছেন টিউবওয়েলের ব্যাপারে কোন কোন জায়গাতে, যে সমস্ত জায়গা অত্যন্ত ইনটেরিয়ারে বা পাহাড়ের

অভ্যন্তরে অবস্থিত যে সমস্ত জায়গায় কণ্ট্রাক্টার পাওয়া যায়না সেজন্য সেই সব জায়গায় কাজ বিলি করতে পারা যায়না, সেটা হয়ত সত্য কিন্তু আমরা আশা করব ভবিষ্যতে সেইসব জায়গাতে যদি কনট্রাক্টার না পাওয়া যায়, ডিপার্টমেন্ট নিজে যাতে সেখানে টিউবওয়েল করতে পারেন সে ব্যবস্থা করবেন। কনট্রাক্টার না পাওয়ার দরুণ সেখানকার অধিবাসীরা পানীয় জল ছাড়া থাকবেন সেটা আমরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারিনা। আরও দেখি আমরা এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে'র বেলায় যে ৩৬,৪০০ টাকা তারা একটা সেভিংস দেখিয়েছেন। ছাত্রদের স্টাইপেণ্ড দিতে পারেন নাই, যা একটু আগে শ্রীদেববর্মা মহাশয় দেখিয়েছেন এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এবং আমার মনে হয় যে উদ্বাস্তু ছেলেদের সাহায্য দিতে আমরা পারলাম না তার জন্য আমাদের প্রচারের কোন দুর্বলতা ছিল, আমরা ঠিক ঠিক সময় মত তাদের জানাতে পারি নাই, এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট ঠিক সময় ফর্ম পৌঁছাতে পারেন নাই যার জন্য ছাত্ররা ঠিক সময়ে এপ্লাই করতে পারেনি। কাজেই ভবিষ্যতে যাতে এইরকম গাফিলতি এডুকেশান ডিপার্টমেন্টএ না হয় তার জন্য আমরা রিকম্যাণ্ড করেছি। এনিম্যাল হাজব্যাণ্ড্রি ডিপার্টমেন্ট বলেছেন যে আমাদের এখানে কতগুলি পোস্টের পেস্কেল কম যার জন্য বাহির থেকে কোন লোক আসতে চায়না এবং আমাদের এখান থেকে যারা ট্রেনিং'এ যায় তারাও ভি, এ, এস্, ট্রেনিং'এ এনিম্যাল হাজব্যাণ্ড্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে যেতে চায়না। তার জন্যও আমরা রিকম্যাণ্ডেশান রেখেছি—The Committee was given to nnderstand that the technical personnel like Doctor, Engineer, Veterinary Asstt. Surgeon etc. were not attracted to join their services for the following reasons— As for example.

Geographical position of Tripura, economic condition and in some cases uuattractive payscale in comparison to other states.

কাজেই তাদের পেস্কেল যাতে এখানে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারি তার জন্য সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বুঝাপড়া করুন, আমাদের পোষ্টগুলি খালি থাকবে আমরা সেগুলি ফিল আপ্ করতে পারব না কাজ হ্যাম্পার করবে সে আমরা চাইনা। কাজেই আশা করব আজকে হাউসের সামনে যে রিকম্যান্ডেশান পি, এ, সি কমিটি থেকে এসেছে সে রিকম্যান্ডেশান অনুধাবন করে আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট ভবিষ্যতে তাদের কর্ম্মপন্থা যাতে নির্বিচারে সম্পন্ন হয় তার দিকে দৃষ্টি রাখবেন। এই রিকম্যান্ডেশান হাউসে কনসিডার করা হউক এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on mover of the Report of the P.A.C.

শ্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের যে অডিট রিপোর্ট হাউসে পেশ করা হয়েছিল সেটা আমরা আমাদের এই প্রথম পাবলিক একাউন্টস কমিটি এই রিপোর্টগুলি বিচার করে এবং আমাদের বিধান সভার মধ্যে থেকে যে পি,এ,সি কমিটি গঠিত হয়েছে তার আওতায় ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের যে রিপোর্ট সেটা এবং তৎপরবর্তী সময়ে এ্যাসেম্বলী হওয়ার পরে যে সমস্ত অডিট রিপোর্ট হয়েছে সেগুলি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যে যে

সমস্ত অডিট রিপোর্ট যেগুলি আমাদের আওতার আসছে না, সেগুলি খুব সম্ভবতঃ সেন্ট্রাল পি, এ, সি কনসিডার করবেন, সে সম্পর্কে আমরা জানিনা তবে আমাদের কাছে ত্রিপুরার আঞ্চলিক পরিষদের যে অডিট রিপোর্ট দেওয়া হইয়েছিল সেটা খুব বেশ নয়, সামান্য অবজার্ভেশান সেখানে ছিল, অডিটের অবজেকশান যা ছিল সেটা খুবই নিগ্লিজিবল। এবং যেখানেই audit objection ছিল সেগুলিই ভাল করে দেখা হয়েছে এবং examine করা হয়েছে। তাছাড়া যেখানে savings প্রভৃতি ছিল সেগুলিও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, কেন savings হ'ল, savings হওয়ার কারণ কি ? সেখানে লোক পাওয়া যাচ্ছে না বলে বলা হয়েছে, যেখানে site পাওয়া যায়নি বলে বলা হয়েছে, সেখানে এই Committee এর recommendation দেওয়া হয়েছে। এটা ঠিক যে ত্রিপুরার আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা খুব একটা বেশী কিছু না থাকিলেও আঞ্চলিক পরিষদ যে speedএ এবং যে গতিতে কাজ করেছে তা বিবেচনা করতে গেলে সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়, তাতে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয়ে আমি এই হাউসে উল্লেখ করব, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের ও এই বিষয়টা জানা আছে, সেখানে Accountant Generalও উপস্থিত ছিলেন। আমাদের তৎকালীন চীপ কমিশনার এস, পি, মুখার্জি কথায় কথায় বলেছিলেন যে আঞ্চলিক পরিষদ ত্রিপুরা Administration এর সঙ্গে merge না হয়ে Administration ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে merge হ'লে ভাল হ'ত। কেননা যে ভাবে তারা কাজ করেছে যেখানে যাই গ্রামে, জঙ্গলে, এটা কে করছে, এই রাস্তাটা কে করছে, এটা T. T. C করছে, ঐটা T. T. C করছে, dispensaryটাকে করছে, না T. T. C করছে। অর্থাৎ তিনি আঞ্চলিক পরিষদের কাজের গতি দেখে এতটা সন্তোষ লাভ করেছেন যে তিনি এই রকম একটা মন্তব্য করেছেন। Accountant General এর সামনে যে Administration কে আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে merge করা উচিত ছিল। এতটা দ্রুত গতিতে কাজ করে ও এখানে যে পরিমাণ audit objection দেখেছিলাম, আমি আশা করেছিলাম যে আমরা এতটা formalities সত্যি মানিনি। কাজ করার উৎসাহ যখন আমাদের এত ছিল যে formalities এর কথা আমরা মোটেই চিন্তা করিনি। এই অবস্থায় এত কম audit objection হবে আমি কল্পনা করতে পারিনি। যাহা হউক এই audit objection এর উপর আমরা note রেখেছি কতগুলি বিষযে যেমন সুবিধা ছিল আইন কানুনের বাধা নিষেধ আমাদের অনেকটা কম ছিল। তাই আমরা ঐ সমস্ত কাজ দ্রুত গতিতে করতে পেরেছি। কিন্তু আবার এখানেই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আইন কানুনের এত বাধা নিষেধ যে দ্রুত গতিতে কাজ করা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার, তা যেন শিকল দিয়ে বাধা, একটু এগুতে গেলেই এই permission, এই sanction। কিন্তু আমাদের বেলায় অনেকটা সুবিধা ছিল, সেজন্য আমাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব হয়েছিল। তবে আবার কতগুলি অসুবিধাও ছিল যার জন্য আমাদের মাননীয় বক্তা উল্লেখ করেছেন, যেমন খাস জায়গা, খাস জায়গা যেটা আমাদের দরকার সেটাও আমরা সময় মত পাইনি। যেখানে রাস্তা ঘাটের জন্য জায়গার প্রয়োজন, সেটাও আমরা সময় মত পাই'নি বলে সময় মত আমরা সেই টাকা খরচ করতে পারিনি,

সে কথা আপনাদের সবারই জানা আছে Land requisition যেটা, সেটা আমাদের T. T. C এর আওতায় ছিল না। সুতরাং আমাদিগকে তাদের কাছে move করতে হ'ত, Land Requisition Depttএ। Move করে তাদেরকে তাদের সুবিধা অনুযায়ী সেই land সংগ্রহ করে তারপর কাজ করতে হ'ত। সুতরাং একটা by circulationএর জন্য এই অসুবিধা হ'ত যার জন্য কতগুলি কাজ আমরা ঠিক সময় মত করতে পারিনি যার জন্য এই audit report এ আপনারা কিছু savings দেখতে পাচ্ছেন। সেইদিক থেকে Engineering Deptt., P. W. Deptt. প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য এই savingsগুলির জন্য। এমনিতে যে সমস্ত staff পাওয়া যায়নি, staff না পাওয়ার জন্য যে সমস্ত savings সেগুলি সম্বন্ধে অসুবিধা রয়েছে এবং তার জন্য, payscale বাড়াবার জন্য একটা চেষ্টা কেন্দ্রিয় সরকারের সংগে চলেছে এবং আমরা সেগুলি যদি পেতে পারি তাহলে আমাদের ছেলেদের training দিয়ে আনতে পারি। কোন কোন Deptt. কোন কোন বিষয়ে যে সমস্ত লোক পেতেন না, সেই সমস্ত লোক প্রায়ই এখন surplus হয়ে গেছে। যেমন আমাদের এখানে polytechnic আছে, আগে আমাদের কলকাতা থেকে overseer প্রভৃতি interview করে আনতে হত। এখন এখানে প্রায় সেগুলি surplus হওয়ার মত অবস্থা হয়ে আসছে। এখন ঐগুলির দিক থেকে আমাদের ছেলেরা অনেকে পাশ করে আসছে, তাতে প্রায় এখন আমাদের কুলিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি এই সমস্ত বাধাবিঘ্নগুলি দূর করা হচ্ছে। Central Govt. টাকা দেবে, Planning Commission plan sanction করবে, আর আমরা সেই টাকা খরচ করবো না, savings হয়ে যাবে, সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং সব দিক থেকে savings যাতে কম থাকে, savings কম থাকার অর্থ এই নয় যে টাকাটা আমরা জলে ফেলে দেব। টাকাটা যদি properly utilized হয়, দেশের কাজে লাগে সেইদিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার এবং সেইজন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে নিম্নপদস্থ কর্মচারী পর্যান্ত সহযোগিতার সংগে কাজ করে যেতে হবে। আর কাজের দিকে এখন মনোযোগ দেওয়া দরকার। একটা বিশেষ জিনিষ আমি লক্ষ্য করছি, সেটা বর্তমানে আমি না বলে পারছি না যে Secretariat বা Directorate level এ আমাদের যে সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছেন তাদের বেশীর ভাগ হয় দিল্লী, না হয় বোম্বাই, মাদ্রাজ বা কলকাতায় Conference করে যাচ্ছেন। কাজেই এদিকে পড়ে থাকছে, planning এর টাকা, তা খরচ হচ্ছে না। Planningএ যে কি আছে সেই বিষয়টার কোন অনুসন্ধান নেই। শুধু conference আর বৈঠক, এই দিল্লী, বোম্বাই মাদ্রাজ আর কলকাতা করেই সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছে। আবার পরবর্ত্তী স্তরের যে কর্ম্মচারীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে, ও অমুক বাবু তো trainingএ গেছেন, কয় মাসের ? না ৬ মাসের। এই training আর বৈঠক নিয়েই দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ আর কলকাতা, এই চলছে। সুতরাং কাজের দিকে এখন আমাদের মন দেওয়া দরকার। এই সমস্ত training নিয়ে যা হচ্ছে, তা তো দেখতে পাচ্ছি। এখন একটু কাজ করা দরকার। আর বৈঠক conference বাদ দিয়ে সমস্ত কর্ম্মচারীকে, উপর থেকে নিম্ন পর্য্যন্ত সকলের training বেশ দেওয়া হয়েছে এখন এটুকু কাজ দেখানো দরকার।

কাজ যদি ভাল করে করা যায়, তবে training ইত্যাদি পরে দেখা যাবে। এভাবে একটা কিছু না করলে পরে টাকা আরো savings হবে। Planning এর টাকা আমরা খরচ করতে পারব না। সুতরাং এই দিকে সরকারকে আমি লক্ষ্য রাখতে বলব।

Mr. Speaker—The discussion is over. I would now put the motion to vote. Now the question before the House is that the report of the Public Accounts Committee, on the accounts of the Tripura Territorial Council for the year 1960-61, 1961-62, 1962-63 and Audit Report there on be taken into consideration."

As many as are of that opinion will please say Ayes.

(Voice— Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

(No voice)

'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The motion is passed.

I would now call on Shri Krishanadas Bhattacherjee, Chairman to move his motion for adoption of the Report of the Public Accounts Committee, on the Accounts of the Tripura Territorial Council for the year 1960-61, 1961-62 and 1962-63 and Audit Report thereon.

Shri Krisnadas Bhattacharjee—Hon'ble Speaker Sir, I beg to move that the Report of the Committee on Public Accounts on the annual accounts of the Tripura Territorial Council for the year 1960-61, 1961-62 & 1962-63 and the report of the Accountant General thereon be adopted.

Shri Atiqul Islam—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট কন্সিডারেশন করতে গিয়ে—

মিঃ স্পীকার—কন্সিডারেশন নয় অ্যাডাপশান। We have finished consideration.

Shri Atiqul Islam—No, Sir, আমি এখন আর বলছি না।

Mr. Speaker—I would like to know if any one wishes to speak.

So I will now put this motion to vote.

The question is that the report of the Public Accounts Committee on the

accounts of Tripura Territorial Council for the year 1960-61, 1961-62 & 1962-63 and Audit Report thereon be adopted.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voices-- AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice)

AYES have it. AYES have it

The report of the Public Accounts Committee on the accounts of the Tripura Territorial Council for the year 1960-61, 1961-62 & 1962-63 and Audit Report thereon is adopted.

PRIVATE MEMBERS' MOTION

Mr. Speaker—Next item is Private members' business. Private Members' Motion. I would now request Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. to raise discussion on the "Need for strengthening the Civil Defence of the Country. I will hope that this discussion will be a bit long.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও ইতিমধ্যে পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে নিয়েছে কিন্তু এখন পর্যান্ত অনবরত তাদের চুক্তি লঙ্ঘন করার খবর আমরা প্রতিদিন পাচ্ছি। শুধু পাকিস্তানে নয়, সিকিম সীমান্তের মধ্যে এইভাবে প্ররোচনামূলক কাজ চলছে। এই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে দেশরক্ষার ব্যাপারে, অসামরিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে, যেন আমরা চিন্তা করি যে দেশ আমাদের রাজনীতির দলাদলির উর্দ্ধে, জাতিধর্ম্মের উর্দ্ধে, অর্থাৎ দেশকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে। কাজেই এইদিক দিয়ে বিবেচনা করে অন্ততঃ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে গত ছয় সপ্তাহে পাকিস্তানের আক্রমণের সময়, বিশেষ করে পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশগুলির মধ্যে যেভাবে আমাদের সরকার জনসাধারণের সহযোগিতায় বিভিন্নভাবে আমাদের সৈনাদের সাহায্য সহায়তা করার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই ত্রিপুরাতেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। কারণ আমরা জানি পাকিস্তান ত্রিপুরার তিনদিকে পরিবেষ্টিত। পাকিস্তান ত্রিপুরার সীমান্তে অনবরত গোলাগুলি এখনও চালাচ্ছে।

এমতাবস্থায় আজকে ত্রিপুরাতে তার প্রতিরক্ষার ব্যাপার খুব শক্তিশালী করা দরকার। আজ যে কোন মুহূর্ত্তে পাকিস্তান আক্রমণ করতে পারে। কাজেইসেদিক দিয়ে বিবেচনা করেই আজকে ত্রিপুরাতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা দরকার। কাজেই যদি শক্তিশালী করতে হয়, যুদ্ধের সময়ে আমরা দেখি শুধু সৈন্যরাই দেশরক্ষা করেনা, সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণেরও সেখানে সক্রিয় ভূমিকা এবং সহযোগিতা আছে। সেইদিক দিয়ে যদি আমরা বিবেচনা করে দেখি তাহলে গত কয়েক সপ্তাহের যুদ্ধের সময়ে আমরা দেখেছি যে এখানকার যে রুলিং পার্টি বা কংগ্রেস তারা এই ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ তারা গত দুর্যোগের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এখানে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আছেন তাদের সঙ্গে, বিধানসভা তো বাদই দিলাম, এমন কি মিটিং পর্য্যন্ত ডাকেন নাই। আগরতলার মধ্যে বহু গণ্যমান্য স্থানীয় ব্যক্তি আছেন তাদেরকে নিয়ে অন্ততঃ জনসাধারণের সাহায্য এবং সহায়তা কিভাবে পাওয়া যায় এবং জনসাধারণ কিভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে এ সম্পর্কে কোন চিন্তাই তারা করেন নাই। এই হচ্ছে অবস্থা। একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি দুর্যোগের সময়ে বোমা যখন পড়বে তখন কিভাবে আত্মরক্ষার জন্য ট্রেন্সে ঢুকতে হবে, ট্রেন্স কাটতে হবে এই প্রচারটা খুব দ্রুত হয়েছে। অর্থাৎ এককথায় জনসাধারণকে শুধু গর্ত্তের মধ্যে ঢুকানোটা শেখানো হয়েছে। তার আত্মরক্ষা করার বা দেশকে রক্ষা কিভাবে করবে এই সম্পর্কে কোন শিক্ষা বা ট্রেনিং দেওয়া হয় নাই। আপাততঃ আমরা দেখি বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু বিপদ কাটেনি, এখন পর্য্যন্ত যুদ্ধবিরতি অনবরত লঙ্ঘন করা হচ্ছে। আর ত্রিপুরাতে তো তা হামেশাই ঘটছে। কাজেই এমতাবস্থায় আমাদের ত্রিপুরা যেহেতু প্রায় তিনদিকেই পাকিস্তান দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সীমান্ত এলাকা সেইদিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে এই সময়টার মধ্যে যদি আমরা জনসাধারণের হাতে তুলে নাও দিই, একবার পত্রিকাতে দেখেছিলাম যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এক জায়গায় বলেছিলেন যে ত্রিপুরার প্রত্যেক নরনারীর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে দেশরক্ষার প্রয়োজনে, কিন্তু অস্ত্র যদি আমরা নাও দিই অন্ততঃ শত্রু যখন দেশকে আক্রমণ করবে তখন তার রক্ষার জন্য, আর নিজেকে রক্ষার জন্য, তার গ্রামকে রক্ষার জন্যে, নিজের মা বোনকে রক্ষার জন্য তার একটা শিক্ষা চাই। সেই শিক্ষা দেবার জন্য আজ পর্য্যন্ত সরকার কিছুই করেননি। কাজেই সেইদিক দিয়া অন্ততঃ অস্ত্র না দিলেও ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি যুবককে অস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা আমাদের একান্ত দরকার। কারণ যুদ্ধ যখন সুরু হবে, আক্রমণ যখন সুরু হবে তখন জনসাধারণ নিজেরা উদ্যোগ গ্রহণ করে যাতে দেশরক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে সেইদিক দিয়া আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার। অতএব আজকে এই দেশরক্ষার ব্যাপারে বা প্রতিরক্ষার ব্যাপারে আজকে এইরকম সংকীর্ণতার দৃষ্টি না রেখে সামগ্রিকভাবে যাতে জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য একটা ব্যবস্থা এই মুহূর্ত্তেই আমাদের করা দরকার। কারণ বিপদ কাটেনি। আমাদের ত্রিপুরারাজ্য সীমান্ত এলাকা এবং পাকিস্তানের সংগে যে আমাদের সম্পর্ক ভাল হবে, ক্রমেই উন্নতি হবে এমন কথা

মনে করবার কোন কারণ নেই। কাজেই সেইদিক দিয়ে বিবেচনা করেই অন্ততঃ আমাদের জনসাধারণকে, আমাদের দেশের যুবকগণকে আজকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে শিক্ষিত করে তোলা দরকার। প্রয়োজন মত যাতে তাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে, তাদের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারি সেই অবস্থায় তাদের রাখা দরকার। আর একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করেছি গত যুদ্ধের সময় যে আমাদের মধ্যে দলাদলি যতই থাকুক না কেন জাতীয় ঐক্য খুবই শক্তিশালী হয়েছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেইদিক দিয়ে আজকে জাতীয় সংহতিকে যদি শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে জনসাধারণের মধ্যে যাতে বিন্দু মাত্রও কোন রকম সংশয় বা সন্দেহ না থাকে সেইদিক দিয়েই আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। কাজেই সেইদিক দিয়ে আমি এটা উল্লেখ করব যে আমাদের পার্লামেন্টের যারা প্রতিনিধি যেমন বীরেন দত্ত, তাকে সন্দেহ করে আজকে ডি. আই, আর, এ আটক রাখা হয়েছে। তিনি নিজে নাকি রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী এবং মুখ্য মন্ত্রীর কাছেও লিখেছেন যে দেশরক্ষার ব্যাপারে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবেন বা করার ইচ্ছা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁকে আজ পর্য্যন্ত আটকিয়েই রাখা হয়েছে। কাজেই সংহতিকে যদি শক্তিশালী করতে হয়, দেশকে যদি শক্তিশালী করতে হয় তাহলে আজকে যে সমস্ত জনপ্রতিনিধি বা যারা আজকে পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন, যে সমস্ত লোকের উপর মানুষের বিশ্বাস আছে এই সমস্ত লোককে অন্ততঃ এই জরুরী অবস্থার সময়ে মুক্তি দেওয়া উচিত। অর্থাৎ যাতে আজকে জাতীয় সংহতির ব্যাপারে বা জাতীয় ঐক্যের ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ সৃষ্টি না হতে পারে তার জন্য আজকে যারা বন্দী, যারা আটক তাদেরকেও আজকে ছেড়ে দেওয়া দরকার। কাজেই আমার মূল বক্তব্যের মধ্যে হচ্ছে আজকে যদি আমরা দেশকে শক্তিশালী করে গড়তে চাই, গ্রামের মধ্যে যে সমস্ত—অবশ্য ভি. এল. ডব্লু মারফত কিছু কিছু নাম, ধাম ঠিক করা হয়েছে, আমি মনে করি এইভাবে প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে একজন দুজন প্ল্যান এসিস্টেন্ট দ্বারা আমাদের দেশ বা গ্রাম রক্ষা করা সম্ভব নয়, বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যেমন আমরা দেখেছি দিল্লী, পাঞ্জাবের মধ্যে গত পাকিস্তানের আক্রমণের সময়ে দেখেছি, সেখানকার সরকারী কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সমগ্র অংশকে নিয়ে সেখানে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা বা কমিটি ইত্যাদি তারা করেছেন এবং ত্রিপুরা বাদে বা পশ্চিমবঙ্গে করেছে কিনা আমি জানিনা, কিন্তু ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশের মধ্যে প্রতিটি দলের লোক নিয়ে প্রতিরক্ষা কমিটি করা হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে আজ পর্য্যন্ত কমিটি করা ত দূরের কথা, সরকার কি করেছে কি করে নাই আমরা জানিনা, অর্থাৎ এই সম্পর্কে জনসাধারণকে কোন ওয়াকিবহাল করা হয় নাই। সরকার তার ইচ্ছামত বা তার মনগড়া হয়ত একটা কমিটি করে রেখেছেন, জনসাধারণের ডিরেক্ট কোন সংযোগ আছে বলে আমি মনে করিনা। কাজেই সেদিক দিয়ে ভারতের অন্যান্য অংশে যেমন পাঞ্জাব বা অন্যান্য প্রদেশে যেভাবে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে ঠিক তদ্রূপভাবে আজকে ত্রিপুরারাজ্যের মধ্যে— ত্রিপুরার বিভিন্ন দলের লোক আছেন তাদের নিয়ে কমিটি করা দরকার এবং তাহাদের সাহায্য সহায়তা নেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। অতএব আমি এই মোশানটি মুভ করছি।

Mr. Speaker—I would call on Shrimati Renu Chakraborty.

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সিভিল ডিফেন্স এর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে যেয়ে মাননীয় বিরোধীদলের সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু যে কথার অবতারণা করলেন তাতে শ্রীঅঘোর বাবু এতদিন ত্রিপুরায় ছিলেন, না তিনি অঘোর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন তা আমি বুঝতে পারছি না। কারণ অঘোর নিদ্রায় মগ্ন না থাকলে যেসব কার্যকলাপ এতদিন হয়ে গেছে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই ওয়াকিবহাল নন। নিদ্রায় মগ্ন না থাকলে এইরকম কথা বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন যে কংগ্রেস সরকার নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, দল মত নির্বিশেষে কোন মিটিং ডাকা হয় নাই, কোন কমিটি গঠন করা হয় নাই কিন্তু এটা একেবারেই সত্য নয়, কারণ দলমত নির্বিশেষে এখানে সরকারী কর্তৃপক্ষ সিটিজেন কাউন্সিল গঠন করেছেন এবং অ্যাসেম্বলীর প্রত্যেকটি সদস্য সেখানকার সদস্য—

(এ ভয়েস—নো নো)

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—এবং যখন আমাদের দেশ আক্রান্ত হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—তিনি প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় এবং আমাদের যে নয়টি ওয়ার্ডেন পোষ্ট হয়েছে, প্রত্যেকটি ওয়ার্ডেন পোষ্টে তিনি এই প্রতিরক্ষা ব্যাপারে প্রতিটি জনসাধারণের মিটিংয়ে সমবেত হয়েছেন এমন কি তিনি সাবডিবিশনে গিয়ে গিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যাপারে প্রতিটি জনসাধারণকে সচেতন এবং উৎসাহিত করেছেন। আমি শুধু একথাই বলতে চাই যে মুখে বলে বা অ্যাসেম্বলীতে আলোচনা করলেই কার্য্য সম্পন্ন হবে না, কার্যে সেটা প্রতিপন্ন করতে পারলেই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বা দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারত শান্তিকামী দেশ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই ছিল তার নীতি। তাই ভারত উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার দিকে লক্ষ্য ছিল, যুদ্ধের প্রস্তুতি মোটেই তার ছিলনা, কারণ ভারত কোনদিনই যুদ্ধ চায়নি। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক চীন ও পাকিস্তান যখন আমাদের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করে বর্বরোচিত আক্রমণ করল তখন সেই যে পবিত্র পুণ্য মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করার পবিত্র যে দায়িত্ব সেটা প্রত্যেকটি জনসাধারণের দলমত নির্বিশেষের কোন প্রশ্নই সেখানে উঠতে পারে না। আজ ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিক একটা চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে, সেই পরীক্ষায় প্রত্যেকটি নাগরিককে সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সৈনিকরা যেমন সীমান্তে তাদের আত্মবিসর্জন দিয়ে দেশরক্ষার জন্য সমস্ত সশস্ত্র প্রহরীর ন্যায় পাহাড়া দিচ্ছে, ঠিক সেইভাবে প্রত্যেকটি নাগরিককে—যেমন কৃষকের কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শিল্পকর্মীকে এবং প্রত্যেকটি জনসাধারণকে তার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং সেবামূলক কার্যে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। আজকে আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে যে কি করে আমরা আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারব। সরকারী স্তরে কোন কমিটি গঠিত হয় নাই বলে তিনি বলেছেন, সে বিষয়ে আমি বলতে চাই যে সেখানেও আমাদের ত্রিপুরাতে বিশেষ করে মিউনিসিপ্যালিটি

টাউনে, ১৫ হাজার অধিবাসী যেখানে, সেখানে নয়টি ওয়ার্ডেন পোষ্ট গঠিত হয়েছে, সেই নয়টি ওয়ার্ডেনের মধ্যে থেকে চারিটি হেড ওয়ার্ডেন পোষ্ট গঠিত হয়েছে এবং সেই ওয়ার্ডেনগুলির স্থানাভাবে নানারকমভাবে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট থেকে ৬১ জন অফিসারকে নাগপুর ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে, সিভিল ডিফেন্স সম্বন্ধে ট্রেনিংও তাদের দেওয়া হয়েছে এবং মেডিক্যাল অফিসারদের ফার্ষ্ট এড দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এই যে নয়টি ওয়ার্ডেন এর মধ্যে চারিটি যে হেড ওয়ার্ডেন পোষ্ট হয়েছে সেই প্রত্যেকটি ওয়ার্ডেনের আণ্ডারে গ্রুপ করে সিভিল ডিফেন্স মেজারে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য, সেই ফার্ষ্ট এড ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রিপুরার যে ১০টি সাবডিভিশন আছে সেই সাবডিভিশনগুলির মধ্যেও এইভাবে আমাদের অর্গেনাইজেশন করা হয়েছে যাতে তারা সমস্ত জনসাধারণের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে পারে। হোমগার্ডের জন্য ২৭ শত লোককে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি লোকের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার কথা যে তিনি বলেছেন সেই বিষয়ে আমাকে বলতে হয় যে হঠাৎ করে অস্ত্র যদি প্রত্যেকটি জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যেয়ে উশৃঙ্খলারই চুড়ান্তরূপ আমরা দেখতে পাব। কারণ এখন আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিষ হচ্ছে মানুষের নৈতিক মনোবল অক্ষুন্ন রাখা, জাতীয় সংহতি রক্ষা করা এবং সমস্ত সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী কার্য্যকলাপ নষ্ট করা এবং কালোবাজারী, পঞ্চম বাহিনীর কার্য্যকলাপ বাহত করা এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। শুধু কংগ্রেস সরকারই নয়, আমরা কংগ্রেস মহিলা ফেডারেশন থেকে যখন নাকি সমস্ত সীমান্তে সীমান্তে সম্মেলন করেছি বা আমরা প্রতিরক্ষার জন্য মিটিং ডেকেছি তখন সাথে সাথে মহিলারা এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে আমাদের মিটিং-এ যোগদান করেছে এবং এই যে ট্রেণ্ডটা এটা খুবই আশাপ্রদ। তাছাড়া অফিসাররাও আমাদের সাহায্য করেছেন এবং ফার্ষ্ট এড সম্বন্ধে ট্রেনিং সেখানে দিয়েছেন। কি করে বিমান আক্রমণের থেকে আত্মরক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে ট্রেনিং দিয়েছেন সেটা সত্যই প্রশংসার কথা। কিন্তু এই সত্বেও আমাদের কোন ব্যবস্থা হয়নি এটা বলা অত্যন্ত অমূলক। পঞ্চায়েৎ ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ২৫ জন. এক্স সার্ভিস ম্যানকে এই বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং সমস্তগুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রুপ করে যাতে এই সমস্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আমরা করতে পারি সেজন্য তাদেরকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এন. সি. সি. ট্রেনিং বাধ্যতামূলকভাবে স্কুল, কলেজে করা হয়েছে এবং শাসন শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য যে কোন কাজে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাইফেল ট্রেনিং অনেকদিন থেকেই শুরু হয়েছে এবং সেটাকে আরও জোরদার করার জন্য সমস্ত জনসাধারণকে এই ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানিয়েছি। এবং সমস্ত সাবডিভিসনে যাতে রাইফেল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য চেষ্টা চলছে। ছয়টি হস্তচালিত সাইরেন আছে এবং দুইটি পাওয়ার অপারেটেড, এবং এই দুইটি কন্ট্রোল রুমে রাখা হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে যেখানে বিমানের গতি শব্দের গতি থেকেও দ্রুত সেখানে সাইরেন কতখানি কার্য্যকরী হবে সেটা চিন্তনীয়। তবুও আমাদের আরও ছয়টি পাওয়ার অপারেটেড সাইরেনের জন্য পশ্চিম বংগে চাওয়া

হয়েছে হয়ত সেটা পাওয়া যাবে। তারপর প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ১৮টি বেল দেওয়া হয়েছে ৪৫টি হুইসিল লোন হিসাবে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা সমস্ত জনসাধারণকে সতর্ক করে দিতে পারে। তারপর ৩৬টি ওয়ার্ডে ২৭টি ফার্স্ট এড বক্স ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়েছে এবং বাকিগুলি যাতে মেক আপ করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রত্যেক হেড ওয়ার্ডেন পোষ্টের মধ্যে বাকেট্‌স্‌ দেওয়া হয়েছে, টর্চ দেওয়া হয়েছে এবং কোদাল দেওয়া হয়েছে এবং ষ্ট্রেচার দেওয়া হয়েছে ক্যাজুয়েলটি সার্ভিসএ সক্রিয়ভাবে যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ফায়ার ব্রিগেড যেগুলি আছে সেগুলি আগুন লাগলে পরে কি করে সাহায্য করতে পারে তার জন্য তাদের ওয়াটার পাইপ দেওয়া হয়েছে, একটা জীপ দেওয়া হয়েছে, ফায়ার ইঞ্জীন এবং একটা ট্রেইলার দেওয়া হয়েছে যাতে পাম্প করে তারা আগুন নিভাতে পারে। তিনটি এ্যাম্বুলেন্স বেসামরীক প্রতিরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 2 P.M. Discussion will continue and the Member speaking will have the floor.

Mr. **Speaker**—Discussion on motion is going I would now call on Srimati Renu Chakraborty.

Srimati Renu Chakraborty—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ambulance এর কথা বলছিলাম। Civil Defence এর জন্য তিনটি ambulance দেওয়া হয়েছে এবং একটি Leprosy van ও রাখা হয়েছে। দুইটি mobile dispensary ও Civil defence এর জন্য রাখা হয়েছে। Control room এর Officer রাও তাদের দৈনন্দিন কাজের পরে ঘড়ির কাঁটার মত তাদের কর্ত্তব্য করে যাচ্ছেন; এবং সমস্ত সংবাদ নাগরিকদের পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সেখানে উপযুক্ত ভাবে telephone, গাড়ী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৬ জনকে নিয়ে watcher party ও গঠন করা হয়েছে। তারা প্লেনের গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং তারা কিভাবে Airport এর Control room কে সাহায্য করতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদেরকে Binocular যন্ত্রও দেওয়া হয়েছে। তারপর সোনামুড়া এবং airport এর quick transmission এর জন্য Control room এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শত্রু বিমান আক্রমণের সময় দালান বা বাড়ী ভেঙ্গে পড়লে কি ব্যবস্থা করতে হবে তার জন্য P. W. D. এর Special expart বা Engineer দিয়ে training এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর Disposal party ও আগরতলার Municipality Administration দ্বারা গঠিত হয়েছে এবং তারাও রীতিমত কাজ করে যাচ্ছে। তারপর local সৎকার সমিতিও গঠিত হইয়াছে। মোটের উপর আমরা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাই যে সমস্ত কিছু ভলান্টিয়ার দ্বারাই গঠিত হয়েছে এবং without any cost তারা সমস্ত কাজ করে যাচ্ছে। কাজেই আমি আজকে এই কথাই বলতে চাইছি যে কিছুই হয়নি একথা ঠিক নয়। মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্য আরেকটি কথা বলেছিলেন যে বন্দী মুক্তি

চাই। বন্দী মুক্তি না হওয়ায় মাননীয় বীরেন দত্ত মহাশয় এবং অন্যান্যরা D. I. Rule এ আটক থাকায় defence এর কাজ ব্যাহত হচ্ছে। defence এর কাজ ঠিকমত হচ্ছেনা। এটার কারণই আমি বুঝতে পাচ্ছি না। আজকে জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ নির্ব্বিশেষে যে জাতীয় সংহতি গড়ে উঠেছে এবং সকলে একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন সেটা কেন উনি দেখতে পাচ্ছেন না। তারজন্যই আমি বলছিলাম যে অঘোর বাবু বোধ হয় অঘোর নিদ্রায় মগ্ন আছেন। সেই নিদ্রার তন্দ্রা কাটিয়ে তিনি যদি দেখতে চান তবে দেখতে পাবেন প্রতিরক্ষারও যে আরেকটি অঙ্গ—সেই রক্তদান, defence fund, defence bond, প্রতিরক্ষার ভাণ্ডারে টাকা সংগ্রহ তারপর grow more food compaign, এগুলিতে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীরা প্রত্যেকটি sub-divisionএ গিয়ে এই ব্যাপারে প্রতিনিয়ত জনসাধারণকে উৎসাহিত করছেন যাতে তারা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে। আমাদের organisation থেকেও সমস্ত জায়গায় সভা সমিতি করে প্রতিরক্ষা ব্যাপারে সমস্ত জনসাধারণকে দায়িত্বশীল ও কর্ত্তব্য পরায়ন করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। সর্বতোভাবে আমরা দেখতে পাই যে দেশরক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেকটি জনসাধারণের শুধু গভর্ণমেন্টের নয়। আমাদের গভর্ণমেন্ট জনসাধারণের গভর্ণমেন্ট; কাজেই নিজেদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যদি আমরা সচেতন হই তাহলে আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারব।

Mr. Speaker– I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam–মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বেসরকারী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই। এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমরা এই motionটি এনেছি। সরকার তার হোমগার্ড দিয়ে, তার মিলিটারী দিয়ে কি করেছেন না করেছেন সেইটাই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়াও ত্রিপুরায় বিরাট সংখ্যক জনতা রয়ে গেছে যারা সরকারের সঙ্গে সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট নয় অথচ যাদের সম্পূর্ণ সক্রিয় এবং আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যাপক প্রতিরক্ষাকে সুদৃঢ় করা যায় না। তাদের ভূমিকা পালন করতে, তাদের আন্তরিক সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা পেতে সরকার কি পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন সেই জিনিষটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। যখন পাকিস্তান আক্রমণ করে তখন থেকেই প্রতিরক্ষার প্রশ্নটা এসেছে এবং তারও আগে যখন ১৯৬২তে চীন ভারত আক্রমণ করেছিল তখন থেকেই প্রতিরক্ষার প্রশ্নটা এসেছে। এবং তখনই Citizen Council সারা ভারতে গঠন করা হয়েছে। আমাদের এখানেও Citizen Council গঠিত হয়েছে। প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে Citizen Council সকলকে নিয়েই গঠিত হয়েছে কি হয়নি। একথা এখানে বলা হয়েছে যে Citizen Council আমরা সবাইকে নিয়ে গঠন করেছি এবং এখানকার বিধান সভার সমস্ত সদস্য সেই Citizen Council এর Member. এটা অবশ্য আজকে আমরা নূতন শুনলাম এবং এই কথাটা যে সম্পূর্ণ সত্যি নয় সেটাও আমি জানি। একটা বানানো গল্প এখানে বলা যেতে পারে যেটা এই ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। কারণ Citizen Council এখানে গঠিত হয়েছে এবং বিধান

সভার বিরোধী সদস্যদের কাউকেও সেখানে গ্রহণ করা হয়নি। যদিও সেই Citizen Councilএ জনসঙ্ঘের সভাপতিকে নেওয়া হয়েছে। তাকে বিভিন্ন সভা সমিতিতে, কমিটি মিটিংএ ডাকা হয়; কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির কোন বিধানসভা সদস্যকে সেই Citizen Councilএ আজ পর্য্যন্তও ডাকা হয়নি, জাতীয় সংহতি দিবস হয়ে গেছে কিছুদিন পূর্ব্বে, ২০শে সেপ্টেম্বরএ। জাতীয় সংহতি দিবস প্রতিপালন করার আগে মুখ্যমন্ত্রী একটা Press Conference ডাকেন। সেইটা খুব সম্ভবতঃ 18th October হবে। সেই Press Conferenceএ বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদককে নিমন্ত্রণ করা হল এবং সেখানে Congress Presidentকেও নিমন্ত্রণ করা হল। আমি বুঝিনা যেখানে নাকি Press Conference ডাকা হয় সেখানে একজন Congress Presidentকে ডাকা হয় কেন? আর যদি Congress Presidentকেই ডাকা হয় তবে অন্যান্য পার্টির President or Secretaryকে ডাকা হয়না কেন? এটা কি রকম জাতীয় সংহতি রক্ষা করার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে? তারপর তারা একটা Citizen Council Meeting ডাকলেন, তা সম্ভবতঃ পরের দিন 19th October হবে। সেই Citizen Councilএর meetingএ opposition এর কাউকেও নিমন্ত্রণ করা হয়নি। Opposition membersই বলুন, বা opposition partyই বলুন কাউকেও নিমন্ত্রণ করা হয়নি। I mean democratic opposition: অথচ জনসঙ্ঘের Presidentকে নিমন্ত্রণ করা হল। সেই meeting এ নিশ্চয়ই এই নিয়ে কিছু কথাবার্ত্তা হয়েছিল। তারপর আমাদের শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা একটা পত্র পান যে আপনাকে Citizen Council এর মেম্বার করা হল। একমাত্র তিনিই পেলেন। বিধানসভার আমরা যারা অন্যান্য মেম্বার আছি আজ পর্য্যন্ত কোন খবর আসেনি যে আপনাদেরকেও Citizen Council এর member করা হয়েছে। একটা আশ্চর্য্য তথ্য এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই জাতীয় সংহতি কি এতে সুদৃঢ় হচ্ছে, না, দুর্ব্বল হচ্ছে? যে পদ্ধতিতে আমরা Citizen Council তৈরী করলাম যদি সেখানে শুধু আমার দলের লোক, এবং আমার সমর্থক বা আমার পেটোয়া যারা তাদের নিয়ে যদি Council গঠন করি তাতে কি জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হয়। তাতে কি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুব সবল হবে, না দুর্ব্বল হবে? সেই জিনিষটা ভাবতে আমি সরকারকে অনুরোধ করছি। এর দ্বারা জাতীয় প্রতিরক্ষা বা জাতীয় সংহতি কোনটাই সুদৃঢ় হয় না। বরঞ্চ দুর্ব্বল হয় এবং তাতে দলীয় মনোভাবটাই সবচেয়ে বেশী প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তাহা না হলে আমরা বিধান সভার opposition মেম্বার যারা আছি আমরা নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ পেতাম। কিছুদিন আগে যখন জাহাজমন্ত্রী রাজ বাহাদুর এসে গেলেন তখনও আমি দেখেছি Citizen Council এর meeting ডাকা হয়েছে। তখন আমাদের কাউকেও নিমন্ত্রণ করা হয়নি। শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছেন যাবার জন্য। তিনি ছাড়া বিধানসভার Opposition Member দের আর কারো নিমন্ত্রণ হয়নি। অথচ মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী রেণুকা চক্রবর্ত্তী বলেছেন যে বিধানসভার সমস্ত সদস্যকে irrespective of political colour Citizens Councilএ নেওয়া হয়েছে; কাজেই এটা সত্য নয়, তাঁদের বক্তব্য তথ্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। এ একটা মনগড়া বানানো story. মাননীয়

স্পীকার, আমি দেখেছি যে কিভাবে জাতীয় সংহতিকে ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে একটা দলীয় মনোভাব নিয়ে করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন এলাকাতে ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে, পাক-আক্রমণের পর থেকেই। Warden ও Head Warden ইত্যাদি ঠিক করা হয়েছে। এই ward এর ব্যাপারেও, আমরা নিশ্চয়ই একটা ward এ আছি, আকাশে থাকি না, আমাদের বাড়ীঘর একটা ward এর মধ্যে আছে। আমাদের কোনদিন কোন মিটিংএ ডাকা হয়নি, আমরা একটা বিধানসভার সদস্য বটে। তা বাদ দিলেও আমরা important personnel ও বটে। সেই warden committee কোনদিন meeting করলো, আমরা তার খবরও পাইনি। আমাদের ডাকাও হয়নি। Warden ও যে কিভাবে গঠিত হয়েছে? মুখ্যমন্ত্রী বা Government, তার selected person দের নিয়ে warden তৈরী করেছে। তথাকার সমস্ত লোককে ডেকে, আলাপ আলোচনার মধ্যে হউক বা ভোটের মাধ্যমেই হউক সেইভাবে warden বা নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হন নি। সরকার সেগুলিকে মনোনয়ন করে নিয়েছেন এবং ward ভাগ করে দিয়েছেন। সরকার তার পছন্দমত লোককে warden করেছেন, অন্য কাউকে সেখানে ঢুকবার সুযোগ দেননি; দেননি এইজন্য যে যদি আমরা সকলকে ডেকে নিয়ে warden select করতে চাই, তাহলে হয়ত সরকার যাকে করতে চান, তাকে করতে পারবেন না, অন্য লোক হয়ত তার কথামত নাও চলতে পারে এইজন্য একটা অদ্ভুত মনোভাব থেকেই সরকার warden গঠন করেছেন। এখন warden আমরা কাকে কাকে করলাম? এটা একটা serious job যে কোন সময় যে কোন emergency situation create হতে পারে, যে কোন রকমের সাহায্যের দরকার হতে পারে—কাজেই এটাতে এমন লোক দেওয়া উচিৎ যে নাকি সর্ব্বক্ষণ ঐ কাজে নিয়োজিত থাকতে পারে। কিন্তু কাকে করা হল? করা হল কয়েকজন School Teacher, কয়েকজন Professor, কয়েকজন উকিল। এইসব লোক কি করে whole time দেবেন ঐ সব কাজে। যখন তিনি Courtএ থাকবেন তখন যদি একটা অঘটন ঘটে, তখন সেই ward এর মধ্যে তিনি কি কাজ করতে পারবেন? যখন তিনি প্রফেসারী করবেন বা স্কুলের শিক্ষকতা করবেন, তখন যদি একটা emergency situation created হয় বা air attack হয় বা অন্য কিছু হয় তখন তিনি কি করবেন? তিনি কি ওকালতি করবেন, মাষ্টারী করবেন, প্রফেসারী করবেন না এলাকা দেখবেন? দেখবেন কোনটা? কাজেই তাদের দিয়ে আমরা whole time service পেতে পারি না out of their best interest or best intention. তাদের যদি সদিচ্ছা থাকেও তাহলে পরেও যারা নাকি উকিল, মোক্তার, শিক্ষক বা প্রফেসার তাদের পক্ষেও whole time service দেওয়া সম্ভব নয়। Warden তাদেরই করা উচিত যারা নাকি whole time service দিতে পারেন। এলাকার মধ্যে এমন বহুলোক থাকেন যারা নাকি বহু সমাজসেবা করে থাকেন এমন লোককে যদি আমরা নির্ব্বাচিত করতাম বা মনোনীত করতাম তাহলে পরে তারা সমস্ত সময়টা সেখানে দিতে পারতেন এবং সে সমস্ত লোক সেখানে কাজ করতে উৎসাহ পেতেন, কিন্তু তা করা হয় নি। Govt. তার chosen personকে select করেছেন এবং যদি প্রত্যেকটি মানুষ আমরা গুণে দেখি তাহলে এই দেখব যে যাদেরকে

warden করা হয়েছে তারা হয়ত কংগ্রেস মেম্বর অথবা pro-congress তাছাড়া আর কাউকে warden করা হয়নি। এখন আরেকটা দিক দেখার আছে। যাদের আমরা warden করলাম তাদের একটা করে অফিস করা হয়েছে। Warden এর বাড়ী আর অফিস কতদুর তফাৎ? আমাদের ward এর warden এর বাড়ী হচ্ছে রামনগর ৬নং রাস্তার শেষ মাথায় Mr. Lodh, তিনি একজন উকিল, তাঁর অফিস করা হল বাণী বিদ্যাপীঠ স্কুলে এবং তিনি থাকবেন তার বাড়ীতে এবং অফিস হচ্ছে স্কুলের বাড়ীতে অনেক দূরে, তিনি কি করে সংযোগ রাখবেন। তিনি সব সময় অফিস করেন না, সব সময় অফিসে থাকেনও না, তাহলে উচিৎ ছিল এইটা যে warden যেখানে থাকবেন তার বাড়ীতে একটা ফোনের যেন arrangement করা যাতে তার সাথে সব সময় contact করা যায়—তা করা হয় নি। একজন Professorকে College tilaর দিকে warden করা হয়েছে, তার quarter হচ্ছে কলেজটিলায়, কিন্তু তার অফিস করা হয়েছে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে। কলেজ-টিলা হচ্ছে তাঁর বাড়ী আর মিউনিসিপ্যালিটি অফিস হচ্ছে তাঁর অফিস—তিনি কি করে এলাকার যোগাযোগ রক্ষা করবেন। তার বাড়ীতে কোন ফোন নেই : এই যে একটা অবস্থা চলল তাতে কি হল; wardenকে public সব সময় পান না, কারণ পাওয়ার কোন scope সেখানে নাই। তার বাড়ী এবং অফিস এবং তিনি সে nature এর কাজ করেন, তার কোনটাই warden পোষ্টে কাজ করার পক্ষে সহায়ক নয়। যিনি উকিল, ওকালতি করবেন। যিনি প্রফেসার, প্রফেসারী করবেন তারপর তিনি অফিসে থাকবেন না, অফিস থাকবে বন্ধ হয়ে। কাজেই সবটা কাজের মধ্যে এমন একটা দায়সাড়া গোছের কাজ। Central Govt. থেকে instruction এসেছে যে আমাদের warden করতে হবে, wardenকে ভাগ করতে হবে—তাই করা হয়েছে। এখন এই যে wardenরা, তাদের একটা Duty আছে—যেমন এলেকার publicদের Civil Defence সম্বন্ধে Conscious করা। যদি air raid হয়, কোন বাড়ীতে আগুন লাগে বা কারো injury হয় ইত্যাদি সম্পর্কে কি করতে হবে বা করতে হবে না সে সম্বন্ধে training দেওয়া। আমি জানিনা— অন্ততঃ আমার ward এ আজ পর্য্যন্ত কোন warden কারো বাড়ী গিয়ে বলেছেন যে তোমরা আগুন লাগলে এই কর—বা এলেকার লোককে ডেকে কোন সভাসমিতি বলেছেন এমন কোন খবর আমরা আজ পর্য্যন্তও পাইনি। বহু কমিটি থাকতে পারে— কমিটিকে নিয়ে তারা Meeting করতে পারেন কিন্তু এলেকার যারা নাগরিক বা অধিবাসী তাদের নিয়ে কোন training আজ পর্য্যন্তও তারা দেয়নি। পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে— মাইকে বলা হয়েছে— বাতি তোমরা নিবিয়ে রাখবে। এছাড়া wardenরা বা Head warden তাদের এলেকার লোকদের কোন কিছুই বলেন নাই। এবং নিজেরাই এ বিষয়ে Trained কি না আমি জানিনা, ফলে কতকগুলি নিয়ম মাফিক কমিটি করে দেওয়া হল, সেই কমিটির কি কাজ, তারা নিজেরাও জানেনা এবং সরকার থেকেও তাদের সেই কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হয় না।

নিয়ম আছে যে প্রত্যেকটি wardএ একটা First Aid এর ব্যবস্থা রাখতে হবে—এখন

first aid এর কোন arrangement আছে কিনা। আমার যতদুর জানা আছে first aid এর কোন arrangement নেই। একদিন সন্ধ্যায় গুজব রটে গেল যে সাইরেন বেজে গেছে —তোমরা পালাও। সারা আগরতলায়— Central Roadটা বা হরিগঙ্গা বসাক রোড এবং মিউনিসিপ্যালিটি রোড দিয়ে সমস্ত মানুষ যে যেখানে পারে ছুটতে সুরু করল। অন্ধকার রাত Complete black out—পাকিস্তান বিমান আক্রমণ করেছে। অনেক লোক injured হল—৬০ | ৭০ | ৮০ জন লোক injured হল। যদি প্রত্যেকটি ward এ first aid থাকত তাহলে সকলকে V. M. Hospital এ first aid নিতে হত না। সমস্ত লোক Agartala V. M. Hospital এ এসে rash করেছে। মিউনিসিপ্যালিটির সামনে একটি ward ছিল, কামানচৌমুহনীর নিকটে একটি অফিস ছিল— কোন জায়গা থেকেই কোন সাহায্য দেওয়া হয়নি। সাহায্য দেবে কোথা থেকে? কোথাও কোন ব্যবস্থা যে নেই— কাগজ কলমে তা থাকতে পারে। নেই বলেই সমস্ত লোক V. M. Hospital এ এসে ভীড় করেছে। First aid এর নিয়ম এই নয় যে রামনগরে inqury হলে First Aid এর জন্য V. M. Hospital এ নিয়ে আসবে। এটা নিয়ম নয়। First aid এর জন্য প্রত্যেকটি ward এই arrangement থাকতে হবে। এ সম্বন্ধে Central Government এর স্পষ্ট instruction আছে আমি পড়ে শুনাচ্ছি 'First aid should be provided on the spot to the injured' কাজেই প্রত্যেকটি ward এ First aid এর ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে on the spot First aid দেওয়া যায়। সেই ব্যবস্থা আছে কিনা তাই হচ্ছে প্রশ্ন। সেই ব্যবস্থা নাই এবং নাই বলেই এইরকম অসুবিধা ঘটেছে। আমরা কতকগুলি ward ভাগ করলাম, প্রত্যেকগুলি warden এর কাজ বুঝিয়ে দিলাম কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে তারা এখনো জানেন না যে তাদের করণীয় কি? আমি যে সন্ধ্যার কথা বললাম যে বিমান আক্রমণ করেছে—পরে বুঝা গেল যে তা সত্যি নয় সেটা একটা গুজব। এবং এটা উচিৎ ছিল কর্তৃপক্ষের প্রচার করা যে এটা একটা গুজব—ব্যাপারটা সত্যি নয় এবং এরকম আক্রমন করা হয়নি। সেখানে অফিস ছিল, ward ছিল, তাদের উচিৎ ছিল সঙ্গে সঙ্গে মাইক নিয়ে বাজারে বেরিয়ে পড়া এবং জনসাধারণকে জানানো যে এটা একটা গুজব মাত্র। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন প্রচারই করলেন না। তাহলে এমন একটা ঘটনার সময় যদি wardenরা চুপ করে বসে থাকেন তাহলে তাদের duty কি থাকে। আমি শুনেছি যে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের সামনে যে wardenটা ছিল তা বন্ধ ছিল এবং অফিসে কেউ ছিল না। কামান চৌমুহণীতে যে অফিস ছিল তাতেও কোন লোক ছিল না। তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমরা কাগজ কলমে যত হিসাবই দেখাই না কেন কাজে কর্মে তা কিছুই করা হয় না। তার ফলে Civil Defence এর সমস্ত functionটা একটা বুরোক্রাটিক্ function এর মধ্যে transform করেছে, সেখানে public এর কোন ভূমিকা নেই। গভর্ণমেন্ট আছেন তার Civil Defence Officer আছেন, আর Home Guard আছেন, Public আছেন এবং কাজটা সম্পূর্ণটা তারা তাদের কব্জার মধ্যে রেখেছেন। Public এর মধ্যে যে initiative

সৃষ্টি করা, যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা Civil Defence এর জন্য সেই function সেই bodyগুলি করেনি। করেনি এই জন্য যে তাদের সেই ভাবে training দেওয়া হয়নি এবং বলাও হয়নি।

আমরা যদি সত্যি সত্যিই জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে চাই তাহলে সকল দলের সহযোগিতা নিয়েই আমাদের সেই ঐক্য গড়ে তুলতে হবে—তা নাহলে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় হওয়ার বদলে বরঞ্চ দুর্বল হবারই সম্ভাবনা দেখা দেয়। কাজেই আজকে গভর্ণমেণ্ট যদি মনে করেন যে আমার Civil Defence আমি আমার কংগ্রেস দলকে নিয়েই করব, আমি কংগ্রেসের মানুষ বা ভক্তদের ছাড়া আমি আর কারো সঙ্গে পরামর্শ করব না, আলোচনা করব না, যদি তারা এই মনোভাব না ছাড়েন তাহলে Civil Defence এর যে spirit সেই spirit এর প্রতি অসম্মান দেখাবেন এবং Civil Defenceকে দুর্বলতার দিকেই নিয়ে যাবেন, তাকে তারা সবল করতে পারবেন না। কাজেই আজকে যে Citizen's Council আছে বা wardenগুলি আছে সেগুলিকে কি করে জনসাধারণের, সকল দলের ও মতের সহযোগিতা নিয়ে work করা যায়—তারা যেন সেই দিকে তাদের attentionটা নিয়ে আসেন। আমি এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে আপনারা যেভাবে এগুচ্ছেন সেটা ঠিক নয়। তাছাড়া ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং দিল্লীতেও যে Citizen's Council হয়েছে তাতে সর্বদল নিয়েই করা হয়েছে, কোন দলকেই বাদ দেওয়া হয়নি। আমি শুধু Oppsition Member দের কথা বলছি না, Party হিসাবেও সব Partyকে নিয়ে Civil Defenceএর সংগঠন করা হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে তা করা হয়নি। Punjubএ South India এবং অন্যান্য অনেক রাজ্যে Civil Defence Committee, all parties irrespective of caste & creed, political colourএর প্রতিনিধি নিয়ে এসমস্ত কমিটিগুলি form করা হয়েছে। কিন্তু আমরা এখানে একটি সঙ্কীর্ণ মনোভাব নিয়ে চলছি। civil defence বা জাতীয় সংহতি ঠিক যে ভাবে সুদৃঢ় করা দরকার সেই ভাবে করতে পারছি না। আমরা জানি যে আমাদের এখানে একটা প্রতিরক্ষা তহবিল আছে। এই প্রতিরক্ষা তহবিলটা বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করা হয়, প্রতিরক্ষা তহবিল, কাশ্মীর তহবিল, মুখ্য মন্ত্রী তহবিল। তিনটা তহবিল করা হলো কিন্তু purpose এক প্রতিরক্ষা তহবিল, প্রতিরক্ষাকে সাহায্য করা। একটা তহবিলকে তিন ভাগ করা হলো, একটা প্রতিরক্ষা, একটা কাশ্মীর তহবিল আর একটা মুখ্যমন্ত্রী তহবিল। যখন একটা লোক চাঁদা দিবে তখন সে ভাববে কোন তহবিলে চাঁদা দিবে, প্রতিরক্ষা তহবিলে, না কাশ্মীর তহবিলে না মুখ্যমন্ত্রী তহবিলে। তিনটা তহবিলকে আলাদা করে রাখার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তিনটা তহবিলকে একটাতে convert করা যায়। এতে যারা চাঁদা দিবেন তাদের পক্ষেও সুবিধা হবে এবং তহবিলটা ও শক্তিশালী হবে। এবং সেই প্রতিরক্ষা তহবিল থেকে আমার যেখানে প্রয়োজন হয় সেইখানেই পাঠাব। আমি কাশ্মীরে পাঠাতে পারি, যা অন্য যেখানে দরকার যেমন পাঞ্জাবে সাহায্যের দরকারে পাঠাতে পারি। আমার যেখানে প্রয়োজন সেখানেই পাঠাতে পারি। তাই বলে তিনটা তহবিল করার কোন অর্থ হয়না। কাশ্মীর তহবিল, প্রতিরক্ষা তহবিল এবং মুখ্যমন্ত্রী তহবিল এরকম তিনটা তহবিল করার ফলে যারা চাঁদা দিতে চান তারা বরং খুব অসুবিধায় পড়েন। এতে যারা দাতা এবং যার গ্রহিতা

উভয়েরই অসুবিধা হয়। অনেকে হয়ত মনে করেন আমি যদি কাশ্মীর তহবিলে না দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে চাঁদা দেই তা হলে আমার পক্ষে সুবিধা হবে, মুখ্যমন্ত্রী খুশী হবেন আমার ও লাইসেন্সটা বা অন্য সুযোগ পেতে সুবিধা হবে। কাজেই তারা কাশ্মীর তহবিলে না দিয়ে বা প্রতিরক্ষা তহবিলে না দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের নামে যে তহবিলটা করেছেন সেই তহবিলে দেন। এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটতে বাধ্য। তা না হলে পরে মুখ্যমন্ত্রীর নামে একটা আলাদা তহবিল করার কোন স্বার্থকতা নাই। আমরা প্রতিরক্ষা তহবিল করেছি, কাশ্মীর তহবিল ও তার অধিকন্তু আর একটা মুখ্যমন্ত্রী তহবিল কেন যে করা হয়েছে তা আমি বুঝি না। কাজেই এই তিনটা তহবিলকে একটা তহবিলে নিয়ে আসাটাই ভালো এবং এতে প্রতিরক্ষার পক্ষেও জিনিষটা শক্তিশালী হবে। আমি যে কথা বলছিলাম—যে প্রতিরক্ষা যদি সুদৃঢ় করতে চাই তাহলে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের থেকে সংশয় বা দ্বিধা দূর করার জন্য সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা করা উচিত। আমার এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যাতে মানুষের মনে সংশয় হবে যে সরকার একটা অন্যায় বা অনুচিত কাজ করছেন। কাশ্মীরে পাকিস্থানের আক্রমণের পর হতেই সরকার বেপরোয়া ভাবে গ্রেপ্তার আরম্ভ করলেন, এমন লোকদেরও গ্রেপ্তার করলেন যাদের Patriotism সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠা উচিত নয়। তাদের গ্রেপ্তার করে রাখা হল এবং পরে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হল। আমি জানি তাদের উপরে যে সব Charge-sheet দেওয়া হবে তা কোনদিনই টিঁকবে না, এবং হয়ত সরকার সে সব মামলা তুলেই নিবেন, সে সব মামলা চালাবেনই না। তা না হলে এসব গ্রেপ্তারের কি প্রয়োজন ছিল? যে সব মামলা সরকার চালাবেনই না, তাদের গ্রেপ্তার করলে এটাই বুঝা যায় যে শুধু harass করার জন্য, অপমান করার জন্যই এটা করা হয়েছে। এর ফলে জনসাধারণ যে রকম উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করতে চায় তাতে বাধা ও ব্যাহত হয়। এখনো সময় আছে সরকার যদি তাদের ঐ কাজের সংশোধন করেন তবে প্রতিরক্ষার কাজ অনেক সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলা ভাবে হবে। বিনা বিচারে আটক রাখা সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা বলেছেন। তিনি বীরেন দত্তের নাম বলেছেন যে, বীরেন দত্ত এবং আরো যারা জেলে ছিলেন তারা telegram করেছেন যে আমরা প্রতিরক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করতে চাই। আমাদের মুক্তি দাও। কাজেই যারা নাকি প্রতিরক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করতে চান তারা যে Goveinment এর এই Present measure সম্পর্কে একমত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা না হলে তারা একথা বলতেন না যে আমরা প্রতিরক্ষার কাজে সহায়তা করতে চাই। তারা যদি একমত না হতেন তাহলে তাদের telegram করে একথা জানাবার কোন অর্থ থাকে না ও সার্থকতা থাকে না। এমন ক্ষেত্রে আমি মনে করি জেল থেকে তাদের যেন ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে প্রতিরক্ষার কাজে খুব সহায়ক হবে। শুধু তারা নয়, আরো অনেককে এমনভাবে আটকে রাখা হয়েছে। নিশ্চয়ই জেলের ভিতরে আটক করে রাখাটা সব সময়েই

গণতন্ত্রনীতি বিরুদ্ধ, একটা মানুষ যদি অন্যায় করে, তাহলে নিশ্চয়ই তার শাস্তি হওয়া উচিত এবং সেটা বিচারের মাধ্যমেই হওয়া উচিত, বিনা বিচারে আটক রাখাটা কোন সময়েই কোন গণতান্ত্রিক নীতির সহায়ক নয় এবং পৃথিবীর কোন দেশেই এমন আইন নেই যে একটা মানুষকে বিনা বিচারে মাসের পর মাস আটক করে রাখতে পারে। আমরা যেখানে জাতীয় সংহতি করতে চাইছি, যেখানে আমরা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি, আজ যেখানে প্রতিরক্ষাকে সুদৃঢ় ও সবল করে তুলতে চাইছি সেখানে একটা লোককে বিনা বিচারে আটক করে রাখাটা জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর হবে। এখন যদি বলা হয় যে তারাও জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে কাজ করছে বলেই আটক করা হয়েছে—তাহলে আমার কথা হল তারা যদি প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে, আপনাদের নিকট যদি এমন কোন evidence থাকে যেটা আপনারা establish করে তার যে conviction হওয়া উচিৎ, সেই conviction দিয়ে দিন। যেটা হওয়া বাঞ্ছনীয়, কাজেই দল ভেঙ্গে—নীতিভেদ হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। যারা প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে হামেশা বক্তৃতা করছেন, যারা প্রতিরক্ষার established নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছেন, তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। জয়প্রকাশজী দাঁড়িয়ে পাকিস্থানের পক্ষে বলেছেন, রাজাজী দাঁড়িয়ে আমেরিকার পক্ষে বলেছেন। জয়প্রকাশজী বলেছেন যে কাশ্মীরকে একটা independent state করা হউক। রাজাজী বলেছেন যে তোমরা আমেরিকার সঙ্গে একটা friendship establish করো। এবং আজকে আমরা জানি নাগাসমস্যা সম্পর্কে জয়প্রকাশজী কি role play করছেন। সেইখানে arrest করা হয় না। কাজেই দল ভেদে, ব্যক্তি ভেদে নীতি ভেদ হচ্ছে। একই নীতি সবখানে প্রয়োগ করা হয় না। যাকে আমি পছন্দ করব না তার বিরুদ্ধে একটা অজুহাত খাড়া করে গ্রেপ্তার যদি করা হয় তখনই সেটা জাতীয় সংহতি বিরুদ্ধ হয়, তখনই সেটা বে-আইনী হয়, তখনই সেটা পক্ষপাতমূলক হয়। তা যদি না হতো তা হলে একথা আজকে আমরা বলতাম না। যদি আমরা দেখতাম যারাই নাকি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী, যারাই নাকি আমাদের নীতির বিরুদ্ধে বলছে তাদেরই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তাহলে আজকে আমাদের একথা বলতে হতো না। বলতে হচ্ছে এইজন্য যে তা করা হচ্ছে না।

Shri Ersad Ali Choudhury—Point of order. আমার Point of order হল arrest and detention under D.I. Rule এটা Civil Defence এর আওতায় পড়ে কিনা।

Mr. Speaker—Hon'ble member pointing out the defects in the system of Civil Defence and his contention is that if the members detained under D. I. Rule are released, they may help the Government in matter of strengthing Civil Defence.

Shri Atiqul Islam—আমি বলছিলাম যে দল ভেদে, ব্যক্তি ভেদে নীতির ভেদ হয় এবং সেই জন্যই বলা হয় পক্ষপাতমূলক কাজ করা হয়। সবটা ঘটনার মধ্যেই সরকার তাই করছেন। আজকে জাতীয় সংহতির নাম করে জাতীয় সংহতি করার চেয়ে কংগ্রেস সংহতি করাই এখন প্রধান হয়ে উঠেছে। দেশকে শক্তিশালী করা মূল লক্ষ্য নয় কংগ্রেসকে সংহত করার কাজেই emergency-কে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেজন্যই ত্রিপুরাতেও Civil Defenceএ Oppositionকে কাজ করার scope দেওয়া হচ্ছে না। যখন নাকি পাকিস্তান আক্রমন করে তখন কমিউনিষ্ট পার্টিই first জনসভা পাকিস্তানের আক্রমনের বিরুদ্ধে আহ্বান জানায়। তখনও কংগ্রেস মাঠে নামেনি এবং আজ পর্যান্তও কংগ্রেস একটা জনসভা করেনি। মুখ্যমন্ত্রী অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু করতে পারেন কিন্তু কংগ্রেস দল হিসাবে আজ পর্যান্তও কোথায়ও যাননি।

Mr. Speaker—This is out of question. No question of Political Party should be mentioned in the speech. You will confine your speech on the activities of the Govt.

Shri Atiqul Islam—সেই কথাই বলতে চাইছি যদি আমরা Civil Defence করতে চাই। যদি আমরা আজকে Citizens Council এর মধ্যে সমস্ত দল ও মানুষকে ডেকে না আনি তাহলে সেখানে জাতীয় সংহতিকে দুর্ব্বল করা হবে। তার অর্থ এই নয় যে আমরা আমাদের করণীয় যা তা আমরা করব না। দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করার ব্যাপারে দল হিসাবে, ব্যক্তি হিসাবে, নাগরিক হিসাবে আমাদের যা করণীয় তা আমরা করে যাব। তবু সরকারের একটা কর্ত্তব্য আছে। কর্ত্তব্য হল এই যে এই সময়টায় যখন একটা national crisis, Country is in danger, যখন National Emergency ঠিক সেই সময় Govt.এর একটা National Outlook নেওয়া উচিত। সেই সময় দলীয় মনোভাব না নিয়ে, একটা সর্ব্ব দলীয় মনোভাব, একটা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা উচিত যার ফলে আমরা সকল মানুষকে, সকল দলকে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এক জায়গায় দাঁড় করাতে পারি। ঠিক সেই attitude যদি Govt. না নেয় তাতে জাতীয় সংহতি দুর্ব্বল হয়, সবল হয় না। তাতে জাতীয় সংহতি ক্ষুন্ন হয়, তা বর্দ্ধিত হয় না। কাজেই আমি আজকে এখানে এই কথাটা বলতে চাইছি যে ত্রিপুরা সরকার যে view নিয়েছেন সেই view যদি পরিত্যাগ না করেন তাহলে তারা জাতীয় সংহতির ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষতিকারক কাজ করবেন এবং দেশের খাতিরে, জাতির খাতিরে আজকে ভারতের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্বের খাতিরে তাদের সেই সমস্ত মনোভাব পরিত্যাগ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

Mr. Speaker—I would call on Shri Umesh Lal Singh.

Mr. Speaker—Now I call on Shri Umesh Lal Singh.

Shri Umesh Lal Singh, M. L.A.—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের সদস্য মাননীয় শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহাশয় এবং শ্রী আতিকুল ইসলাম মহাশয় যতগুলি কথা এখানে বলেছেন তার বেশীর ভাগই দেখা যায় সে দল সম্পর্কে একটা আক্রমণ এবং এটার অজুহাতে জাতীয় সংহতি ক্ষুন্ন হয়ে যায় এটা প্রকাশ করার একটা বিশেষ লক্ষণ দেখায়। আরেকটা দিক দেখা গেল যে ব্যাপক ভাবে অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া জনসাধারণকে উচিত। তারজন্য আহ্বান জানান দরকার। জাতীয় সংহতি এবং দেশরক্ষা ব্যাপারে শুধু দলগত মতই আমাদের জাতীয় সরকার কোন সময়েই পোষণ করেন নি। জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী এবং সমস্ত দেশ তাতে সাড়া দিয়েছে। এবং আমরাও দেখতে পাই যে ত্রিপুরাতে সামগ্রিক ভাবে এমনই একটা সাড়া পড়েছে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন অবস্থায়-- নেতাদের কাছে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে, আহ্বান জানানো হয়েছে দেশকে এই সময়ে সাহায্যের জন্য। যদিও এখানে কেউ বলে থাকেন যে এই বিষয়ে জাতীয় সংহতি হচ্ছে না এবং আমাদের ত্রিপুরাতে এমন কোন একটা সাড়া জাগেনি সেকথা আমি স্বীকার করতে পারিনা। আমি বলি ত্রিপুরা অধিবাসী এ বিষয়ে জাগ্রত। এবং বেশ সাড়া দিয়েছে। আমরা দেখতে পাই যখন বিলোনীয়া শহরে আক্রমণ হয়েছিল, বিলোনীয়ার সামান্য একটি ছোট শিশু, স্কুল, কলেজের ছাত্র ছাত্রী এসেছে শহরকে রক্ষা করার জন্য, নিজেদের জীবনকে রক্ষা করার জন্য, ধন সম্পদকে রক্ষার জন্য—তারা বিশেষ ভাবে ব্যাহত এবং সাথে সাথে পাকিস্থানের সাথে মোকাবিলার জন্য সেখানকার সৈন্য সামন্তকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এবং তাদের মধ্যে সে একটা উৎসাহ লক্ষিত হয়েছে, ভারতবর্ষের মধ্যে এ জাতীয় দৃষ্টান্ত বড় একটা মিলেনা। আমরা দেখেছি এমন ভাবে সেখানে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, সেটা জনসাধারণের মধ্য থেকেই স্বতস্ফুর্ত্তভাবেই হয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখতে পাই একটি শিশু এমনকি একটি প্রাণী পর্য্যন্ত পাকিস্থানের গুলির আঘাতে আজ পর্য্যন্ত মরেনি। কাজেই সেখানে খুব সাফল্যের সহিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যে বিশেষভাবে অবলম্বিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং তাতে আমাদের সরকারের তরফ থেকে আছে এবং সেখানেও কোন বলা হয়নি যে সেই শহরে বিভিন্ন মতাবলম্বী দলের লোক আছে, কিন্তু কোন দলকে বাদ দিয়ে সেখানে এই জাতীয় আহ্বান জানানো হয়নি বা দলমত নির্বিশেষে কাউকেও বাদ দেওয়া হয়নি। বিশিষ্ট দলকে এই ভাবে আহ্বান করে আনা হয়েছে। কিন্তু দেশ রক্ষা করতে হলে চাই দেশবাসীর স্বদেশ প্রেম, স্বদেশপ্রীতি এবং ঐকান্তিকভাবে আগ্রহ চাই, দেশরক্ষার জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হবে—এ জাতীয় সংহতি যতদিন পর্য্যন্ত না হবে এবং স্বার্থত্যাগ যতদিন পর্য্যন্ত না করা হবে, এই আদর্শ যদি মনের মধ্যে না থাকে তবে সেখানে জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে আহ্বান জানিয়ে দেশরক্ষা করতে যাওয়া একটা বিড়ম্বনা মাত্র বলেই আমি মনে করি। তবে জনসাধারণের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়াটা খুবই সহজ। কিন্তু কতটা অস্ত্র জনসাধারণকে

দেওয়া যেতে পারে এ বিষয়ে চিন্তা করা সরকারের পক্ষে যেমন কর্তব্য, দেশের গণামান্য বিশিষ্ট নেতাদেরও এ বিষয়ে চিন্তা করা কর্তব্য। আমাদের দেশে আমরা দেখেছি যখন চীন আক্রমণ করেছিল তখন আমাদের যে অবস্থা ছিল জাতীয় সংহতির বিষয়ে এবং দেশরক্ষার বিষয়ে তার চেয়ে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি। বর্তমান পাকিস্থানের আক্রমণে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। আমরা দেখেছি যে বর্তমান অবস্থায় যেভাবে লোক এগিয়ে আসছে তাদিগকে আমরা বিভিন্ন উপায়ে দেশরক্ষার কাজে সাহায্য করার জন্য আমাদের জাতীয় সরকার আহ্বান জানিয়েছেন। শুধু অস্ত্র দিয়ে দিলেই দেশরক্ষা হয় না।

যারা সৈন্য সামন্ত, যারা সীমান্তে লড়াই করতে যাচ্ছে বা করছে তাদের পেছনে থেকে সাহায্য করার ও একটা প্রয়োজন আছে। আমরা যদি দেখি কোন একটা ট্রাকের বা গাড়ীর ড্রাইভার সৈন্যদের নিয়ে সীমান্তে যাচ্ছে, সেই ড্রাইভার যদি খুব উত্তেজনা বশতঃ সেখানে গিয়ে বলে বসল যে আমাকে অস্ত্র দাও আমি গুলি করতে চাই। তা হলে তখন দেখা যাবে এই গাড়ী আর শহরে ফিরে আসবে না এবং যে সমস্ত জায়গাতে সৈন্য সামন্ত আছে সেগুলি সেখানে ফিরে আসবে না এবং এখান থেকে আরো সৈন্য নিয়ে যাওয়া ও সম্ভব হবে না। তার যদি সে ভাব হয়, উৎসাহ আগ্রহে সেটা হতেও পারে। কিন্তু একটা শৃঙ্খলাবোধ এবং শৃঙ্খলা রক্ষা সব সময় বজায় রাখারও একটা প্রয়োজন আছে। এইভাবে খুব একটা উৎসাহ নিয়ে, যে আমরা অস্ত্র চালনাই শিক্ষা করব আর অন্য কোন কাজে এগিয়ে যাব না, এটা ঠিক নয়। এ মনোভাব ঠিক নয়, তাতে যুদ্ধে কাজ ব্যাহত হয়, দেশরক্ষার কাজ ব্যাহত হয়। আমাদের যেমন ড্রাইভারের দরকার গাড়ী চালাবার তেমনি গাড়ীতে মাল বোঝাই করে সৈন্য-সামন্তদের খাবার, পোষাক এবং arms and ammunition ইত্যাদি supply দেওয়ার লোকেরও প্রয়োজন আছে এবং এগুলির জন্য সাধারণ শ্রমিকেরও প্রয়োজন আছে। কাজেই শ্রমিকরা যদি অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত নাও হয় তাহলেও তাদের কাজের দ্বারা লড়াই এর সাহায্য হয় বলে আমরা মনে করি এবং সমস্ত দেশ তাই মনে করে। সেইজন্যই কৃষকরা যদি সবাই লাঙ্গল ছেড়ে দিয়ে লড়াই করতে চায়, অস্ত্র ধরতে চায় তা'হলে পরে আমরা দেখতে পাব যে দেশের উৎপাদন হবেনা। এবং সেখানে থেকে শস্য দিয়ে আমাদের সৈন্যদের খাওয়া পরাও হবে না। কিংবা শ্রমিকরা যারা কলকারখানায় কাজ করে, বস্ত্র উৎপাদন করল না, ammunition তৈরী করল না, বা শ্রমিকরা পুল তৈরী করল না, সবাই অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটা হলে লড়াইয়ে সাহায্য করা হল না। প্রত্যেকেরই একটা বিভিন্ন ক্ষেত্র আছে, প্রত্যেকেরই এক একটা Technic আছে, ঠিক তেমনই তাদের নিজেদের লাইন ধরে করা উচিত এবং সেই কাজকে কেন্দ্রীভূত করে লড়াইতে সাহায্য করা সেটাই হল দেশরক্ষা বা প্রতিরক্ষার একটা বিশেষ অঙ্গ এবং সেটা কখনো উপেক্ষা করা যায়না, অবহেলা করা যায় না। এবং সেই হিসাবে যদি সবাইকে অস্ত্র দিতে হয় তাহলে জাতীয় সংহতি ঠিক হয় না। অস্ত্র না হয় তৈরী করা গেল, অস্ত্রের সম্ভার ও দেওয়া গেল

কিন্তু পরবর্ত্তী অবস্থার জন্য সেটা সব সময় চালু থাকতে পারে না। সেটা যাতে সর্ব্বদা বজায় রাখতে পারা যায়, supply পাওয়া যায় এই দিকটা ও আমাদের দেখতে হবে। শুধু গুলি দিলেই, ammunation খরচ হলেই শত্রু মারা যায় না। এবং যারা গুলি চালাবেন তাদের খোরাক, তাদের পোষাক, তাদের ঔষধ, তাদের পথ্য এগুলির ও প্রয়োজন আছে। আমরা দেখতে পাই আমাদেরই দেশে বীরের অভাব নেই। আজকে বহু সৈন্য প্রাণ দিয়েছেন। তাদের অমূল্য জীবন দেশ রক্ষার জন্য চিরদিনের জন্য তাদের জীবন দিয়েছেন, তাদের রক্ত দিয়েছেন। আমরা তাদের এই জীবনের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছি এবং আমাদের দেশের ভবিষ্যত বংশধরগণকেও দেশরক্ষার কাজে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের সরকার এখানে কার্য্যক্রম অবলম্বন করেছেন। আমরা ইহা দেখতে পাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা এখানে এই সম্পর্কে বলেছেন। আমাদের এখানেও বিভিন্ন উপায় ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং তিনি বিশদভাবে এখানে বলে গিয়াছেন। এটি লক্ষ্য করার বিষয় যে মানুষ যখন তৈরী হবে তখন আস্তে আস্তে তৈরী হতে হবে। তাতে যথেষ্ট সময়ের দরকার। আমাদের দেশের লোকের মনোভাবটা আমরা এমনভাবে তৈরী করেছি বা এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে সবাই লড়াই করতে চায়। আজকে যে আহ্বান জানানো হয়েছে তাতে দেখা গেছে সৈনিকদের কাজ গ্রহণ করতে বহু লোক এখনও পিছিয়ে আছে। অন্যান্য দিকে তারা সাহায্য করতে চায় বটে কিন্তু সৈনিকদের বৃত্তি গ্রহণ করতে অনেকেই আজকে এগিয়ে আসছে না। এটা আমরা দেখেছি। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রান্তে অবস্থাটা অন্য ধরণের। পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি জায়গাতে বহু লোক এগিয়ে এসে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করেছে এবং সেখানে লড়াই করছে এবং তাদের সাথে সাথে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং সেখানকার অধিবাসীগণও তাদিগকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে। আমাদের এখানে, আমাদের জনসাধারণের মধ্যেও বেসরকারীভাবে কতিপয় জনসাধারণ অস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন। যেমন physical rifle training এবং Tripura Rifles Association. তারা বেসরকারীভাবে সে সমস্ত কাজ এখানে চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বহুদিন ধরেই তারা তা চলিয়ে যাচ্ছেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক লোককে অস্ত্র শিক্ষায় পারদর্শী করার জন্য চেষ্টা করে চলেছেন তাদের কাজ আমরা অতীতে দেখেছি যে তাদের যে কার্য্য কুশলতা তা আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সে অবস্থায়ও আমাদের মধ্যে দেখতে পাই সেখান থেকে যে ধরণের আহ্বান জানানো হয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবে, সমস্ত রকম ভাবে অস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল জনসাধারণ। তাই এগুলি করতে হবে, একদিনে তা সম্ভব হবে না এবং তার জন্য এটা ধীরে ধীরে তৈরী করতে হবে এবং সেটা সর্ব্বব্যাপক হতে হবে, শুধু সৈনিক হলেই হবে না, শুধু অস্ত্র চালনা করলেই হবে না; অস্ত্র যারা চালনা করবে তাদের সাহায্য করার জন্য কৃষক চাই, শ্রমিক চাই এবং ভাল ভাল অস্ত্রশস্ত্রের দরকার, ব্যবসায়ীদেরও দরকার, ডাক্তারও দরকার। এই সমস্ত লোকদেরও আমাদের তৈরী করতে হবে। শুধু একতরফা গুলি বন্দুক বা সৈন্য দিয়ে লড়াই করা সম্ভবপর নয়। আমরা দেখেছি

যে আমাদের দেশের অস্ত্র সস্ত্র বা আমাদের দেশের সৈনিকরা তাদের নিজেদের কার্য্যকারীতা এবং রণক্ষেত্রের কৌশল আমাদের যে দেখিয়েছেন তাতে আমরা স্তম্ভিত হয়েছি এবং আমাদের আশা আছে যে Civil Defence আমাদের এখানে তৈরী হচ্ছে। তার মাধ্যমে আমরা non-martial raceকে আমরা martial raceএ পরিণত করতে পারব এবং আমরা অচিরেই তা দেখতে পাব এবং তখন আমাদের দেশে Civil Defenceএর জন্য তেমন একটা ভাবতে হবে না। যেমন চীনের লড়াইয়ের সময় ভেবেছিলাম, বর্ত্তমানে পাকিস্তানের লড়াইয়ের সময় ততটা আমরা ভাবিনা। এবং ভবিষ্যতে আরও বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য আমরা ততটা উদ্‌গ্রীব হব না। আমরা জানি আমাদের ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য লড়াই করা নয়, দেশের মধ্যে, পৃথিবীর মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাব স্থাপন করে আমরা বসবাস করব এবং আমাদের দেশের উন্নতি সাধন করব। কিন্তু আমাদের দেশকে যদি কেউ আক্রমন করে তাতে আমরা পশ্চাদপদ হব না। সেই বিষয়ে আমরা সর্ব্বদাই সচেতন এবং আমাদের দেশের জনসাধারণ এই বিশেষ আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এবং দেশবাসী তারজন্য প্রস্তুত। সেই হিসাবে যখন জনসাধারণকে অস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে যদি এ রকম কথাই হয় তখন আমাদের দেশের মধ্যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে যে আমাদের দেশবাসীর মনে শুধু একটা জিঘাংসার ভাব সৃষ্টি হবে। সেই প্রবৃত্তিটা যেমন অন্যান্য দেশে জেগেছে তার ফলে তার যে বিষময় ফল তারা আজকে তা ভোগ করছে। আমাদের দেশে সেই জিনিষটার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমরা আস্তে আস্তে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সেটা যে ভাল পথ নয়। শুধু হিংসার দ্বারা আমাদের দেশ রক্ষা হবে না। হিংসার সাথে চাই প্রেম, চাই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব তাতেই হবে আমাদের উন্নতি। আমরা বাঁচব এবং দুনিয়ার মধ্যে আমরা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করব। এই নিয়েই আমাদের Civil Defence করতে হবে নতুবা আমাদের দ্বারা আর ভাল হতে পারে না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barmra— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দেশের বেসামরিক প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করা দরকার। এই সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারে না। সৈনিকরা যারা যুদ্ধ করে তারা যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাদের শৌর্য বীর্য্য পরাক্রম তারা দেখায়। তেমনি করে দেশের morale, নীতিবোধটাকে জাগ্রত রাখার জন্য অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তুলতে হয়—যাতে করে কোন রকম গুজব আমাদের মনোবলকে ধ্বংস না করতে পারে, যাতে করে আমাদের দেশের যে জাতীয়তাবোধ সেটা শক্ত ও সুদৃঢ় হয়। হিটলার তার বুদ্ধি খাটিয়ে fifth columnistsদের সৃষ্টি করেছিলেন যুদ্ধের হাতিয়ার হিসাবে, যাতে অন্য দেশের মনোবল নষ্ট হয়ে যায়। 'যে দেশকে আক্রমণ করব, সেই দেশের সঙ্গে কেবল যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়াই করব না, দেশের মনোবলকে ভেঙ্গে দেব, দেশের morale কে ভেঙ্গে দেব' এবং

যাদের আমরা appoint করছি বা যাদের আমরা এসব ব্যাপারে ভার দিচ্ছি তারা এইসব কাজ করতে পারবে কি পারবে না তার জন্য আমাদের ভাববার দরকার নেই। আমাদের কাজ এখানেই সমাপ্ত যে আমরা একটা Official File সংক্রান্ত একটা কাজ সমাপ্ত করতে পেরেছি। আমরা Central Govt. কে বুঝাতে পেরেছি যে আমাদের এখানে সব কিছু হয়েছে। কিন্তু ঠিক এই ধরণের আমলাতান্ত্রিক কাজের ফলে দেখা যায়—যখন ঘটনা উপস্থিত হয় তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকে না। তখন Control Room, Control করতে পারে না। তখন warden, sub-warden এর খোঁজ পাওয়া যায় না। তখন warden তার তস্য sub-wardenকে খুঁজে পায় না। কোথায় যে মিলিয়ে যায়। এটা হওয়া স্বাভাবিক, হতে বাধ্য। আমরা যদি আমলাতান্ত্রিক নীতিতে সমস্ত কাজকর্ম চালু করি তাহলে তার অবশ্যম্ভাবি ফলাফল এই হবে। এটার আর কোন দ্বিতীয় ফল নেই। কাজেই আজকের দিনে আমি বলি জনসাধারণের মধ্যে অসামরিক প্রতিরক্ষাকে সুদৃঢ় করতে হলে আজকে জনতার সঙ্গে মিশতে হবে, জনতার সঙ্গে মিশে যারা তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারে, জনতার সঙ্গে যাদের একত্ববোধ আছে, যারা সমস্ত রকম নিজের সময় সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়ে কাজে এগিয়ে যেতে পারবে, তাদেরই নিয়োগ করতে হবে। কাজেই আমাদের যে কোন একজন লোকের উপর responsibility দিলেই চলবে না। সে কাজ করতে পারবে কি পারবে না সেটা যাচাই করে আমাদের নিযুক্ত করতে হবে। সর্ব্বশেষে আর একটা কথা বলা দরকার যে Citizens Council কি একটা হয়েছে, হঠাৎ একদিন আমি একটা নিমন্ত্রণ পেলাম। আমার সঙ্গে অন্যান্য M.L.A. বিরোধী পক্ষের যারা ছিলেন তাদের আমি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে তারা কেউ নিমন্ত্রণ পত্র পাননি। তাই আমি ভাবলাম, হঠাৎ কি ব্যাপার! আমি তো citizen আছি, Council করুকনা—I am a citizen and I am a member of the Citizens Council. There is no one who can expel or exclude me from the citizenship. কাজেই Citizen Council তোমরা কর বা না কর, I am a citizen, so, I am a member of Citizen Council—কাজেই কারোর তোয়াক্কার উপর নির্ভর করে, কারোর পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করে আমরা Citizen Council এর member হতে যাব না। আমরা জানি আমরা citizen কাজেই by birth, by rights of my own citizenship, I am a member of Citizen Council. কাজেই কংগ্রেসের সব member, সব M. L. A.ই Citizen Council এর member হয়েছেন। তাদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে। তবে আমি মনে করি সব সময়ই আমি Citizen Council এর member. কাজেই এতে ক্ষতিবৃদ্ধির কিছুই নেই। আমাকে Citizens Councilএর member করুক বা না করুক I am citizen of India, I am a member of Citizens Council. এর কোন ঝামেলা আর নেই। কাজেই আমি মনে করি আপনারা এগিয়ে আসুন। পরিষ্কার মন নিয়ে plain ভাবে এগিয়ে আসুন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করুন, সেটা আমরা চাই। আমরা

সকলেই যাতে প্রতিরক্ষার কাজ মনে প্রাণে করতে পারি একথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Next I would call on Shri Karunamoy Nath Chowdhury.

Shri Karunamoy Nath Chowdhury,—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে civil defence সম্পর্কে বেসরকারী যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবের পক্ষে আমরা এতক্ষণ যে বক্তৃতা শুনলাম তা সমর্থন করার মত কিছুই পাই নি। তাই তাকে আর সমর্থন করতে পারলাম না। আমরা আশা করছিলাম যে—

Mr. Speaker – It is a discussion only.

Shri Karunamay Nath Chowdhury— আজকে আমরা দেখেছি যে এখানে Citizen Council হয়েছে তার মধ্যে আমাদের বিরোধীপক্ষের সদস্যদের স্থান হয়নি, তাদেরকে ডাকা হয়নি, তাদেরকে আমল দেওয়া হয়নি, তারা যে অপাংতেয় হয়ে অছেন এই হল আজকের আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার মনে হয় যে এই উদ্দেশ্যটা সাধন করতে হলে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে Civil Defence সম্পর্কে তাদের আগ্রহ আছে এই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করলে হয়ত সেই বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যেত। কারণ আলোচনার মধ্যে আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে Parliament এর Memberদের কেন নেওয়া হল না এবং এখানকার কয়েকজন বাছা বাছা Professor, কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষিত লোক যারা সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত আছেন তাদেরকেই নেওয়া হল, আর বিরোধীপক্ষের কয়েকজনকে নেওয়া হলনা। তাদেরকে নিলেই যেন Civil Defence এর আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের কথা তারা যা বলেছে তা যেন একেবারে ত্রুটিশূন্য হয়ে যেত। এই বক্তব্যে তারা আর কোন সারবস্তু পরিবেশন করতে পারেননি। এখানে আমরা দেখছি যে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাই হউক আর সরকারী ব্যবস্থাই হউক আমাদের দেশ আক্রান্ত হওয়ার পরেই অন্ততঃ সারা রাজ্যে একটা কাঠামো সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে আছে আগরতলা শহরের ১৫ হাজার লোকের মধ্যে ৯টি ward, তারমধ্যে ভাগ করা হয়েছে ৪টি করে, তারপরে wardগুলির মধ্যে যে যে ব্যবস্থা থাকা দরকার যেমন fire fighting এর সাহায্য করা দরকার, সেখানে Rescuc Party থাকা দরকার।

Mr. Speaker— It has been already discussed.

Shri Karunamay Nath Chowdhury—আমরা দেখেছি যে সমস্ত রাজ্যেই ৪৪৮টি

পঞ্চায়েতেও তার ব্যবস্থা রয়েছে, Sub-Divisionগুলিতেও ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে আমাদের মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যরা এমন কিছু বলেননি যে এগুলির পরিবর্তন করে আমরা নূতন কিছু করব বা তাকে শক্তিশালী করতে হলে আর কিছু করব এমন কিছু যুক্তি অবতারণা করতে পারেন না সুতরাং এই আলোচনার সার্থকতা কোথায় ? সার্থকতা একমাত্র এই যে তারা সদস্য হননি। এইটুকু হলেই সেরে যেত। তবে আমার মনে হয় যে আজকে এখানে বন্দুক জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে মেম্বারদের সদস্য করা পর্য্যন্ত আছে—আমাদের এখানে বাধাইবা কোথায় ? যারা প্রতিরক্ষায় প্রতিবন্ধক, সরকার যাদের সন্দেহ করছেন যাদেরকে বিশ্বাস করতে পারছেন না ঠিক তাদেরকেই আজকে একেবারে Citizens council এর member করে দেওয়া এই আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। দলীয় স্বার্থ আজকে এই বিধান সভার মাধ্যমে পরিবেশন করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নাই। Civil defence এ আজকে দেশের কয়েকটি লোক উপস্থিত না থাকলে বা কয়েকজন লোকের নাম না থাকলে Civil defence অশুদ্ধ হয়ে গেল তা আমরা ভাবতে পারি না। কারণ বিশিষ্ট লোক তারা যেমন আছেন তাছাড়াও এদেশে আরও হাজার হাজার বিশিষ্ট লোক আছেন যারা দেশকে রক্ষা করার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আমাদের মাননীয় শ্রীধীরচন্দ্র বাবু যেমন মনে করেছেন যে তিনি একজন Citizen হিসাবে তার birth right হিসাবে citizen committeeর মেম্বার, তেমনি মনে করার মত দেশের এই যে লক্ষ লক্ষ লোক রয়েছে, সেক্ষেত্রে কয়েকজন লোক না থাকলে আমাদের Civil Defence অশুদ্ধ হয়ে গেল তা ভাববার মত কারণ আমরা খুজে পাচ্ছি না। এখানে পত্রিকার কয়েকটি কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রিকায় আমাদের যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সেগুলির প্রতি যাতে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় পত্রিকা সেই হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করেছে। গুজবে কান দেবেন না বললেই মানুষ কান দেবে না মানুষ এতটুকু training এক মুহুর্ত্তে নিতে পারে না। আজকে শুধু এই দেশেই নয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে আমরা দেখেছি যে, গুজব মানুষ ছড়ায় এবং গুজবের পিছনে কিছু মানুষ ধাওয়া করে। আমাদের যে সবে মাত্র সেদিন যেটুকু সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হয়েছিল বিমান আক্রমণে, এর পরে একটি দেশে সীমান্তে শুধু হামলা হলে কি হয়, বিমান আক্রমণ হ'লে কি হয় সে সম্পর্কে আমাদের দেশের লোকের যে ধারণা ছিল তা আজকে পরিবর্ত্তন হতেও কিছুটা সময় লাগবে। কাজেই গুজবে এখানে যা ঘটছে তা অস্বীকার না করে তার ত্রুটি বিচ্যুতি কি করে সংশোধন করতে হবে সে সম্পর্কে কোন সাবলীল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের বিরোধী সদস্যরা যদি একটি সুগঠিত অভিমত প্রকাশ করতেন তাহ'লে সেগুলি আমাদের যে সরকারী ব্যবস্থা আছে বিশেষ করে দেশ রক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তাতে আমার মনে হয় যে সেই মূল্যবান উপদেশগুলি আমাদের সরকার গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। কিন্তু তাতেও আমরা শুধু সমালোচনা ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। আমরা মনে করি যে, দেশের যে সৈন্য বাহিনী সেই সৈন্যবাহিনী যদি নিরাপদে সেই সীমান্ত রক্ষা বিশেষ করে আক্রমণের সময় যদি দেশরক্ষা ঠিক ঠিক ভাবে করতে হয় তাহলে তাদের

Civil Defence অর্থাৎ বেসরকারী যে রক্ষা ব্যবস্থা তা এমন নির্ভুল ভাবে হওয়া দরকার যে রক্ষাব্যবস্থা কোন সময়েই সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের বা প্রতি আক্রমণে বাধা স্বরূপ বা বোমা স্বরূপ না হয়। সেই হবে Civil Defence এর একটা খুব বড় কথা। আজকে আমাদের এই রাজ্যের সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তান বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ করেছে। আমাদের Civil Defence এর খুব বেশী একটা প্রয়োজন হয়ে পড়েনি। কিন্তু সেদিন হল, যেদিন বিমান আক্রমণ হ'ল। তারজন্য আমরা যে খুব প্রস্তুত ছিলাম তা বললে ভুল হবে। আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি যে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ঠিক এমনি ভাবে একটি আক্রমণ করবে। তবুও যেটুকু ঘটেছে আজকে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাই হবে আমাদের বড় কর্ত্তব্য। আজকে শুধু সমালোচনাতেই দেশ শক্তিশালী হবে না। আমরা নিখুঁত ব্যবস্থা কি করে গড়ে তুলতে পারি তাই হবে ঠিক ব্যবস্থা। আর সেই ব্যবস্থা করতে হ'লে আমি মনে করি যে, Civil Defence ছাড়াও আরও কয়েকটি দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ব হচ্ছে, দেশে যাতে খাদ্যদ্রব্য গুলির একটি মূল্যমান স্থির থাকে, মানুষ মানুষের প্রতি যাতে বিশ্বাস রাখে। আজকে warden দের প্রতি যে একটা অবিশ্বাস পোষণ করছেন ঠিক এই রকম অবিশ্বাস, বিশ্বাস একটা কাজের ভিতর দিয়ে কষ্টি পাথরের দ্বারা পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে যাওয়া যায় না। আজকে যারা Professor ইত্যাদি রয়েছেন তারা বিশিষ্ট লোকই রয়েছেন, সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রয়েছেন, তাদেরই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে তাদের হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অন্য লোকদের চাইতে যদিও বেশী থাকার কথা নয়, তবুও আজকে মানসিক জগতে তাদের অধিকার অনেক বেশী, এবং মনোজগতে যারা চিন্তা করে অগ্রসর হতে পারবেন, বাস্তব জগতেও অন্ততঃ অন্যদের চেয়ে অগ্রসর করাতে পারবেন সেইজন্যই তাদের রাখা হয়েছে। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আমি মনে করি এখানে আমাদের বিরোধীপক্ষের নেতারাও জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে, দেশাত্মবোধ সম্পর্কে বলেছেন। আজকে যদি দেশের মানুষের মধ্যে মানুষের ভ্রাতৃপ্রেম জাগ্রত করতে হয়, দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে হয় তাহলে যে postএ যাকে সরকার নিযুক্ত করেছেন, তাদেরকে যোগ্যব্যক্তি হিসাবে দিয়েছেন। প্রথমেই যদি মানুষের মানসিক শক্তি ঠিক না থাকে, তাহলে দৈহিক শক্তি কার্য্যকরী হয় না। আমরা দেখেছি যে যুদ্ধের সময় Patton tank, Sabre Jet সহ পাকিস্তান যে পরিমাণ শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ভারতকে আক্রমণ করেছিল, ভারতীয় সৈন্যদল সেই Sabre Jet ও Patton Tankএর চাইতে অনেক নীচুমানের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তা প্রতিরোধই শুধু করেনি, পর্য্যুদস্তও করেছে। তার যে জাতীয়তাবোধ, তার যে সমরকৌশল তার যে মানসিক শক্তি এই কয়েকটি মূলধনই তাকে সেই যুদ্ধে আজকে বিজয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে। শুধু গায়ের জোর থাকলেই হবেনা, মানুষের যদি মনোবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না থাকে তাহলে সেই বল যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্যকরী হয়না। আমাদের বিরোধী দলের একজন সদস্য জম্মু আক্রমণের

কথা তুলেছেন এবং রাশিয়ার প্রতিরোধ সম্পর্কে বলেছেন। খুব ভাল কথা। আজ যদি আমরা দেখতাম যে, আমাদের দেশে, গ্রামে গ্রামে আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা সেই প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে অগ্রসর হচ্ছেন তাহলে আমরা খুসী হতে পারতাম। আর অস্ত্রশস্ত্র জনসাধারণকে দিতে হ'লে যে অবস্থা প্রয়োজন সেই অবস্থা তারা সৃষ্টি করছেন। কিন্তু তা আমাদের সরকারের বিশ্বাস করার মত কোন কারণ ঘটেনি। কারণ আমরা জানি যে, যখন চীনা আক্রমন হয়েছিল তখন যে অবস্থা হয়েছিল দেশের। পাকিস্তান আক্রমন করার পরেও আজকে বিরোধী দলের যে ভূমিকা—তার ফলে সমস্ত ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত লোক আটক রয়েছেন তা আজকে দেশের জাতীয় স্বার্থে। আজকে তাই তাদের আমরা সদস্য হিসাবে নিতে পারিনা। কারণ ভারত রক্ষার পক্ষে তাদের কতটুকু জাতীয় মনোভাব আছে সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। কারণ আজ যদি অস্ত্র-শস্ত্র জনগণের হাতে তুলে দেওয়া যায় তা'হলে সেই দেশকে যে কোন মুহূর্ত্তে যারা বিপন্ন করতে পারে ঠিক তাদের হাতেও অস্ত্র আজকে তুলে দিতে হয়। যদি সর্ব্বসাধারণকে অস্ত্র দিতে হয় তাহলে প্রথমে অনুকুল অবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আজকে আমাদের দেশের অবস্থা এমন পর্য্যায়ে আসেনি যাতে সর্ব্বসাধারণের হাতে আমরা অস্ত্র তুলে দিতে পারি। আমাদের বিরোধী দলের যারা সদস্য আছেন তাদের অনেকের স্বদেশপ্রেমের প্রতি আমাদের সন্দেহ আছে।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি এই কথা বলতে পারেন কিনা যে আমাদের স্বদেশপ্রেমে সন্দেহ আছে ?

Mr. Speaker—He should not say so.

Shri Karunamay Nath Choudhury—I withdraw it. আজকে এই দেশের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব তারা পালন করবেন কিনা আমরা সে সম্পর্কে সন্দেহ করার অধিকার রাখি। অস্ত্রের যে বল, সেই বল কতবড় তা আমরা এই যুদ্ধেও দেখেছি। সুতরাং অস্ত্রবল আজকে কিভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত করবেন সে ভার সরকারের উপর থাকাই ভাল। আমাদের দেশের সৈন্যবাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তাদের হাতে অস্ত্র থাকলেই আমরা নিরাপদে থাকব। এখন আমাদের বিরোধী শক্তি এমন প্রবল নয় যে, দেশের সর্ব্বসাধারণের হাতে অস্ত্র দিতে হবে। আর তা যদি দিতেই হয় তা হলে আমার মনে হয় যে সকল স্থান আক্রান্ত হয়েছে সে সকল স্থানে দিতে হবে। আর আমাদের পূর্ব্বাঞ্চল এখনও এমন পর্য্যায়ে যায়নি যে এ মুহূর্ত্তে এই প্রস্তাব সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। যেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফতে অস্ত্র শিক্ষা, অস্ত্র চালনার সুযোগ দিয়েছেন এবং সেই ব্যবস্থা উদার ভাবেই করা হয়েছে। এই উদারতার সুযোগ নিয়ে, আমি মনে করি, যারা ভবিষ্যতে যে কোন মুহূর্ত্তে দেশ রক্ষার জন্য অগ্রসর হতে চান তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং তাই হবে দেশরক্ষার পক্ষে একটা সুষ্ঠু নীতি। যখন সরকার প্রয়োজন মনে করবেন তখন তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিলে সেটা শোভনীয়

হবে। আমি মনে করি অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশে অন্ততঃ অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দেশের খাদ্য দ্রব্যাদি এবং যে কোন জিনিষের মূল্যমান যে পর্য্যায়ে ছিল সেই পর্য্যায়ে আছে, তা Civil Defence এর একটা মস্তবড় জিনিষ এবং সে জন্য ত্রিপুরা রাজ্য গৌরববোধ করতে পারে। আজকে পাকিস্তানে, আমরা শুনেছি পত্র-পত্রিকায় পড়েছি, যে লবণের দাম চাউলের দাম যে পর্য্যায়ে গিয়েছে বা জনসাধারণের জীবনধারা যে পর্য্যায়ে গিয়েছে তা তাদের Civil Difence ভেঙ্গে পড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ বলে মনে হয়। আমাদের দেশ সেই দিক দিয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হয়েছে। আমরা আশা করি যে আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অন্ততঃ যারা শাসক দলে আছেন তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বর্ত্তমান সময়ে সেই জাতীয়তাবাদের সুর যদি ঘরে ঘরে ধ্বনিত করে তুলতে পারেন তাহলে তাদের প্রতি দেশবাসীর যে বিদ্বেষ ভাব আছে তা দূর হয়ে যাবে এবং দেশের এই বিপদের দিনে একটা পরম দায়িত্ব পালন করতে পারবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. **Speaker**—I would call on Sri Sudhanwa Deb Barma.

Sri Sudhanwa Deb Barma—Hon'ble Speaker Sir, কাশ্মীর সীমান্তে আমাদের নওজোয়ানেরা আয়ুবের বর্ব্বরতার সমুচিত জবাব দিয়েছে। তারা দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের ভারত নিতান্ত দুর্ব্বল নয়। তা সত্ত্বেও আমরা দেখেছি পাকিস্তান বারবার সীমান্ত লঙ্ঘন করছে এবং স্থানে স্থানে এখনও গুলিবর্ষণ চলছে। একদিকে এই অবস্থা আর একদিকে চীন ভারতের সীমান্তে হুমকি দিচ্ছে যার ফলে আজ আমরা অনুভব করি যে দেশ আজ এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন। এই অবস্থায় আজকে একদিকে যেমন আমাদের নওজোয়ান ভাইদের শক্তি যোগানো আরেক দিকে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য Civil defenceকে শক্তিশালী করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেখতে হবে দলমত নির্ব্বিশেষে দেশের সমস্ত লোককে এই কাজে টেনে আনতে পেরেছি কিনা এবং সেরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজকে Civil defence এর মধ্যে দলমত নির্ব্বিশেষে সকলকে সুযোগ দেওয়ার মধ্যে একটা গলদ রয়ে গেছে। কারণ অনেক রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে একটা পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে যার ফলে আমরা দেখি যে Civil defence committee গঠন করা হয়েছিল তার মধ্যে আমাদের অনেককে গ্রহণ করা হয়নি। এবং তার সাথে সাথে আমরা দেখি আজকে বিরোধী পক্ষের অনেক লোককে, লোকসভা এবং বিধানসভার অনেক সদস্যকে বিনাবিচারে জেলে আটক করা হয়েছে—

Mr. Speaker—The point have been discussed by your predecessors.

Sri Sudhanwa Deb Barma—অন্য point বলার জন্য আমি একথাটা উল্লেখ করেছি

মাননীয় Speaker Sir, ...

Mr. Speaker—No, No, only deal upon your own point.

Sri Sudhanwa Deb Barma—আমার pointএ নেওয়ার জন্য আমি একথা বলছি।

Mr. Speaker—Hon'ble Member should not repeat his own argument.

Sri Sudhanwa Deb Barma—কাজেই সেইদিক দিয়ে আজকে দেশের জননেতাদের যদি এভাবে রাখে তাহলে যারা সদস্য, জনতার প্রতিনিধি, তাদের প্রতি এরকম ব্যবহার মানুষের মনে একটু লাগবে। আমরা আমাদের শত্রু পাকিস্তান এবং চীনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছি এবং দেশকে শক্তিশালী করতে যাচ্ছি সে ব্যাপারে তাদের উৎসাহ ব্যাঘাত হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। যার ফলে দেশে আজ দেশের প্রতিরক্ষা এবং Civil defence প্রভৃতি কাজেও ব্যাহত হওয়ার একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে। সেইদিক দিয়ে চিন্তা করে আমি এইরূপ কথা বলছি। যাতে আমরা দেশের প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য, দেশকে শক্তিশালী করার জন্য প্রত্যেকটি লোককে, প্রত্যেকটি দলকে ডাকতে পারি, সেইরকম অবস্থা এবং আবহাওয়া যাতে সৃষ্টি করতে পারি সেইরকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের শাসক পার্টি'র চলা উচিত ছিল। আজকে আমাদের প্রতিরক্ষা এবং Civil defenceকে যদি শক্তিশালী করতে যাই তা'হলে আরও একটা দিক আমাদের চিন্তা করতে হবে, কারণ আমাদের নওজোয়ান ভাইরা যেমন front এ বন্দুক কামান নিয়ে যুদ্ধ করবে তেমনি আমরা যারা সাধারণ নাগরিক আছি তাদের উচিত সর্ব্বতোভাবে তাদেরে পিছন থেকে সাহায্য করা। সাহায্য বলতে শুধু তাদেরে প্রেরণা দেওয়া এই নয়। যদি দেশের উৎপাদনের ব্যাপারে, দেশের উন্নয়নমূলক কাজের দিকে আমরা লক্ষ্য না করি তা'হলে এই দেশরক্ষার কাজ সুষ্ঠু ভাবে চলতে পারে না। আজকে আমাদের উৎপাদন ক্ষেত্রে জনতার মধ্যে এই রকম একটা ভাব যেন সৃষ্টি না করা হয় যাতে জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা দেখা দেয়। আমরা আমাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য করে যাব, আমাদের দেশরক্ষার তাগিদে, তাতে আমাদের দেশ এবং নওজোয়ানদের শক্তি বাড়বে, এই রকম একটা দৃঢ় মনোভাব নিয়ে যাতে চলতে পারি। আমাদের কাজের মধ্যে যদি war hysteria দেখা দেয় তা' হলে দেশরক্ষার কাজে একটা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হতে পারে এবং জনতার মধ্যে একটা হতাশা এবং আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হতে পারে, সেইজন্য আমি একথা বলছি। এর সাথে দেখতে হবে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা যাতে আমরা সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে পারি—যুদ্ধের উন্মাদনা তুলে সেই কাজ যেন ব্যাহত না হয়। শিক্ষার ব্যাপারে, স্বাস্থ্যের ব্যাপারে, রাস্তার ব্যাপারে, কৃষি উৎপাদনের ব্যাপারে আমাদের নজর যেন কমে না হয়। আমাদের রাস্তা ঘাট যদি ঠিক মত করা

না হয়, তাহলে খাদ্য সরবরাহ এবং emergencyর সময় যে সব কাজ খুব দ্রুত করার প্রয়োজন, সেই সব কাজ ব্যাহত হবে। আজকে আমরা খাদ্য বাড়াও বলছি, শাসকগুষ্টিও তা বলছে, বাস্তবিকই তা প্রয়োজন, কিন্তু তার জন্য কি কি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তা দেখতে হবে। জল সেচে ব্যবস্থার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে, কৃষকরা যাতে সময় মত বীজ পায় সেইসব দিকে নজর দিতে হবে, শুধু মুখের কথায় কিছু হবে না। একদিকে যেমন আমরা উৎপাদন বাড়াব, অন্যদিকে খাদ্য-শস্যের যাতে সম-বন্টন হয় তাও দেখতে হবে। আমরা এবং আমাদের শাসকগুষ্টি যদি ঐ দিকে দৃষ্টি না দেয়, তাহলে কি হবে ? একটা ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। কারণ চোরা কারবারী যারা, মজুতদার যারা তারা খাদ্যশস্য সব তাদের আওতার মধ্যে নিয়ে যেতে পারে। যদি সুষ্টু বন্টনের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে emergencyর সময় খাদ্যের অভাবে হাহাকার পড়তে পারে। তখন Civil Defence বা দেশ রক্ষার যে কাজ তা ব্যাহত হবে সে বলাই বাহুল্য। কাজেই এই দিক দিয়ে সুষ্টু বন্টন যাতে করা হয় সেই ব্যবস্থাও করা উচিৎ। সর্বশেষে আমি একথাই বলতে চাই যে টাউন ও বাজারগুলিতে যে সমস্ত জিনিষ সরবরাহ করা হয়ে থাকে—যেমন stretcher, Siren Medical facilities ইত্যাদি শুধু তাই দিয়েই সমগ্র ত্রিপুরার জনসাধারণকে রক্ষা করা বা Civil Defence এর পক্ষে যথেষ্ট নয়। এইটাকে যথেষ্ট মনে করেই যেন আমাদের শাসক-গুষ্টি বসে না থাকেন এই অনুরোধ রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker--I would call on Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা Civil Defence এর উপর আলোচনা রেখে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে, কয়েকটি বক্তব্য রাখতে চাই। আমি বলতে চাই যে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে আমরা ভারতবাসী হিসেবে দ্বিমত হবার কোন কারণ দেখতে পাইনা। কারণ প্রতিরক্ষা আমাদের দেশকে রক্ষা করার জন্য, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য। অতএব প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রতিরক্ষার ব্যাপারে দল নির্বিশেষে অংশ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার কতকগুলি প্রশ্ন ও জিজ্ঞাস্য এই জায়গায় যে Civil Defence এবং Defence বলতে কি বুঝায় এবং কি কি করলে পরে আমাদের Civil Defence এ অংশ গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে করা হবে আমি এই জিনিষটাই জিজ্ঞাসা করছি। তার কারণ হল আমরা সরকারের Civil Defence সম্বন্ধে কতকগুলি ত্রুটি তুলে ধরি এবং ত্রুটিগুলি সম্পর্কে আমরা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কারণ এই সব ত্রুটি যদি সরকার করে থাকে তাহলে পরে আমাদের ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা দেখতে পাই যে Civil Defence—Ruling Party যে ভাবে পরিচালনা করেছেন —তাতে তারা নিজেদের দলীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখছেন। কারণ অমরপুর বিভাগে শ্রীরামকুমার দেববর্ম্মা নামে একজন লোক আছে, সে এখন

হাজতে। আমার বক্তব্য এইখানে যে রামকুমার দেববর্ম্মার বাড়ী একছড়ি। পাকিস্তানের সঙ্গে গণ্ডগোলের সময় সে এবং তার সহকর্মি ভারতীয় এলাকায় জলাইয়াতে জোয়ানদের পাশাপাশি থেকে সমস্ত জিনিষপত্র সেই জায়গাতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই রামকুমার দেববর্ম্মাকে আজকে Detentionএ রাখা হয়েছে। আজকে যারা জোয়ানদের সাহায্য করে, তাদের পথ দেখিয়ে দেয়, যারা অস্ত্র তাদের হাতে পৌঁছিয়ে দেয়, রাস্তা পরিষ্কার করে দেয়, তাদেরকে আজকে বিশ্বাসঘাতক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তাই ঐ জায়গাতে হাউসের কাছে আমার প্রশ্ন, Ruling Partyর কাছে আমার প্রশ্ন, যে Defence এর কথা আপনারা তুলেছেন সেই Defence এর অর্থ কি তা আমি এখনো বুঝি নাই। বুঝতে পারি নাই Ruling Partyর কার্য-কারণে। মুখে আজ বলে যে আমরা দেশকে শক্তিশালী করব, Defence Party গঠন করব, আমরা দেশের সমস্ত জনসাধারণের সমর্থন চাই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে এইসব জায়গায় তাদের দলীয় স্বার্থনিহিত আছে তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ সেই রামকুমার দেববর্মা। আপনারা যদি জলাইয়াতে যে সমস্ত জোয়ানরা যুদ্ধ করেছে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন তা'হলে জানতে পারবেন সে কি কাজ করেছিল। কাজেই আজকে আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করছি— কি ভাবে কাজ করলে Civil Defence এর কাজ করা হবে বলে মনে করা হবে। আমরা জানি সমস্ত মানুষ যুদ্ধে যাইতে পারে না, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনা। কিন্তু আমি মনে করি প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি জনসাধারণ আজকে Civil Defence এর কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে। সেই দেশকে রক্ষা করতে হলে শুধু মিলিটারীতে ভর্তি হয়ে লড়াইয়ে যেতে হবে এমন কোন কথা নয়। প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ কর্ত্তব্য রয়েছে— যেমন কৃষক সে যদি আজ ঠিক ভাবে খাদ্যোৎপাদন না করে, তবে আজকে যারা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করছে তাদের পেটে যদি খাবার না জোটে, তবে কি ভাবে তারা যুদ্ধ করবে? এই কথাটাই হল আমার এখানে প্রশ্ন। আজ ১৭ বৎসর স্বাধীনতা লাভের পরও আমরা খাদ্যে স্বাবলম্বী হতে পারি নাই যার জন্য PL ৪৮০ অনুযায়ী আমেরিকা থেকে খাদ্য আনতে হচ্ছে। এর মধ্যে আমেরিকা ষড়যন্ত্র করে কাশ্মীরকে পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ঐ সব দিকে দৃষ্টি না রেখে শুধু Civil Defence বলে চীৎকার করছে। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা মনে করি Civil Defence আমাদের করতে হবে, দেশকে রক্ষা করতে হবে, যে দেশ থেকেই আক্রমণ করা হউক না কেন সে পাকিস্তানই হউক, চীন, রাশিয়া, আমেরিকা বা ব্রিটিশ যেই হউক আমরা বিদেশী আক্রমণ কোন দিনই সহ্য করব না—আমাদের এক ইঞ্চি জমি দিতেও আমরা রাজী নই। সেই বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের দরকার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া। আমরা জানি ভারতের শতকরা ৮০ জনই কৃষক, তারা যদি খাদ্য উৎপাদন করতে না পারে তা'হলে আমাদের দেশকে কোথায় নিয়ে যাবে? সেই আমেরিকার কাছে খাদ্যের জন্য হাত পেতে থাকতে হবে। গত session এ আমরা কয়েকবার উল্লেখ করেছি যে পাকিস্তানের সঙ্গে যখন আমাদের

সুবন্ধ ভাল নয়, তখন রাস্তাঘাট আরো ভাল করতে হবে, সুদৃঢ় করতে হবে যাতে নাকি যে কোন সময় আমাদের সৈন্য এলাকাতে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু আজও আমরা দেখতে পাই প্রতিটি রাস্তার মধ্যে পুলের ব্যবস্থা নাই, যান বাহনের ব্যবস্থা নাই। যে কোন দুর্যোগ, সামান্যটুকু বৃষ্টি হলে পরে দেখা যায় যে সেখানে Military force যেতে পারে না। অমরপুরে Militaryর ২|১টি মটর ডুবে যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Civil Defence আমাদের করতে হবে এবং তার সঙ্গে সমস্ত জনসাধারণের মতামত নিতে হবে। আমাদের সরকার দলীয় সরকার, এইখানে আরো বিভিন্ন দল আছে। সমস্ত রাজনৈতিক দল যাতে Civil Defence এর কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার সুযোগ দিতে হবে এবং যদি অন্য রাজনৈতিক দলকে সুযোগ দেওয়া না হয় তা হলে আমরা মনে করব শুধু দলীয় স্বার্থের জন্যই এই Civil Defence করা হচ্ছে। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হাউসকে এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি যে Civil Defence আমাদের করতে হবে আমাদের সকল জনসাধারণের মতামত নিয়ে এবং সমস্ত দল নির্ব্বিশেষে ঐ কাজে অগ্রসর হতে হবে।

Mr. Speaker—I would call Shri Hlura Aung Mag.

Shri Hlura Aung Mag—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Civil Defence এর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আমি এই কথা বলতে চাই যে, কোন এক সদস্য এ সম্বন্ধে বলেছেন যে বিরোধীদলের সদস্যগণকে সরকার এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না বলেই Civil Defenceএ নেওয়া সম্ভব হয় নাই। আমি একটা কথা মাননীয় সদস্য এবং হাউসকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে Civil Defence বলতে কি বুঝায়? এই ভারতের নাগরিক হিসাবে এবং ত্রিপুরার ১৪ লক্ষ মানুষের একজন প্রতিনিধি হিসাবে আমি এখানে নির্ব্বাচিত হয়েছি। একদিকে দেখতে গেলে, ভোটের হিসাবে দেখতে গেলে—এই বিরোধীদল গত নির্ব্বাচনে কংগ্রেস থেকে বেশী ভোট লাভ করেছে। শতকরা ৫১টি ভোট আমরা লাভ করেছি কিন্তু তা সত্বেও তারা আজকে যে ভাবে সন্দেহের চক্ষে দেখছেন সেটা সন্দেহের কারণ নয়। পাক আক্রমণের প্রতিরক্ষার চেয়ে কমিউনিষ্ট প্রতিরক্ষা আজ তাদের বড় হয়ে পড়েছে। তারা বুঝাতে চায় এবং এইটাই হল তাদের উদ্দেশ্য যে পাক আক্রমণ বড় কথা নয়, কমিউনিষ্ট জুজুর ভয় থেকেই কংগ্রেসকে রক্ষা করতে হবে এইটাই হল তাদের মূল প্রশ্ন। আমি এইটাই বলতে চাই—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে পাকিস্তান যেভাবে Paton tank ও Sabre Jet বিমান নিয়ে ভারত আক্রমণে নেমেছে এবং সেই সময় তারা আগরতলা বিমান ঘাটিও আক্রমণ করেছে এবং সমস্ত দেশবাসী, সমস্ত দল দেশরক্ষার জন্য এগিয়ে এল এবং বিভিন্ন প্রচার মারফত, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীগণ ঐক্যের আবেদন জানাইলেন তখন সমস্ত দেশের বিরোধীদলও ঐক্যমত ঘোষণা করে সাড়া দিল, ঠিক সেই সময় ত্রিপুরা সরকার বিরোধীদলগুলিকে অবিশ্বাস করে

Civil Defence থেকে দূরে সরিয়ে রেখে দেশের শক্তিকে যে কত দুর্বল করেছে, তার জন্য আমি এই Ruling Partyকে দায়ী করতে চাই। যে Centre হইতে যে মেম্বার নির্ব্বাচিত হয়েছেন সে বিলনীয়াই হউক আর আগরতলাই হউক তার প্রতি জনসাধারণের একটা আস্থা আছে। আমি সেজন্য দায়ী করতে চাই Ruling Partyকে। আজ আমরা দেখতে পাই Civil Defence সম্পর্কে বিলনীয়া বা আগরতলা শহরে যেখানেই হউক, যে Member যে Centre এ নির্ব্বাচিত হয়েছেন সেই স্থানের জনসাধারণের তাদের উপর আস্থা, বিশ্বাস আছে। সেখানে যদি Defence এর কথা বলতে যাওয়া হয় তখন তারা বলবে যে আমাদের নির্ব্বাচিত সদস্য কোথায়? তারাও তো Civil Defence সম্পর্কে বা দেশরক্ষার ব্যাপারে সরকারের সুরে এক সাথে বলতে পারেন। তারাও তো এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু তারা কোথায়? তখন তো সরকার কোন উত্তর দিতে পারেন না। এই অবস্থায় যেখানেই কোন Committee করতে যান সেখানে তো নির্ব্বাচিত সদস্যদের কোন স্থান নাই। শুধু একটা অজুহাতই আছে, তারা কমিউনিষ্ট। এই কমিউনিষ্টের জুজু ভয়ের জন্য আজ তারা দেশের কাছে কতটুকু অন্যায় করে যাচ্ছেন তার আমরা প্রমাণ পাচ্ছি মাননীয় একজন সদস্যের বক্তব্যের মাধ্যমে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথা হল, দেশ যখন ভারত বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মারকিন শক্তির অর্থে পুষ্ট আয়ুব খাঁর সরকার সেই পাকিস্তান আমাদের কাশ্মীর রাজ্যে হানাদার পাঠিয়ে যে ভাবে আক্রমণ চালিয়ে ছিল তখন আমরা সমস্ত ভারতবাসী দলমত নির্বিশেষে, নীতিগতভাবে পার্থক্য থাকলেও দেশ রক্ষার ব্যাপারে, আমাদের সার্ব্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে আমরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, সেইভাবে যদি কাজ করে যাই, তাহলে আমাদের প্রতিরক্ষা শক্তিকে আরো শক্তিশালী করতে পারব। আমরা এই ভারতের ৪৫ কোটি মানুষ যদি দুর্জয় শক্তিতে রুখে দাঁড়াই তাহ'লে আমাদিগকে এই পৃথিবীতে কে রুখতে পারে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেউ আমাদিগকে রুখতে পারবে না। তাই সেই দিকে আমাদের চিন্তা করতে হবে।

শুধু সংকীর্ণ দলীয় ভিত্তিতে যদি আমাদের দৃষ্টি আসে, তাহলে দেশের সার্ব্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে কতটুকু সফলতা হবে তা আমি বুঝতে পারি না। কাজেই আমি ঐদিকে মাননীয় সদস্য ও মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব তাঁরা যেন সংকীর্ণ দলীয় মনোভাব ত্যাগ করে যাতে ৪৫ কোটি জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে দলগত বিভেদ ভুলে ঐক্যমত হয়ে দেশ রক্ষার ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এভাবে আমাদের কার্য্যক্রম পরিচালনা করার দরকার আছে এবং এই defence এর ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব আছে যেমন শ্রীনগর থেকে [illegible] পর্য্যন্ত বর্ডারের যে রাস্তা আছে, তা আজও করা হয় নি, সেখানে লোক চলাচলের ভীষণ অসুবিধা, যখনই সেখানে কোন প্রকার গোলমাল হয় তখন সেখান থেকে লোকজন সরাইয়া আনাও বড় কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠবে। এই সমস্ত বর্ডার এলাকাগুলির রাস্তাঘাট যাতে সুরক্ষিত হতে পারে এবং সেই সকল এলাকায় আমাদের যে সকল নাগরিক আছেন, তাদেরকে যে কোন মুহূর্তে সরাইয়া আনার ব্যবস্থাকে আমাদের Civil defence এর

অন্তর্ভুক্ত রাখা দরকার। এইগুলি আমাদের আলোচনার বিষয় এবং এজন্য আমি মনে করি যে দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষকে এই কমিটির মধ্যে এনে দেশের প্রতিরক্ষাকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এই হল আমার অনুরোধ।

Mr Speaker—I would now call on Shri Kamaljit Singh.

Shri Kamaljit Singh—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধীদলের সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা ও শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব রেখেছিলেন, তা দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল যে তাঁদের মনে ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। কিন্তু আলোচনার সূত্রপাতে আমাদের বিরোধীদলের সদস্যবৃন্দেরা যা বললেন, সেটা আমার উল্টো বলেই মনে হ'ল। তার কারণ একটা point হচ্ছে এই Civil Defence এর Citizen Council এ তাঁদেরকে নেওয়া হয়নি। ২নং, ভারতরক্ষা আইনে যে সমস্ত মাননীয় M.P. ও M.L.A দিগকে আটক করা হয়েছে তাঁদেরকে ছেড়ে দেওয়া। কতগুলি খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের কাজের সমালোচনা বাদে ভারতবর্ষের তথা ত্রিপুরা রাজ্যের আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে সুদৃঢ় করা যায় ঐদিকে তাঁদের লক্ষ্য নেই বলে আমার ধারণা। শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই আজকের এই আলোচনার উদ্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি। তার কারণ, ১৯৬২ সালে আমরা যখন দেখি সারা ভারতের জনগণ চীনা আক্রমণের সময়ে ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষার জন্য, জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য, এবং জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করার জন্য চেষ্টা করি, তখন দেখা গেছে আমাদের মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা চীন যে আমাদের শত্রু এবং আক্রমণকারী তা তাঁরা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে চাননি। কিন্তু আজকে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তাদের যে আগ্রহও দেশপ্রেম প্রকাশ পাচ্ছে, তা চীনা আক্রমণের সময় ঠিক ঠিকভাবে পরিস্ফুট হয়নি। কিন্তু আজকে যখন পাকিস্তান ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে তখন তাঁরা জোর গলায় বলছেন যে পাকিস্তান আক্রমণকারী এবং আমাদের জওয়ানেরা প্রতিরোধ করছে তাই তাঁরা ধন্যবাদ দিচ্ছেন। এটাই আজকে আমরা তাঁদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু বলে বুঝে নিতে পারি। আজকের যে আলোচনা সেটা শুধু তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যই। আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীবুলুকুকি মহাশয় আরও একটি কথা বলেছেন যে ভারতীয় এলাকা জলাইয়াতে যখন গণ্ডগোল হয় তখন সেখানে রাজকুমার দেববর্মা বলে একজন আমাদের জওয়ানদের সাহায্য করছিল, কিন্তু আজকে তাকেও নাকি জেল হাজতে রাখা হয়েছে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, তার কারণ মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় অবগত আছেন। তাঁদের যে কীর্ত্তি কলাপ, তাঁদের যে কিশু চিন্তাধারা এবং ... ...

Mr. Speaker—I request the Hon'ble member to confine himself within the subject matter.

Shri Kamaljit Singh— ক্ষিপ্তভাবে চিন্তা করে তারা পঞ্চম বাহিনী হিসাবে দেশের সেবা ও সাহায্য করেছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। তারপর যখন দেখা গেল, সে রামকুমার দেববর্ম্মা দেশের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে এমন কোন গণ্ডগোল করেছে, যার জন্য তাকে ভারত রক্ষা আইনে আটক করা হয়েছে। এখন তারা অনেক কথাই বলছেন, যে পাকিস্তানের সঙ্গে relation খুব ভাল নয়, এটা স্বাভাবিক জানা কথা। আজকের এই আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে তারা ভুল বশতঃও চীনের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নি। কাজেই আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, আজকে যদিও তাঁরা ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রস্তাব করেছেন, তবুও তার পিছনে বেশ শৈথিল্য আছে। অর্থাৎ তাঁরা যে সরল ভাবে এই প্রস্তাবটী এনেছেন আমরা তার কোন চিন্তাধারা এর মধ্যে দেখতে পাই না। তাই তাঁদের কাছে আমার এই অনুরোধ যখন সারা পৃথিবী ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে আছে, সারা ভারতবর্ষে আমাদের প্রধান মন্ত্রী হতে আরম্ভ করে সকলে দলমতনির্বিশেষে ভারতকে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সুদৃঢ় করার জন্য আলাপ আলোচনা করছে, এই অবস্থায় আমি তাঁদের অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন সরল হৃদয়ে ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য, ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য এই সময়ে কোন রকম রাজনৈতিক চিন্তা না করে এগিয়ে আসেন যাতে আমাদের দেশকে সুরক্ষিত করা যায়। আমাদের ত্রিপুরা এমনি একটি জায়গা যেখানে কোন রকম রাস্তাঘাটের সুবিধা নেই, তিনদিকে পাকিস্তান দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের চেয়েও ত্রিপুরা রাজ্যকে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে আরও সুদৃঢ় করা দরকার। তার জন্য আমাদের দেশের চৌদ্দ লক্ষ লোকের ভবিষ্যত চিন্তা করে আমি তাঁদের অনুরোধ করব যেন সরল হৃদয়ে ১৪ লক্ষ লোককে ভালবেসে, ভারতবর্ষকে ভালবেসে তাঁরা যেন এগিয়ে আসেন যাতে আমরা আমাদের দেশ রক্ষার কাজে ভারত সরকার যে, যে programme করেছেন, শুধু খাদ্যের ব্যাপারে নয়, শুধু অস্ত্রের ব্যাপারে নয়, সব ব্যাপারেই তাঁরা এগিয়ে এসে সাহায্য করেন এবং সরকারের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যে plan তাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—The business for the day is over. The House stands adjourned till 11 A. M. on Wednesday, the 17th November, 1965.

ANNEXURE "A"

UNSTARRED QUESTION NO, 209
By **Shri Nripendra Chakraborty,** M. L. A.

Question	Reply
1, Whether the recommendations of the 22nd session of the Indian Labour conference, in matters of supply of essential commodities at reasonable prices to all employees, have been implemented in Tripura.	It has not yet been possible to be implemented.
2. Names of the Tea Gardens who failed to supply rice at subsidised rates ;	2. At present almost all the Tea Estates are paying Cash Subsidy in lieu of supply of rice due to inadequate stock of rice.
3. Whether arrangement has been made to supply mustared oil, pulses, cloth and salt etc. to Tea Garden labourer at fixed price ?	3. No such arrangement has been made at present.

UNSTARRED QUESTION NO. 223
by Sri **Nripendra Chakraborty:** M. L. A.

Question	Reply
1. Whether any Advisory Board has been constituted recently under	

Question	Reply
Rule 54 of Tripura Plantations Labour Rules, 1954 ;	1. Yes.
2. If so, the composition of the Board ;	2. ADVISORY BOARD Representatives of the State Government i) Secretary to the Govt. of Tripura, Labour Deptt.— Chairman. ii) Chief Inspector of Plantations, Tripura.— Member. iii) Factory, Inspector, Tripura.— Member. Representatives of the Employers iv) Sri N. C. Majumder, Hony. Secretary, Tripura Tea Association.— Member. v) Sri Bijoy Datta, Secretary, Mantala Tea Co., Ltd.— Member.

Question	Reply
	vi) Sri B. C Bhattacharjee, Special Officer, Pearacherra Tea Estate— Member.
	Representatives of the Employees
	vii) Sri Tarit Mohan Das Gupta, President, Tripura Cha Mazdoor Union.— Member.
	viii) Sri Amarendra Chakraborty, General Secretary, Tripura Cha Mazdoor Union.— Member
	ix) Sri Nirode Baran Das, Asstt. Secretary, Tripura Tea Employees' Union. — Member.
3. Whether all the Registered Trade Unions working among the Tea Garden workers have been represented in the Committee ;	3. No.
4. if not, names of the Trade Unions not represented and reasons for exclusion of these representations ?	4. Tripura Cha Sramik Union. The said Union has been excluded as it does not represent the majority of the tea garden labourers and employees.

UNSTARRED QUESTION NO. 228
by **Sri Nripendra Chakraborty,** M.L A.

Question.	Reply.
1. Total number of migrant families in Tripura Rehabilitation Camps upto 31-6-65 ;	548 families.
2. What facilities are offered to the migrants in camps, in matters of cash dole, clothing, blankets,. warm-clothings, supply of essential articles, utensils, milk, marriage and Sradh grants, accommodation, water supply, sanitation, medical care and education etc ;	Amount of monthly cash dole varies from Rs. 30/. to Rs. 70/- per month ; clothings inclnding blankets etc. @ Rs. 16/- adult and Rs. 8/- per minor in a year. Marriage grant Rs. 200/- in each case. Sradh and cremation charges Rs. 35/- in each case. Milk powder 2 oz. per head per day for ailing members and children. Medical facilities are given through the dispensaries adjacent to different camps.
3. A Camp-wise break-up of the amount of money spent during last one year in offering these facilities to the migrants ?	Camp-wise break-up of the amount spent during the last one year in offering these facilities to the migrants is not maintained. The

Question	Reply
	amount spent for the purpose during the last one year is as follows :—

(i) Cash dole Rs. 10,13,079·43p.

(ii) Medical facilities i. e. purchase of medicines, Rs. 10,000·00

(iii) Sradh & cremation charges, Rs. 3,810·00

(iv) Clothings including blankets both cotton and woollen, Rs. 1,12,589·22p.

(v) Milk Powder is being given out of the quota of U. S. Aid programme.

UNSTARRED QUESTION NO. 229

by Sri Nripendra Chakraborty, M.L.A.

Question	Reply
1. Total amount of financial assistance given to the migrant families who secured agricul-	

Question	Reply
tural land by exchanging their properties with the properties of muslims who have gone to Pakistan ;	Rs. 3,18,000/- as loan for purchase of bullocks,

2. A Sub-Divisional-wise break-up of that sum :
3. Total number of migrants benefitted in each Sub-Division :

		Amount of loan	Families benefitted
Sonamura	—	81,000/-	270
Dharmanagat	—	4,200/-	14
Belonia	—	62,400/-	208
Sabroom	—	6,000/-	20
Khowai	—	50,100/-	167
Udaipur	—	1,14,300/-	381
		Rs.3,18,000/-	1,060

Question	Reply
4. Whether this assistance is adequate ;	Yes.
5. Whether the Govt. has any plan for resettlement of such migrants who are petty traders, artisans etc. in trades, business, professions etc. as is being done in Assam.	A proposal for giving hand-loom and yarn as loan to some skilled weavers has been sent to the Govt. of India, Ministry of Rehabilitation, which is still under consideration.

UNSTARRED QUESTION NO. 230
by Sri **Nripendra Chakraborty,** M.L.A.

Question	Reply
(1) Whether the Government or the Rehabilitation Finance Corporation provided any assistance to organise medium-sized industries for providing jobs to new migrants ;	(1) No.
(2) if so, the details thereof:	(2) Does not arise.
(3) whether the Rehabilitation Industries Corporation is running any industrial unit in Tripura ;	(3) Yes,
(4) if so, the number of D. Ps provided with jobs in these industrial units ?	(4) 70 displaced persons are kept engaged during the working season.

UNSTARRED QUESTION NO. 231
by Sri Nripendra Chakravarti, M. L. A.

Question	Answer
(1) Whether any unit of the Rastriya Bikas Dal (National Development Crops) has been formed in Tripura with the able-bodied male migrants residing in camps ;	On Paksh (200 Sahkaris) of four Tolies (consisting of 50 Sakharis in each Toli) of Rashtriya Vikas Dal is proposed to be formed in Tripura with the able-bodied male migrants residing in Camps.
(2) if so, the number of migrants recruited ;	50 Sahkaris have since been recruited.
(3) what are the facilities given to the members of the Dal in matters of remuneration, leave and leave-travel concession, savings fund and gratuity and care of the family, basic or vocational training etc. ; & (4) what are the development works in which the Dal is to be employed ?	— Copy of the Annexure—I of the scheme showing the facilities given to Dal is appended thereto.

UNSTARRED QUESTION NO, 233
by Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A.

(1) Names of the industrial establishments, the employees of which will be entitled to get bonus, in accordance with the provisions of the recent ordinance giving effect to the modified recommendations of the Bonus Commission ;

(1) Vide list attached.

(2) What steps are being taken to see that the bonus is paid early ;

(2) Necessary steps are being taken for proper implementation of the Ordinance.

(3) Total number of employees who are likely to be benefitted ?

(3) 9,000 (approx.)

NAMES OF INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS, THE EMPLOYEES OF WHICH WILL BE ENTITLED TO GET THE BENEFIT OF BONUS

1.	Harishnagar	Tea Estate
2.	Mekhlipara	,, ,,
3.	Nripendranagar	,, ,,
4.	Adarini	,, ,,

5.	Harendrunagar	Tea Estate
6.	Durgabari	,, ,,
7.	Benodini	,, ,,
8.	Luxmilonga	,, ,,
9.	Tufanialonga	,, ,,
10.	Fatikcherra	,, ,,
11.	Copalnagar	,, ,,
12.	Kalkalia (N)	,, ,,
13.	Kalkalia (S)	,, ,,
14.	Mohanpur	,, ,,
15.	Kalacherra	,, ,,
16.	Mantala	,, ,,
17.	Meghlibundh	,, ,,
18.	Krishnanpur	,, ,,
19.	Shimnacherra	,, ,,
20.	Brahamakunda	,, ,,
21.	Ramdurlabhpur	,, ,,
22.	Mahabir	,, ,,
23.	Garadtilla	,, ,,
24.	Darangtilla	,, ,,
25.	Khowai	,, ,,
26.	Kalayanpur	,, ,,
27.	Lilagarh	,, ,,
28.	Ludhua	,, ,,
29.	Devasthal	,, ,,
30.	Hiracherra	,, ,,
31.	Sonamukhi	,, ,,
32.	Nottingcherra	,, ,,
33.	Jagannathpur,	,, ,,
34.	Golokpur	,, ,,

35. Halaicherra Tea Estate
36. Sarojini ,, ,,
37. Kalishasan ,, ,,
38. Rang Rung ,, ,,
39. Sova ,, ,,
40. Manuvalley ,, ,,
41. Murticherra ,, ,,
42. Huplongcherra ,, ,,
43. Dharmanagar ,, ,,
44. Maheshpur ,, ,,
45. Sarala ,, ,,
46. Brajendranagar ,, ,,
47. Pearacherra ,, ,,
48. Ranibari ,, ,,
49. Madhusudhan ,, ,,
50. Bhuturia Brothers Cotton & Ginning Factory
51. Dharmanagar Brick Kiln.
52. Tripura Spun Pipe Co.
53. Chandana Bidi Factory.

UNSTARRED QUESTION NO. 234
by Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A.

Question	Reply
(1) The names of the Industrial establishments who did not fulfil the statutory requirements in respect of welfare amenities such	

Question	Reply
as provision of latrines, uninals, first-aid appliances, canteens, rest rooms etc;	All industrial establishments partially fulfil the statutory requirements in respect of welfare amenities as provided in the Factories Act, 1948.
(2) What steps have been taken against such establishments ;	Does not arise.
(3) What are the non-statutory welfare measures adopted by the industrial establishments of Tripura for their employees ;	No non-statutory welfare measure was adopted by the industrial establishments for their employees.
{4) Whether these measures are adequate ?	Does not arise in view of (3) above.

UNSTARRED QUESTION NO. 236
by **Shri Nripendra Chakraborty**, M.L.A

Question.	Reply.	
1. Total number of workers grievances,- both individual and collective recorded by the Labour Officer of Tripura during last one year ;	1. a) Individual	68
	b) Collective	38
	Total	106

Question.	Reply.
(2) the nature of these grievances ;	2. a) Non-payment of wages and allowances. b) Strike & Lock-out, c) Retrenchment, d) Non-implementation of various labour laws etc.
(3) in how many cases, these grievances could be redressed ;	3. 38
(4) what steps are taken to redress these grievances ?	4. Steps are taken to persuade the parties concerned to come to an amicable settlement through conciliation proceedings, arbitrations etc.

UNSTARRED QUESTION NO. 237

By **Shri Nripendra Chakraborty**, M. L. A.

Question	Reply
1. Number of cases recorded in the Labour Office against contractors who did not implement Fair wages clause and the P. W. D. contractors Labour Regulations	

Question.	Reply
which included model rules for employment, and, which form part of agreement entered into by the P. W. D. authorities and the Contractors ,	1. No such case has been recorded in the Labour Office.
2. Names of the contractors against whom such cases have been recorded by employees ;	2. Does not arise.
3. steps taken against such contractors ?	3. Does not arise.

UNSTARRED QUESTION No. 268

By **Shri Birchandra Debbarma**, M. L. A.

Question	Reply
1. Total number of seats reserved for Scheduled caste and Tribe in the Panchayet election so far held ;	Panchayat Elections are so for held in 10 C. D Blocks. The total number of seats reserved for scheduled caste and scheduled tribe is 703, and 2283 respectively in respect of 9 C. D. Blocks. The materials in respect of Mohanpur Block are not yet received.

Question	Reply
2. And, their Sub-Division wise break up ?	The Panchayat Elections in this Territory are held Block-wise and not Sub-Division wise. The Block-wise break up available with us is indicated below :—

Name of Block :	Scheduled Caste :	Scheduled Tribe :
Bishalgarh	112	274
Belonia (Bagafa)	67	303
Udaipur	36	277
Sonamura	95	107
Jirania	55	334
Teliamura	72	413
Panisagar	63	45
Selama	147	249
Khowai	56	281
	703	2283

STARRED QUESTION NO. 282
by Shri **Atiqul Islam**, M.L.A.

Question.	Reply.
(1) Whether attention of the Government has been drawn to the news published in the 'Rudra Bina' (weekly) dated the 30th July, 1965 under the head line—'সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের অভিযান'	(1) Yes.
(2) Whether the said inquiry has been completed ;	(2) No.
(3) if so, what is the report of that inquiry ?	(3) Does not arise,

UNSTARRED QUESTION NO. 287
by **Shri Atiqul Islam**, M.L.A.

Question.	Reply.
1. Whether the attention of the Govt. has been drawn to the news published in	

Question	Reply
"Nagarik" (Weekly) on the 17th & 24th November, 1965 under headline. "আমলা তন্ত্রের নাগেপাশে পঞ্চায়েত রাজ্বে নাভিশ্বাস"	Yes
2. if so, whether the matter has been enquired into and,	The matter is being looked into.
3. what is the report of that inquiry ?	Does not arise in view of item (3) above

UNSTARRED QUESTION No. 304

By Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

Question	Reply
1. Whether any objection was raised by the Accountant General, Assam in their local audit in connection with the purchase	

Question.	Reply.
of certain kinds of 'bhaswa' for Ayurvedic Dispensary, Agartala for the period of 1960—61, 1961—62 and 1962—63.	Resident Auditor raised an objection in connection with the purchase of certain kinds of bhaswa for the period of 1960—61. No other objections relating to purchase of bhaswa were raised for the period of 1961—62 and 1962 63.
2. If so, what are these objection ?	Objection raised due to non-acceptance of lowest quotation in some cases.

UNSTARRED QUESTION NO, 310

By Shri Hemanta Deb, M. L. A.

১। খয়েরপুর মৃৎশিল্প সমবায় সমিতিকে কত টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে ;	1. Nill (কিছুই না)
২। বর্ত্তমানে উক্ত সমবায় সমিতি কি অবস্থায় আছে ;	2. Does not arise. (প্রশ্ন উঠে না)

Question	Reply
৩। সমিতির সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে, সমিতির পক্ষ হইতে সরকার কোন অভিযোগপত্র পাইয়াছেন কি না ;	3. Does not arise. (প্রশ্ন উঠে না)
৪। পাইয়া থাকিলে উক্ত অভিযোগপত্র তদন্ত করা হইয়াছে কি না ;	4. Does not arise. (প্রশ্ন উঠে না)
৫। তদন্তে কি প্রকাশ পাইয়াছে ?	5. Does not arise. (প্রশ্ন উঠে না)

UNSTARRED QUESTION NO. 313
by **Shri Atiqul Islam**, M. L. A.

Question.	Reply.
1. Whether any private compauy has submitted a scheme to start a Jute Mill in Tripura ;	1. Yes.
2. if so, whether any letter of contract has been	

Question	Reply
issued asking the applicant to fullfil certain conditions ;	
3. if so, what are these conditions ;	2. & 3. A letter of Intent has been issued by Government of India on 19. 2. 65 for six months in favour of the applicant subject to the following conditions : (a) that arrangement for import of machinery being made to the satisfaction of Government. (b) they should discuss the scheme with the Jute Commissioner, Govt. of India and finalise requirements of both imported and indigenous machinery.
4. whether the applicant has fulfilled the conddition ;	4. The validity of the letter of Intent has since been extended for a period of another six months.
5. if so, when the work of the mill is expected to be started ?	5. This can be started only after the licence is issued by the Govt. of India.

ANNEXURE "I"

SCHEME OF THE RASHTRIYA VIKAS DAL

CONSTITUTION

The RASHTRIYA VIKAS DAL will consist of a number of KHANDS. Each KHAND will have 1000 SAHKARIs excluding supervisory and other staff. A start will be made with 3 (three) KHANDs. One to be located in Madhya Pradesh (near Mana, District Raipur), one in Assam (Matia near Goalpara) and the third in Tripura (near Agartala).

2. A KHAND (1000 Sahkaris) will consist of five PAKSHES ; and a PAKSH (200 Sahkaris) of four TOLIES. Each TOLI (50 Sahkaris) will be headed by a NAYAK ; each PAKSH by an ADHIKARI ; and each KHAND by a SANCHALAK. The DAL will be commended by the DALPATI, who will also function as the head of the Directorate of the Rashtriya Vikas Dal.

FUNCTIONS AND DEPLOYMENT.

3. The DAL will be engaged in rehabilitation and development works on operations like road building, jungle clearance, building of townships, land reclamation, soil conservation, tank excavation etc. The DAL will provide labour to intending employers. The Sahkaris will normally be deployed on work in

PAKSHES (i. e. in groups of 200 Sahkaris) because it would be difficult to make adequate arrangements at work sites for numerous small groups. When a PAKSH moves to a work site, the Sanchalak will arrange to send with it the necessary tentage, cooking utensils, rations, equipment, stores, etc. If labour is required near the KHAND Headquarters, it may be made available in numbers smaller than a full PAKSH.

4. The DAL will have skilled workers also. Every PAKSH of 200 Sahkaris may iuclude upto 40 "semi-skilled" and/or "skilled" Sahkaris.

RECRUITMENT AND BASIC TRAINING.

5. The recruitment of Sahkeris will be made on a voluntary basis from amongst able-bodied male inmates of relief/transit camps. It will be open to a migrant to join or not to join the DAL. Those who wish to join the DAL, will apply to the Camp Commandant of the camp. The recruits will be within the age-group of 18-45 years and physically fit to undertake manual work. The Medical Officer Incharge of the Camp will conduct a medical examination of those who offer themselves for recruitment. A recruiting team may, if necessary, visit the Camps to make selections. Particulars of those who are considered fit. will be furnished to the nearest KHAND SANCHALAK who will call up the volunteers in suitable batches for training and subsequent enrolment.

6. On being called up, all recruits will be given a basic training for 2 months. This will consist of :—

P. T. and route march ;
Drill, and training in self-defence ;
Map reading ,
Basic Education which will include ;

(i) The 3 Rs-Reading, writing and Arithmetic.

(ii) Personal hygiene ;

(iii) Camp hygiene ;

(iv) Discipline—general, in barracks, in canteen, in trains etc. ;

(v) Organisation of the Rashtriya Vikas Dal, its role in the development of the country and in the resettlement of migrants from East Pakistan ;

(vi) Emotional intigration the essential unity of the country ;

(vii) Care of kit and stores ;

(viii) General knowledge and rudiments of Civil Administration , and

(ix) Duties of a citizen.

After this training, all recruits (except those accepted for vocational training and referred to in the next paragraphs) will be, formally enrolled as Sahkaris. An agreement will be executed by them undertaking to abide by the discipline of the DAL ; to serve anywhere in India , and to serve the DAL for a period of 3 years. This period may be extended ; but the

Sahkaris will be free to leave the DAL after this period if they so desired. No Sahkari will,however, be retained in the DAL after attaining the age of 50 years.

VOCATIONAL TRAINING.

7. Those among the recruits who wish to receive training in a vocational trade will be encouraged to do so, provided, in the opinion of the Sanchalak, they posses the basic knowledge and aptitude required for the trade. Training may be given in trades like bricklaying, carpentry, blacksmithy, plumbing, road building, etc. This arrangements for training will be made by the Sanchalak. This training will be for a period of 2 to 4 months depending on the trade. On completion of training, the recruits will be formally enrolled as "semi-skilled" or "skilled" Sahkaris, depending on the extent of skill acquired by them. Like the unskilled Sahkaris, they also will execute an agreement undertaking to abide by the discipline of the DAL to serve it for a period of 3 years anywhere in India.

WAGES FOR SAHKARIS.

8. The Sahkaris will be paid salaries according to the prescribed scales. Efforts will be made to ensure continuous availability of work. During the periods of unavoidable idleness when no work is provided to the Sahkaris, remuneration at a slightly reduced scale will be paid. Full salaries will be paid to the Sahkaris during illness and periods of authorized leave.

The prescribed scales of remuneiarion are as under :—

	During basic training	During Vocational training	During work or while on authorised leave.	During period of "no work"
	1.	2.	3.	4.
			(In rupess per month)	
Unskilled Sahkaris	60	—	80	60
Semi-skilled ,,	60	90	105	90
Skilled ,,	60	90	130	90

(Explanaiion : If the total period of "no work" is less than 7 days in a month, this period will be ignored and the normal wages as for working days will be paid).

INCENTIVE SCHEME.

9. A group incentive scheme will be introduced to enable the Sahkaris to earn more than the normal remuneration. To earn this, the out put of work should be more than the prescribed normal, and the additional payment will be related to this additional out put. The incentive payment to any Toli will be upto a maximum of Rs. 750/- per month for unskilled Sahkaris and Rs. 1,000/- per month for semi-killed Sahkaris and Rs. 1,250/- per month for skilled Sahkaris. The incentive payments will be shared equally by the Sahkaris of the Toli. Thus the Sahkaris may earn up

to Rs. 15/-, 20/- or Rs. 25/- per month in addition to their normal wages, depending on whether they are "skilled", "semi-skilled" or "un-skilled". For implementanation of this scheme, a Toli may be divided into convenient smaller groups of, say, the Sahkaris each and the norms of output and scales of incentive payments may be laid down for such groups.

OTHER FACILITIES.

10. The Sahkaris will be provided with free accommodation and uniform. The scale of uniform will be laid down by the DALPATI in consultation with Government from time to time. Cheap and wholesome food will be arranged for the Sakharis. For this, a charge of Rs. 20/- per month per head will be made. The services of dhobies, barbers, sweepers, etc. will be provided free. Arrangements for free medical attendance will also be made. Even at work sites, basic education and training will be imparted to the Sakharis for about an hour per day.

11. A sum of Rs. 5/- will be deducted per month from the wages of the Sakhari and credited to his Personal Savings Fund which will be maintained at the KHAND Head quarters. For this purpose a Saving Fund account may be opened in the name of each Sahkari in the Post Office after abtaining a written authorisation from him. At the time of discharge on completion of his term, the Sahkari will be paid the accumulated balance in his Fund account

with interest. If the Sahkari's performance and conduct have been good throughout his term, a gratuity at the rate of Rs. 5/- per month for the period of his service may also be paid to him at the time of his discharge from the DAI..

12. Every Sahkari will be required to indicate the monthly remittance of money which he wishes to make out of his remuneration, for the maintenance of his family. While the amount indicated by him will depend, among other things, on his probable monthly earnings, it will not, however, be less than the following :-

In the case of a Sahkari with one dependent. Rs. 30/- p.m.

In the case of a Sahkari with to or three dependents. Rs. 40/- p.m.

In the case of a Sahkari with more than 3 dependents. Rs. 50/- p.m.

The Sanchalak will ensure that the payments to the families of Sahkaries are actually effected during the first week of each month, so that the families of Sahkaries are not put to any inconvenience.

13. Any amount left to the credit of the Sahkari after payment of food charges, remittance to family

and payment of monthly deposit in the savings fund, will be paid to the Sahkari in full or in part, as desired by him. Any deficit in a particular month may be adjusted against remunerations of subsequent month (s). The balance left at his credit, if any, will be paid to him on demand when he goes on leave or when he is discharged.

14. The members of the DAL will also be given annual leave of 30 days with pay, in two spells of 15 days each. They will be given leave travel concessions to enable them to visit their families at the rate of half the 3rd Class railway fare to and from the Camp in which the family of Sahkari resides.

15. Every Sahkari will be required to nominate and authorise one of the adult member of his family to receive monthly allotment of his family remittance and any other amount at his credit. The nomination will be accepted by the Sanchalak and kept in his safe custody.

16. The families of the Sahkaris will continue to stay in the camps for the duration of the Sahkaris' service with the DAL. Their children will be given free education and facilities for vocational training.

17. On satisfactory completion of his term, a

Sahkari will be eligible for the grant of a house building loan at a concessional rate of interest, to enable him to have his own house. Efforts will be made to provide him with agricultural land. Preference will be given to him in the matter of securing employment under Government or elsewhere.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

November 17, 1965.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 17th November, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty-two members.

Mr. Speaker :—I take up the first item in the list of buisiness. Question. Starred Question. I would call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২১।

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১।

প্রশ্ন	উত্তর
১। গোলাঘাটি সদর দক্ষিণের বহুদিনের পুরান বাজার প্রতি বৎসর বুড়িগাঙের ভাঙণের মুখে বাজারটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। এই বাজার রক্ষা কিংবা স্থানান্তরের কোন পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের আছে কিনা ;	১। হ্যাঁ, অন্যান্য বাজার সহ আলোচ্য বাজারের উন্নয়ন সম্পর্কে পরিকল্পনা আছে।
২। নদীর ভাঙণের মুখে বাজারের যে সমস্ত ছোট ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন তাহাদের ক্ষতিপূরণ কিংবা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?	২। সাহায্যের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ দোকানদারদের নিকট হইতে কোন আবেদনপত্র পাওয়া যায় নাই। তদহেতু এই সম্পর্কে সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সরকারের পরিকল্পনায় যে স্থানান্তরের কথা আছে তা কোথায় হবে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি স্থানান্তরের কথা বলিনি। আমি উত্তরে বলেছি অন্যান্য বাজার সহ আলোচ্য বাজারের উন্নয়ন সম্পর্কে পরিকল্পনা আছে এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সাবডিভিশন্যাল অফিসারদের কাছে বলে পাঠানো হয়েছে যে কোন্ কোন্ বাজার সম্পর্কে উন্নয়নমূলক কাজ করা দরকার সে সম্পর্কে প্রপোজাল পাঠাবার জন্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি বাজারটা স্থানান্তরের জন্য স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোন রিপ্রেজেন্টেশান দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইরকম রিপ্রেজেন্টেশান এসেছে কিনা আমার জানা নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— বাজারের জন্য স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোন ল্যাণ্ড অফার করা হয়েছে কিনা?

শ্রীবি, দাস ঃ— সেই সম্বন্ধেও আমার জানা নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কাজ কতদিন পরে হবে?

শ্রীবি, দাস ঃ— আমরা সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছি এবং সাবডিভিশনাল অফিসারদের কাছে সেই প্রস্তাব চেয়ে পাঠানো হয়েছে। যখনি আসবে তখনি কাজ আরম্ভ হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— বাজারটা ইমিডিয়েট রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি না?

শ্রীবি, দাস ঃ— সেখান থেকে এই রকম কোন প্রস্তাব এখনও আসেনি। অফিসারদের নির্দ্দেশ দিয়েছি এবং সেখান থেকে কোন প্রস্তাব এলে পরেই সেই প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করে দেখব।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :— Question No. 148.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 148.

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is a fact that there is one specialist Kabiraj in Ayurvedic Dispensary, Agartala.	Yes, there is an Honorary Specialist Ayurvedic Kabiraj.
2. If so, what is his function;	He attends patients in the Dispensary twice a week for specified period.
3. What are the Ayurvedic qualification required to be a specialist Kabiraj;	Should have highest degree or diploma in Ayurvedic medicine with long experience in the system.
4. Whether the specialist Kabiraj of the Ayurvedic Dispensary Agartala has the requisite Ayurvedic qualification to be a Specialist Kabiraj?	Yes.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আমাদের যে স্পেসিয়েলিষ্ট কবিরাজ আছেন তাঁর একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান হচ্ছে এম, এ, এস, এফ, বৈদ্য শিরোমনি, বৈদ্য বাচস্পতি, ব্যাকরণতীর্থ, সাংখ্যতীর্থ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে তিনি যে কতগুলি উপাধি পড়লেন সেগুলি উপাধি, টাইটেল বা কোন ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী না ডিপ্লোমা, সেগুলি কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— ডিপ্লোমা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— কোনগুলি ডিগ্রী আর কোনগুলি ডিপ্লোমা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পাবেন কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— এম, এ, এস, এফ যেটা সেটা হচ্ছে Member of Ayurvedic State Faculty. বৈদ্যশিরোমণি, হচ্ছে ডিপ্লোমা, বৈদ্য বাচস্পতি, সেটাও ডিপ্লোমা, ব্যাকরণতীর্থ এবং সাংখ্যতীর্থ সেও ডিপ্লোমা অন্য ইনষ্টিটিউশনের সংস্কৃতের ব্যাপারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এইগুলি কি আয়ুর্বেদিক কোয়ালিফিকেশান না সংস্কৃত কোয়ালিফিকেশান ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আয়ুর্বেদিক কোয়ালিফিকেশনও বটে। আমি এখানে একটা কথা বলে নিতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে—কবিরাজী চিকিৎসা বেশীরভাগই সংস্কৃতে আমাদের চলছে এবং সংস্কৃতে যাদের বেশী উপাধি থাকবে ওনারাই সেটা ভালরকম করতে পারবেন এই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্যি নয় যে এম, এ, এস, এফ, এবং বৈদ্য শিবোমণি শুধু এইটাই মাত্র আয়ুর্বেদিক ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী, অন্য যেগুলি পড়লেন সেগুলি আয়ুর্বেদিক কোয়ালিফিকেশন নয়, সেগুলি কতগুলি উপাধি—সংস্কৃত উপাধি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বৈদ্য বাচস্পতিটা আয়ুর্বেদিক উপাধি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে আমাদের যে স্পেসিয়ালিষ্ট কবিরাজ তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কোন দিক দিয়ে স্পেশালাইজড ?

শ্রীবি, দাস ঃ— উনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে স্পেশালাইজড।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন, বর্তমানে আয়ুর্বেদিক ডিস্পেন্সারীতে যে কবিরাজ আছেন তার যে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান এবং এখন যিনি নাকি স্পেশ্যালিষ্ট কবিরাজ তার যে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান, তার মধ্যে তফাত কি ?

শ্রীবি, দাস :—এই দুয়ের মধ্যে তফাত আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আমাদের আয়ুর্বেদিক ডিস্পেন্সারীতে যে কবিরাজ আছেন তিনি হচ্ছেন এম, এস, এ, এফ, বৈদ্য শিরোমণি। আর তিনি হচ্ছেন বৈদ্য শিরোমণি এবং বৈদ্য বাচস্পতি। এ'ছাড়া তিনি সংস্কৃতে উপাধি পেয়েছেন এবং তার কাজের অভিজ্ঞতাও বেশী।

শ্রীআতিকুল ইসলাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন, স্পেশ্যালিস্ট কবিরাজ যিনি তার এক্সপিরিয়েন্সী ক'বৎসরের এবং এখন যে কবিরাজ ডিস্পেন্সারীতে আছেন তার এক্স-

পিরিয়েন্স ক'বৎসরের ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে স্পেশ্যালিস্ট কবিরাজ তার নাম রেজিস্টার্ড হয়েছে ইন্ দি ইয়ার ১৯৩৯, আর যিনি নাকি আয়ুর্বেদিক ডিস্পেন্সারীতে আছেন তিনি নাম রেজিষ্ট্রি করেছেন ইন্ দি ইয়ার ১৯৪১,

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাস :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, এটা কি সত্য নয়, যে সনে আয়ুর্বেদিক ডিস্পেন্সারির কবিরাজ ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে পাশ করে আসেন ঠিক সেই সনেই স্পেশ্যালিস্ট কবিরাজ যিনি তিনিও পাশ করে আসেন ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একথা সত্য কিন্তু বৈদ্য শিরোমণি যে উপাধিটা, এটা তিনি নিয়েছিলেন ১৯৩১ সনে এবং স্টেট্ ফ্যাকাল্টিতে ১৯৩৯'এ কবিরাজ হিসাবে নাম রেজিষ্ট্রী করেছেন।

শ্রীকরুনাময় নাথ চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, এই স্পেশ্যালিস্ট কবিরাজ, যেদিন হতে তিনি এই পদে আছেন সেদিন হতেই কি তিনি অবৈতনিক আছেন ?

শ্রীবি, দাস :—হাঁ, সেদিন থেকেই তিনি অবৈতনিক আছেন।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, তিনি স্পেশ্যালিস্ট কবিরাজ হিসাবে কবে, কোন ইয়ারে এপয়েন্টমেণ্ট পেয়েছেন বলতে পারেন কি ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্যটি এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা কি সত্য নয় যে ১৯৬২'তে অর্থাৎ টি, টি, সি'র আমলে তাকে স্পেশ্যালিস্ট কবিরাজ হিসাবে এপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটু আগে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেয়ে আমি বলেছিলাম যে 'এই তথ্যটি এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই, তবে তিনি যখন বলেছেন হয়ত বা তাই হতে পারে।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, এটা কি সত্য নয়, যিনি এখন স্পেশ্যালিস্ট কবিরাজ, তিনি সুপারভাইজিং কবিরাজ অব্ দি আয়ুর্বেদিক সেণ্টার হিসাবে, আয়ুর্বেদিক ম্যানুফ্যাক্চারিং সেণ্টার সুপারভাইজ করেছেন ?

শ্রীবি, দাস :—হাঁ, তিনি সুপারভাইজ করেছেন সেখানে।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, এটা কি সত্য নয়, এই দুটি এপয়েন্টমেণ্ট আলাদা আলাদা ভাবে, আলাদা আলাদা সনে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তা হতে পারে, কিন্তু সেখানে তিনি অনারারী সার্ভিস দিচ্ছেন।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, দুইটি এপয়েন্টমেণ্ট আলাদা আলাদা ভাবে দেওয়া দোষ হয়নি, কিন্তু দুইটি টি, এ, তাকে দেওয়া হচ্ছে সেটা কি সত্য নয় ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথাটা সত্য নয়। সুপারভাইজিং কবিরাজ হিসাবে তিনি ম্যানুফেক্চারিং সেণ্টার'এ কাজ করেছেন এবং স্পেশ্যালিস্ট কবিরাজ হিসাবে তিনি সপ্তাহে দুইদিন ডিস্পেন্সারীতে আসেন, এই দুইটি কাজের জন্য তাকে একসাথে

টি, এ, দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—দুইটি এপয়েন্টমেণ্ট আলাদা আলাদা ভাবে দুইটি সনে দেওয়া হয়েছে, কাজেই দুইটি টি, এ, কি করে এক সাথে হয়? যখন তাকে সুপারভাইজিং কবিরাজ হিসাবে এপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়, তখনই তার এপয়েন্টমেণ্ট লেটারে টি, এ, হিসাবে ৫০৲ টাকার একটা উল্লেখ করা হয়েছে। এবং যখন নাকি স্পেশ্যালিস্ট কবিরাজ হিসাবে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় সেখানেও আরেকটা ৫০৲ টি, এ, হিসাবে গ্র্যান্ট করা হয়েছে। দুইটি এপয়েন্টমেণ্ট লেটারে ৫০ টাকা, ৫০ টাকা করে দেখিয়ে দুইটি টি, এ, তাকে দেওয়ার কথা হয়েছে এবং এইভাবে দুইটি এপয়েন্টমেণ্ট লেটার তার নামে ইস্যু করা হয়েছে, এটা কি সত্য নয়?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবে আমি আগেই বলেছি যে কবে এপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে সেই তথ্যটি এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। আমি তাঁর কথার উপর বেসিস করেই বলেছিলাম ১৯৬২'তে যদি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তাই বোধ হয় হয়েছে। তবে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, তাকে টি, এ, হিসাবে ১০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন, যখন তাকে স্পেশ্যালিষ্ট কবিরাজ হিসাবে এপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয় তখন তাকে টি, এ, কত দেওয়ার কথা ছিল?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবে আমি আগেই বলেছি যে তাকে এপয়েন্টমেন্ট কবে দেওয়া হয়েছে এই তথ্যটি এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। সুতরাং এখন আমি এ' সম্পর্কে বলতে পারছিনা। তবে তিনি বলেছেন যে ১৯৬২'তে তাকে এপয়েন্ট-মেন্ট দেওয়া হয়েছে, তা যদি আমি ধরে নেই, তাহলে আমি শুধু এইটুকু জানি যে তাকে দুইটি কাজের জন্য আমরা ১০০ টাকা মাস্থলি টি, এ, হিসাবে দিচ্ছি।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন, যখন নাকি তাকে স্পেশ্যালিষ্ট কবিরাজ হিসাবে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় তখন তার এপয়েন্টমেন্ট লেটারে টী, এ, হিসাবে কত টাকা দেওয়ার কথা সেখানে হয়েছিল?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আবারও বলতে চাই যে সেই তথ্যটি এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। কিন্তু তিনি বলেছেন বলেই আমি এটা ধরে নিয়েছিলাম এবং তার উপর আমি কথা বলেছিলাম।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, তাকে টি, এ, হিসাবে কত করে দেওয়ার কথা ছিল, সেটা যে ইয়ারেই হউক না কেন। যখন নাকি তাকে স্পেশ্যালিষ্ট হিসাবে এপয়েন্টমেন্ট দেই, তখন তাকে টি, এ, কত করে দেওয়ার কথা হয়েছিল?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এপয়েন্টমেন্ট তাকে কখন দেওয়া হয়েছিল সে তথ্যটি আমার কাছে নেই সেই কথাটা আমি বারবারই বলছি। শুধু আমি এইটুকু বলতে চাই যে টি, এ, ১০০ টাকা করে তাকে মাস্থলি দেওয়া হচ্ছে।

Mr, Speaker :— Now I would call on Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—119

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 119

QUESTION	ANSWER
a) Whether the black-topping of Agartala—Simna Road will be extended from the 15 miles post to 28 miles post during 65—66.	a) No.
b) Whether the black-topping of Agartala—Simna Road for 15 miles has been completed.	b) No
c) If not the reason thereof.	c) Due to derth of materials.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলবেন, কত সালে এই ১৫ মাইলের কাজটা দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীবি, দাস :—আই ডিম্যান্ড় নোটিশ ।

শ্রীপি, দাস গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, কি বলবেন যে এই রাস্তায় ১৫ মাইলের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ কাজ এখনও হয়নি—ইনকম্প্লীট রয়েছে, এটা সত্য কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—এই প্রশ্নের উপর আমি আগেই বলেছি, যে ১৫ মাইলের কথা এখানে বলা হয়েছে সেটুকু কম্প্লীট হয়নি ।

শ্রীপি, দাসগুপ্ত :—আমার বক্তব্য হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে, সেখানে শতকরা ৫০ ভাগ কাজ এখনও কম্প্লীট হয়নি ।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফিফ্‌টি পারসেন্ট কাজ কম্প্লীট নাও হতে পারে । কারণ সেখানে ওয়ান্ট অব্‌ মেটেরিয়েল্‌স এবং ওয়ান্ট অব্‌ স্টোন চীপ্‌স ।

Mr. Speaker :—His question is that whether it has been completed at least half ?

Shri M. L. Bhowmik :—It may be that 50% has been completed.

শ্রীপি, দাস, গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলবেন যে, এক্সিকিউটিভ ইন্‌জিনীয়ার'এর সাথে একটা বিল সংক্রান্ত গোলমাল হওয়ার দরুণই এই কাজ ইনকম্প্লীট পড়ে আছে, কন্ট্রাক্টার কাজ করছেন না, এটা সত্য কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্যাট ইজ নট এ' ফ্যাক্ট । মেটেরিয়েল্‌সের অভাবে কাজ অগ্রসর হচ্ছেনা ।

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এই অ্যাস্যুরেন্স দিতে পারেন কি যে এই রাস্তার কাজটা সত্বরই শেষ হবে ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টোন চীপ পেলে পরেই এবং আদার মেটেরিয়েল্‌স যেগুলি আছে সেগুলি পেলে পরেই কাজ শুরু হবে এবং সেটা কম্প্লীট করার জন্য

যথাসাধ্য আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলবেন, এই রাস্তার ষ্টোন চীপ পাওয়ার জন্য কোন চেষ্টা ডিপার্টমেন্ট করেছেন কিনা ইতিমধ্যে ?

শ্রীবি, দাস :—ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে বরাবরই চেষ্টা আছে।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—143

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 143.

QUESTION	REPLIES
a) When the Govt. took up plan to construct Dharmanagar Tilthai Road ;	a) During the 2nd 5 year plan.
b) When the work commenced;	b) In the year 1959-60.
c) What is the reason for non-completion of the work uptill now;	c) The work as per estimate is complete except for portion from M. P. O to M 2/3F which could not be completed for non-availability of land.
d) Is there any money allotted in the budget for the year 1965—66 for the completion of the road ;	d) Yes,
e) If not, what are the reasons for the same ;	e) Does not arise,
f) When the road is expected to be completed.	f) Expected to be completed during the current financial year,

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে জায়গায় রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে, সেই সমস্ত জায়গায় পুল হয়েছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্যটি আমার কাছে নেই, আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই রাস্তার জন্য কত টাকা স্যাংশান হয়েছিল এবং কত খরচ হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই রাস্তার জন্য বর্তমানে নন্‌এভেইলেবিলিট অব্ ল্যাণ্ড যদি হয়ে থাকে তাহলে একটা রাস্তা সেখানে কি করে প্রস্তুত হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে রাস্তা তৈরী হয়েছে except for portion from M. P. O to M 2/3 F, এইটুকু আমাদের কম্প্লীট হয়নি, বাকিটুকু কম্প্লীট হয়েছে।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে জিরো মাইল থেকে যেটুকু পোরশানের কথা তিনি বললেন সেটুকুর দখল কবে নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, জমি দখল নেওয়ার পর হতে আজ পর্যন্ত কি পরিমাণ কাজ এখানে হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি নোটিস ডিম্যাণ্ড করেছিলাম, কাজেই এটার উত্তর একই হবে এইটুকুই আমি বলছি।

Mr. Speaker :—Shri Hlura Aung Mag.

Shri Hlura Aung Mag :—Question No. 252

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Qusstion No. 252.

QUESTION.	REPLY.
Belonia Sub-division.	
a) Is there any contemplation of Govt. for the construction of a road from Santirbazar U. S. road to Lowgang Bazar ;	No.
B) If not, what is the reasons there of ?	Lowgang bazar is connected with U. S. road by road from Bataga.

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে সাপ্তাহিক লাউগাং বাজার করার জন্য উদয়পুর, অমরপুর, বীরচন্দ্রপুর ইত্যাদি জায়গা থেকে, উত্তরাঞ্চল হতে ২/৩ শ' গরুবাছুর নিয়ে ৪/৫ শ' লোক এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তা হতেও পারে।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে এই রাস্তাটি মহারাজার আমল থেকে উত্তরাঞ্চল থেকে বিলোনীয়া যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা ছিল ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বেতাগা থেকে লাউগাং বাজার পর্য্যন্ত একটা রাস্তা আছে এবং বেতাগা বজারটি হচ্ছে ইউ, এস, রোডের উপর। সেখান থেকে লাউগাং বাজার পর্য্যন্ত একটা রাস্তা আছে এবং শান্তির বাজার ও বেতাগা বাজার ইউ, এস, রোডের উপর অবস্থিত। কাজেই শান্তির বাজার থেকে লাউগাং বাজার পর্য্যন্ত আলাদা একটা রাস্তা করতে যাওয়ার প্রশ্নটা কি করে মাননীয় সদস্য তুলেছেন বুঝতে পারলাম না। কারণ বেতাগা বাজার থেকে আমাদের অলরেডি একটা রাস্তা আছে লাউগাং বাজার পর্য্যন্ত এবং সেটা ইউ, এস, রোডের উপর অবস্থিত এবং সেটা কানেকটেড উইথ শান্তির বাজার। সেটুকুই আমাদের জানা আছে। সেজন্য এখন আমাদের কোন

পরিকল্পনা নেই।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— শান্তির বাজার থেকে লাউগাং বাজার কতটুকু দূরত্ব এটা জানেন কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ?

শ্রীবি, দাস ঃ— শান্তির বাজার টু লাউগাং বাজার ভায়া বেতাগা যদি যেতে হয় এবং শান্তির বাজার থেকে লাউগাং বাজারের যে দূরত্ব তা এই দুটোর মধ্যে হাফ এ মাইল ডিফারেন্স।

শ্রীলুড়া আং মগ— একথা সত্যি নয় (সকলের হাস্য)। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে শান্তির বাজার থেকে বেতাগা হল তিন মাইল ব্যবধান, আর বেতাগা থেকে লাউগাং হল দেড় মাইল ব্যবধান এবং শান্তির বাজার ইউ, এস, রোড থেকে মাত্র দুই মাইল ব্যবধান, এই কথা সত্যি কিনা ? এই যে দূরত্বটা এটা সত্যি কি না, শান্তির বাজার থেকে লাউগাং মাত্র দুই মাইল এবং শান্তির বাজার থেকে ইউ এস রোড তিন মাইল এবং বেতাগা থেকে লাউগাং বাজার হল দেড় মাইল, এটা সত্যি কি না ?

শ্রীরাজপ্রসাদ চৌধুরী ঃ— দেড় মাইল নয়, শান্তির বাজার লাউগাং থেকে তিন মাইল।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— শান্তির বাজার থেকে বেতাগা বাজার কতদূর ?

শ্রীরাজপ্রসাদ চৌধুরী ঃ— এটা তো তিন মাইল।

(হাস্য)

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খুব খুশীর আওয়াজ এখান থেকে উঠল। আমি কেবল এই কথাটাই বর্ত্তমানে বলতে চাই যে শান্তির বাজার টু বেতাগা সেটা হল প্রায় আড়াই মাইল। আর বেতাগা থেকে লাউগাং সেটা দেড় মাইল। তার মানে ৪ মাইলের মত। আর শান্তির বাজার টু লাউগাং সেটা হচ্ছে তিন থেকে সাড়ে তিন মাইল। কাজেই হাফ এ মাইল আমি ঠিকই বলেছি।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা স্বীকার করবেন কি যে লাউগাং বাজারটা হল বিলোনীয়া অঞ্চলের গরুবাছুরের একমাত্র সাপ্তাহিক বাজার ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা হতেও পারে। অস্বীকার করবার কোন যুক্তি আমি দেখছি না।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ—এই লাউগাং বাজার করার জন্য অমরপুর, উদয়পুর থেকে শত শত গরুবাছুর নিয়ে শান্তিরবাজার ইউ এস রোড হয়ে লাউগাং বাজার এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে এবং প্রত্যহ এই রাস্তা দিয়ে ৪/৫ শত লোক যাতায়াত করে বিলোনীয়া অফিস করার জন্য ইই কথা সত্যি কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আমি স্বীকার করছি। আগেই এই প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি তা হতেও পারে।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ—যদি এই কথা স্বীকার করে থাকেন তাহলে এই রাস্তা করা উচিত মনে করেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি যে শান্তিরবাজার টু লাউগাংবাজার এই রাস্তা করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ আমাদের নেই।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ—আমার কথা হল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রয়োজন বোধ করেন কিনা

এই রাস্তা করার, সেটা আমার প্রশ্ন।

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছি যে আপাততঃ এই ধরণের কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—২৫৭

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টারড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৭।

QUESTION	ANSWER
1. Whether construction of Sonainadi Minor Irrigation Scheme near Kanchanmala has been completed ?	Yes.
2. If not, the reasons there of ?	Does not arise.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই সোনাই নদীর উপর যে কাঞ্চমালার কাছে মাইনর ইরিগেশান স্কীম হয়েছে তার দুই দিক দিয়েই নদীটা ভেঙে গিয়েছে মাঝখানে যে কন্‌স্ট্রাক্‌শন হয়েছে সেটা মাঝখানে পড়ে ভেঙে তার যে ফেলা রয়েছে সেটা দুই দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পিচীং ওয়ার্ক হচ্ছে, আপস্ট্রীম এবং ডাউন স্ট্রীম দুই দিক থেকেই। আপস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রীম অর্থাত এই যে ষ্ট্রাকচার তার দুই দিকেই পীচীংওয়ার্ক হচ্ছে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—এখন যে ওয়ার্কটা চলছে এটা কি কম্‌প্লিশান বাইরের ওয়ার্ক, না কম্‌প্লিশান ভিতরের ওয়ার্ক ?

Shri M. L. Bhowmik :— This is additional work for this structure,

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—এই যে ইরিগেশন স্কীমটা এটা ইউটিলাইজেশন এর জন্য যে ওয়ার্ক সেটা কি তার কন্‌সট্রাকশন ওয়ার্কের বাইরে ? অ্যাডিশন্যাল ওয়ার্ক বলতে কি বুঝায় ?

Shri M. L. Bhowmik :— Additional work for improvement of the structure. যাতে আর সেটা ভাঙতে না পারে সে জন্য পীচীং ওয়ার্ক আপস্ট্রীম এবং ডাউন স্ট্রিম করা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন যে বর্ত্তমানে সে স্কীমটা, যেটানাকি কম্‌প্লিট হয়েছে বলে বলা হচ্ছে, এখানে সেটা কি সার্ভিসেবল না আন সার্ভিসেবল্ ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা সার্ভিসেবল্ অবস্থাতেই এসেছে। পীচীং ওয়ার্ক এখন কমপ্লিট হয়েছে। কাজেই আমরা বলতে পারি এটা সার্ভিসেবল্ অবস্থায় এসেছে।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—এখন থেকে কি কৃষকরা জমিতে জল পাবে, না জল পেতে

সুরু করেছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন যদি তারা ডিগিং চ্যানেল করে নেয় তাহলে তারা জল পাবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন যে এই স্কীমে কত একর ল্যাণ্ড বেনিফিট পাওয়ার কথা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ডিমান্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০০।

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০০।

QUESTION	ANSWER
a) Whether the Govt. has any plan to supply electric power in Sabroom Sub-Division,	a) Yes,
b) If it is so, when it will be taken up,	b) During 4th Five Year Plan period.

Mr. Speaker :— No, Supplementary ? Then I would call on Shri Hemanta Deb,

Shri Hemanta Deb :— Question Hon 322,

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Question No, 322,

QUESTION	ANSWER
1, Whether the road passing from Khayerpur to Fodder Production Centre, will be metalled,	No,
2, If so, when the work is likely to be started ?	Does not arise,

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—এই রাস্তা মেটালিং করার প্রয়োজন মনে করেন কি না?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ফডার ডেমনস্ট্রেশান ফার্ম অ্যাট রাধাকিশোরনগর এর যে অ্যাপ্রোচ রোড সেই রোডটা এখনও ভাল কন্ডিশনেই আছে এবং তা দিয়ে কাজ চলছে।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই রাস্তার পুলের কাছে বর্ষাকালে তিন হাত পরিমান জল হয় ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলা শহরের উপরও বর্ষাকালে জল হয়, কাজেই সেখানে জল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে ফডার ডেমনেষ্ট্রেশান সেণ্টার এক্স-টেনশান করার জন্য অনেকখানি জায়গা রিকুইজিশান করা হয়েছে কিন্তু রাস্তার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, তার কারণটা কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাস্তা সেখানে আছে অমি সেটুকু বলেছি এবং সেই রাস্তা দিয়েই কাজ চলছে।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন বর্ষাকালে সেই রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া যেতে পারে কি না ?

শ্রীবি, দাস ঃ— বর্ষার জল যখন দাঁড়িয়ে যায় একটু সাময়িক অসুবিধা হতে পারে।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, যেহেতু ফডার ডেমনেষ্ট্রেশানের কাজকর্ম্ম সব সময় চলছে, সেহেতু সেই রাস্তায় সরকারী কর্মচারী ও অফিসারদের যাতায়াতের প্রয়োজন পরে কিনা এবং তাদের পক্ষে যাতায়াতের অসুবিধা হয় কি না ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবে আমি আগেই বলেছি যে সাময়িক অসুবিধা হয়ত বর্ষাকালে সেখানে হতে পারে।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে সারা বর্ষাকালেই সেখানে যাতায়াতের অসুবিধা হয় ?

শ্রীবি, দাস ঃ— সারা বর্ষাকালে যাতায়াতের অসুবিধা হয় না। সাময়িক সেখানে অসুবিধা হয়ে থাকে।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Aghore Deb Barma again.

Shri Aghore Deb Barma :— Starred Question No. 37

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 37

QUESTION	ANSWER
1. Whether the Govt. is aware of the present condition of the sluice gates constructed for irrigation at Chinchima cherra at Radhanagar and at Rangapani in the village promodenagar north of Bisramganj Bazar.	1. No sluice gate was constructed by the Govt. either on chimchima cherra or on Rangapani Charra & as such the Govt is not aware of any such sluice gates on these two charras.
2. Whether the Govt. has got any new plan for such sluice gates.	2. Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি খবর রাখেন না, চিচিমাছেড়ার উপর

ইরিগেশান স্কীম'এ একটা বাঁধ করা হয়েছিল এবং সেটা সঙ্গে সঙ্গে ডেমেজ্‌ড হয়ে গেছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ঠিকই খবর রাখি, তবে সেখানে স্লুইচ গেট্‌ নেই, মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন হচ্ছে স্লুইচ গেট্‌ আছে কিনা, সেটার উত্তরে আমি বলেছি, কাজেই খবর রাখেন কিনা এই প্রশ্নটা এখানে কি করে এসেছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বুঝতে পারছিনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—রাংগাপানিছেড়ার উপর ইরিগেশান স্কীমে যে বাঁধ করা হয়েছিল সে বাঁধের অবস্থা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ—সেই দুটি জায়গাতেই ডাইভারশান স্কীম থেকে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু due to unprecedented severe havoc and flood সেটা ডেমেজ্‌ড হয়ে যায় এবং সেই জন্য আমরা আবার নূতন করে তার ডিজাইন এন্‌ড এসটিমেট্‌ তৈরী করেছি।

শ্রীআতিকুল্‌ ইস্‌লাম্‌ ঃ—যখন না'কি এই দুইটি বাঁধ তৈরী করা হয়েছে, তখন কি এটা বিবেচনা করা হয়নি যে সেখানে খুব ফ্লাড হতে পারে এবং জলের স্রোত খুব তীব্র হতে পারে এবং তার জন্য বাঁধটা আরও শক্ত করে তৈরী করা প্রয়োজন ?

শ্রীবি, দাস ঃ—আমরা যখন কোন কন্‌ষ্ট্রাকশান করি তখন শক্ত করেই করি, শহরের উপরে যতগুলি কন্‌ষ্ট্রাক্‌শান আমরা করেছি, সবগুলিই শক্ত করেই করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলিও ফ্লাডে নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই সেখানে যে ধরণের ডিজাইন এবং প্ল্যান আমাদের ডাইভারশান স্কীমে ছিল সেই অনুসারেই আমরা কাজ করেছি, কিন্তু ফ্লাডে সেটা ডেমেজ্‌ড হয়ে গেছে। কাজেই সেটা স্বাভাবিক নয়, সেটা একটা কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন, যে বাঁধ ডাইভারশান স্কীমে তৈরী হয়েছিল তাতে গভর্নমেন্টের কত খরচ হয়েছিল ?

শ্রীবি, দাস ঃ—আই ডিম্যান্‌ড নোটিস।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম ঃ—এখন যে নূতন করা হয়েছে তার এস্‌টিমেট কত তা বলতে পারেন কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে ডিজাইন এন্‌ড এস্‌টিমেট ইজ আন্‌ডার প্রিপারেশান।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলবেন যেটা ডেমেজ্‌ড হয়ে গেছে সেটা নূতন করে করার কোন প্ল্যান আছে কিনা সরকারের ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি যে নুতন ডিজাইন এন্‌ড এস্‌টিমেট সেটা আন্‌ডার প্রিপারেশান।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Atiqul Islam,

Shri Atiqul Islam :— 276

Mr. Speaker :— 276

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No, 276

QUESTION	REPLY
1) Whether it is a fact that the pay scale of Amin of the Survey and Settlement Department is lower than the pay scale of Amin in the Forest Department,	1) Yes,
2) If so, the reasons there of ?	2) Pay scales of employees of West Bengal are adopted for employees of this Government. Pay scale of Amins of the Settlement Department of this Government have been revised in conformity with the scalos of Settlement Department of West Bengal,

শ্রীআতিকুল ইসলামঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন যে পে স্কেল রিভিশান করার সময় এটাকি গভার্ণমেন্টের প্রিন্সিপাল ছিলনা যে একটা এমপ্লয়ী এখন যে পে স্কেল পাচ্ছে, রিভিশান করার সময় তার পে স্কেলটা নীচে নেমে যাতে না যায় ? এই ভিত্তিতেই কি ত্রিপুরা গভার্ণমেণ্ট পে স্কেল রিভিশান করেন নি ?

শ্রীবি, দাসঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা তাই করেছি, নীচে নেমে যায়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলামঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন, এখন যারা সার্ভে সেটেলমেণ্ট আমিন আছেন তাদেয় পে স্কেল কত ?

শ্রীবি, দাসঃ—৫৫-৩-১৩০/-ছিল সেটাকে বাড়িয়ে করা হয়েছে-১০০-৩-১৩৬-৪-১৪০/-.

শ্রীআতিকুল ইসলামঃ—ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের আমিনদের পে স্কেল কত, বলতে পারেন কি ?

শ্রীবি, দাসঃ—১২৫-২০১/-

শ্রীআতিকুল ইসলামঃ—একই গভর্ণমেণ্টের আন্ডারে যদি একই ধরণেব আমিন থাকে এবং তাদের পে স্কেল যদি কম বেশী হয়, তাহলে সেটাকে একই পর্য্যায়ে আনা কি উচিত নয় ?

শ্রীবি, দাসঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্বন্ধে একটু বলতে হয়—সার্ভে সেটেলমেণ্টে যে সমস্ত আমিন আছে তাদের পে স্কেলটা ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যে আমিনদের পে স্কেল আছে তার

সঙ্গে অ্যাট পার করে করা হয়েছে, কিন্তু ওয়েষ্ট বেঙ্গলে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে আমিন বলে কিছু নেই, কাজেই ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের আমিনদের পে স্কেলটা এখানকার ক্লেরিকেল পোষ্টের বা অন্যান্য পোষ্টের যে পে স্কেল আছে তার বেসিসে করা হয়েছে। কাজেই একমাত্র উপায় হতে পারে—দুইটিই যদি আমরা সমানে আনতে চাই তাহলে পরে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের যে আমিন তাদের যে বেতনা দেওয়টা হয়েছিল সেটাকে কমিয়ে আনতে হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন যে রিলিফ এণ্ড রিহ্যাবিলিটেশান ডিপার্টমেণ্ট এবং ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে যে সমস্ত আমিন আছে তাদের পে স্কেল, সার্ভে সেটেলমেণ্টের আমিনদের চেয়ে অনেক বেশী। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের এখন যে পে স্কেল দেওয়া হচ্ছে ঠিক সেই পে স্কেলই রিলিফ এবং ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর এক্সপ্লানেশান আমি একটুখানি দিয়েছিলাম যে সার্ভে সেটেলমেণ্টের আমিনদের পে স্কেল ওয়েষ্ট বেঙ্গলের পে স্কেলের সঙ্গে এ্যাট পার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টে, যেমন ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের আমিনের পোষ্ট ওয়েষ্ট বেঙ্গলে নেই, কাজেই সেটা এই ক্যাটাগরির যে অন্যান্য পোষ্ট আছে তার বেসিসে সেটা করা হয়েছে এবং রিলিফ ডিপার্টমেণ্টে বা ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে যদি এই ধরণের পোষ্ট ওয়েষ্ট বেঙ্গলে না থেকে থাকে তাহলে এ'বেসিসে হয়ত করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি মনে করেন না যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের আমিনরা যে কাজ করে, সার্ভে সেটেলমণ্টের আমিনরাও একই ধরণের কাজ করে বা বেশী কাজ করে। কাজেই তাদের পে স্কেলটা উপরে তুলে এনে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের বা রিলিফ বা ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের যে পে স্কেল, তাদের সে পে স্কেলটা দেওয়া উচিত ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সবাই ঠিক ঠিক ভাবে এবং বেশী করে কাজ করবেন সে বিশ্বাস আমরা রাখি এবং সেই বিশ্বাস আমরা আমাদের কর্ম্মচারীর উপর করি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Monoranjan Nath again,

Shri Monoranjan Nath :— 144

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No, 144

QUESTION

a) Name of the owner of the land where the Dak Bunglow was constructed at Dharmanagar Town (Padmapur),

b) Whether the land has been acquisitioned by the Govt.

ANSWER

a) 1) Smti Nirada Debi
2) Shri Brajendra Chandra Nath
3) Smti Kumudini Debi
4) Shri Narendra Nath

b) Total area utilised for this purpose is 1. 75 acres, out of which 0. 80 acre was acquired and the question regarding formal acquisition of the remaining area of 0.95 acre is under consideration.

c) If not, what are the reason ;

c) 0.95 acre has been utilised for construction of the Dak Bungalow pending formal acquisition due to urgency of work.

d) When the land was brought into the possession of the Government and how ?

d) The land was brought under possession of the Government on 19-1-61 by persuasion,

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি যে জায়গাটা এতদিন আগে এ্যাকুইজিশান না করে নেওয়া হল সেটার এতদিন পর্যন্ত কম্‌পেন্‌সেসান দেওয়া হয় নাই কেন ?

শ্রীবি, দাস ঃ—এখন আমরা যে ষ্টেজে এসে পৌছেছি সেটা ফাইনেলাইজেশান অব দি অ্যাকুইজিশান প্রসিডিউর। এই স্টেজে আমরা পৌছেছি এবং আমরা আশা করছি শীঘ্রই সেটা দিয়ে দেব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি এত দেরী হবার কারণটা কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ—অ্যাকুইজিশান প্রসিডিংস গুলি করতে যেয়ে খানিকটা দেরী হয়ে গিয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, একটা পোর্শন অ্যাকুইজিশান করতে কতদিন লেগেছিল ?

শ্রীবি, দাস ঃ—সরকারের তরফ থেকে বরাবরেই চেষ্টা করা হয় যাতে সত্বর করা যায়। অনেক সময় নানা কারণে হয়ত বা একটু দেরী হতেও পারে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—আমি এই প্রশ্ন করি নাই। আমি বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে একটা পোর্শন অ্যাকুইজিশান করেছেন, আর একটা পোর্শান অ্যাকুইজিশান করেন নাই। যে পোর্শানটা অ্যাকুইজিশান করেছেন তা করতে কয়দিন লেগেছিল ?

শ্রীবি, দাস :—কয়দিন লেগেছিল এই তথ্যটা আমার কাছে এই মুহূর্তে নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—এই ডাকবাংলোটা কন্‌ষ্ট্রাকশন হয়েছে কতদিন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীবি, দাস :—About two years.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—যে পোর্শানটা অ্যাকুইজিশান হয় নাই সেই পোর্শানটুকু অ্যাকুইজিশনের প্রস্তাব করে এসেছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি আগেই বলেছি ইন দি প্রসেস অব অ্যাকুইজিশান। তার যে প্রসিডিংস সেগুলি ইন দি প্রসেস অব অ্যাকুইজিশান।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—অ্যাকুইজিশনের প্রোপোজালটা কোন তারিখে বের হয়েছে সেই কথাটাই আমি জানতে চেয়েছিলাম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্যটা আমার কাছে নেই, সো আই ডিমান্ড নোটিশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—একুইজিশান কবে ফাইনেলাইজ হবে এইকথা কি বলতে পারেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ?

শ্রীবি, দাস ঃ—আমরা যথা সত্বর ফাইনেলাইজেশনের জন্য চেষ্টা করব এবং আশা করছি উইদিন দিস ইয়ার সেটা আমরা কমপ্লীট করতে পারব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—অ্যাকুইজিশান কি পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে সেই কথাটা বলতে পারেন কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছি ইন দি প্রসেস অব অ্যাকুইজিশান। কতগুলি ষ্টেজ আছে, এক একটা করে ষ্টেজ আমরা এগোচ্ছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—কোন সেক্শনে কোন নোটিশটা হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই তথ্যটা এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রসেস্ জিনিষটা অ্যাকুইজিশনের কি ষ্টেজে আছে এই কথাটাই আমি জানতে চাইছি।

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই তথ্যটা আমার কাছে নেই সেই কথাটাই আমি বলেছি।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে জমি অ্যাকোয়ার করা হয়েছে ডাকবাংলো কি সেই জমির উপর ?

শ্রীবি, দাস ঃ—না সেই জমির উপর হয়নি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে জায়গা অ্যাকুইজিশান করা হয় নাই সেই জায়গাতে ডাকবাংলোটা কি প্রকারে হয়েছিল ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবে বলেছি the land was brought under possession of the Government on 19.1.61 by pursuasion.

শ্রীআতিকুল ইস্লাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে জমিটা অ্যাকোয়ার করা হল তার ক্ষতিপূরণ কি দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—হ্যাঁ, তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন সেই জায়গাটায় এখন কি কাজ কবা হচ্ছে, খালি পড়ে আছে না অন্য কন্স্ট্রাকশন করা হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—সেখানে ডাকবাংলো আছে তার পাশেই সমস্তটা জমি আমরা নিয়েছি। সবশুদ্ধ ১·৭৫ একর আমরা নিয়েছি আর যে জায়গটা অ্যাকোয়ার করা হয়েছে সেটা ডাকবাংলোর পজেশানের মধ্যে আছে।

শ্রীআতিকুল ইস্লাস ঃ—যে জায়গাটা নাকি অ্যাকোয়ার করা হয়েছিল সেই জায়গায় ডাকবাংলো না করে অন্যত্র করা হল, সেই জায়গাতে এখন কি করা হচ্ছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নের জবাবে বলেছি যে জায়গাটা অ্যাকোয়ার করা হয়েছে সেই জায়গাটা ডাকবাংলোর কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। যেখানে ডাকবাংলোর বিল্ডিংটা তৈরী হয়েছে সেই জায়গাটা অ্যাকোয়ার করা হয়নি। বাই পারসুয়েসান সেখানে ডাকবাংলোর

বিল্ডিংটা তৈরী হয়েছে। কিন্তু ডাকবাংলোটার জন্য আরও কতখানি জায়গা চাই। সেজন্য ডাকবাংলোর পারপাসে সমস্ত জায়গাটাই আমাদের দরকার এবং সেখানে ডাকবাংলোর পার-পাসেই সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে ডাকবাংলোর কি পারপাসে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেখানে কি খেলাধূলা করা হয় না শাক সব্জী করা হয়, না কি করা হয়?

শ্রীবি. দাস :—ডাকবাংলোর পারপাসেই করা হয়েছে। এইটুকুই আমি বলতে পারি। সেখানে বাগানও হতে পারে। সেই জমিটাতে খানিকটা লনেরও দরকার হয় ডাকবাংলোর জন্য।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সেটা বলুন না, কি পারপাসে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা সেখানে। যে জায়গাটা আমরা অ্যাকোয়ার করলাম সেই জায়গার পাশে আমরা বিল্ডিংটা করলাম। এখন আমার বিল্ডিং এর সামনেই যদি জায়গাটা থেকে থাকে তাহলে সেই জায়গাটা ডাকবাংলোর কি পারপাসে ব্যবহার করা হচ্ছে?

শ্রীবি, দাস :—সেখানে লন আছে এবং সেখানে বাগান পারপাসেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এটা স্পেসিফিকেলী সেই জায়গাটা এই পারপাসে ব্যবহার করা হচ্ছে। এইকথাটা বলতে পারেন কিনা সেটা আমার জিজ্ঞাস্য।

শ্রীবি, দাস :—লনের বাগান হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কি বাগান করা হচ্ছে? ফুলের বাগান না ফলের বাগান?

শ্রীবি, দাস :—ফুলের বাগানও হয়, ফলের বাগানও হয়। যখন যেটা হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা কি সত্যি নয় যে আজ পর্যন্ত অ্যাকুইজিশনের কোন প্রস্তাবই গেজেটে নোটিফিকিশান হয়নি?

শ্রীমণিন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে অংশটুকুর কথা বলছেন যেটা ০·৭৫ একর সেটা অ্যাকুইজিশনের প্রপোজাল এসেছে এবং প্রথম নোটিশ ইস্যু করার পর জমির মালিক শীঘ্রই নোটিশ পাবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি বলছি যে নোটিশ পাবার আগেই গেজেট নোটিফিকিশন হয়। কিন্তু গেজেট নোটিফিকেশন আজ পর্যন্ত হয় নাই।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—গেজেট নোটিফিকেশন শীঘ্রই হবে।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে ১৭।১।৬১ সালে যে জমি নেওয়া হয়েছে এখন ১৯৬৫ সালে সেই জমির দর কত হবে?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—বর্তমান বাজার দরে দেওয়া হবে।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :—৬১ সাল হতে ৬৫ সাল পর্যন্ত জমির দরের যে আকাশ পাতাল প্রভেদ হয়েছে তার জন্য এই ক্ষতি কে বহন করবে?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে পোর্শনটা এখন অ্যাকুইজিশান করা হবে সেই পোর্শনটা বর্তমান বাজার দরে দেওয়া হবে। মূল্য বাজার দর

অনুযায়ী দেওয়া হবে।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী ঃ—অ্যাকুইজিশান নোটিশ যথা সময়ে না হওয়ার জন্য এই ৫ বছরে যে ক্ষতি হবে সেই ক্ষতিপূরণটা যারা কাজ করেননি তারা করবে, না জনসাধারণ করবে?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাকটসের প্রভিশন অনুযায়ী মালিকের যে জমি আমরা কাজে লাগাইনা তার জন্য তাকে ইন্টারেস্ট দেওয়া হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ১৯৬১ সালে আমরা যেটা পজেশান নিলাম তার অ্যাকুইজিশান নোটিশ ১৯৬৫ সালে দেওয়া হয়েছে কেন? তার অ্যাকোয়ার করার জন্য যে নোটিফিকেশান সেটা এখন দেওয়া হচ্ছে কেন? গেজেট নোটিফিকেশন? আমরা কি তা জবর দখল করেছি?

শ্রীবি, দাস ঃ— বাই পারস্যুয়েসান।

শ্রীআতিকুল ইসমাল ঃ—বাই পারস্যুয়েশান যদি হয়ে থাকে তাহলে নোটিফিকেশানের কথা আসে কেন?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অরিজিন্যালী, এই জায়গাটার একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড বলতে হবে। অরিজিন্যালী এই জায়গাটা পি, ডব্লিউ, ডি, র গোডাউন করার জন্য অ্যাকোয়ার করা হয়েছিল। তার পরবর্তী সময়ে যখন এটা পি, ডব্লিউ, ডি, র গোডাউনের প্রস্তাব উইথড্র করা হল এবং ডাকবাংলো করা যখন স্থির হল তখন যে জায়গাতে পি, ডব্লিউ, ডি, র গোডাউন করার কথা ছিল সেই জায়গাটা ডাকবাংলোর পক্ষে স্যুটেবল্ হয় না। কাজেই ০'৯৫ একর এই জায়গাটাতে বিল্ডিংটা করা হল এবং যখন করা হয় তখন জমির মালিককে পারস্যুয়েড করেই তার জায়গাটা নেওয়া হয়। তাকে ডিউলী কমপেন্সেসান দেওয়া হবে এই কথা বলেই। কারণ তখন আরজেণ্টওয়ার্ক ছিল, ডাকবাংলো সেখানে তৈরী করা দরকার। সেজন্য তাড়াতাড়ি ওর থেকে জায়গাটা অনুরোধ করে নেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছে যে তাকে কমপেন্সেসান দেওয়া হবে। এই হচ্ছে অবস্থাটা। সেজন্যই দেরী হওয়ার কারণ। সাইট চেঞ্জ করতে হয়েছিল।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসের পর থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে যত জমি পারস্যুয়েশনে নেওয়া হয়েছে, আর কোথায়ও এইরকম আমাদের ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশনের প্রসিডিংস বাকী আছে কি?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হ্বাট ইজ নট রিলেটেড উইথ দিস কোয়েশ্চান আই থিংক।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই যে ডাকবাংলো সেই ডাকবাংলোতে যারা বর্তমানে মাঝে মাঝে গিয়ে বাস করেন, তারা ভাড়া দেন কি?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা মাননীয় সদস্যের জানা থাকা উচিত বলে মনে করি। যারা ডাকবাংলো ব্যবহার করবেন তাদের আইন অনুসারেই ভাড়া

দিতে হয়।

শ্রীকরুনাময় নাথ চৌধুরী :— যে ক্ষেত্রে ভাড়া আদায় হয় সেক্ষেত্রে যিনি জমির মালিক তিনি যদি জমির ক্ষতিপূরণ না পান তাহলে এটা প্রশ্নের বিষয় বলেই প্রশ্ন করা হয়েছে। কাজেই আমার প্রশ্ন হল যে এই যে জমি, যে জমি ১৯৬১ সালে নেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে রিলেটিভলি আসছে যে আর কত জমি পারম্যুয়েশানে নেওয়া হয়েছে এবং সেই সমস্ত জমিরও কি আমরা ক্ষতিপূরণ দেইনি বা আমরা নোটীশ দেইনি ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই প্রশ্নের উত্তর আমি পাই নি।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্বেই বলেছি যে এই প্রশ্নটা মাননীয় সদস্যের অরিজিন্যাল কোয়েশ্চানের সংগে রিলেটেড নয়।

Mr. Speaker :— Then you are not prepared to reply this, you may say so.

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই প্রশ্নের উত্তর এখন দিতে সক্ষম নই।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :— এই ডাক বাঙলোর টোট্যাল এষ্টিমেট কত ছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— আই ডিম্যাণ্ড নোটীশ।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, জমির মালিককে যখন জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তখন ১৯৬১ সালের বাজার দরে দেওয়া হবে—না ১৯৬৫ সালের বাজার দরে দেওয়া হবে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছি যে বর্তমান বাজার দরে তাকে কমপেনসেশান দেওয়া হবে।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে ইতিপূর্বে প্রশ্ন করেছিলাম যে, এই যে ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দরের ব্যতিক্রম হবে অর্থাৎ হাজার হাজার টাকা বেশকম হয়ে যাবে তার ক্ষতিপূরণ কে করবে, আমি কিন্তু তার উত্তর এখনও পাইনি।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Hlura Aung Mag.

Shri Hlura Aung Mag :— Question No. 255.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 255.

QUESTION	ANSWER
1. It there is any proposal for connstruction of buildings for Baikhora & Kalashi S. B. School in the current Year ?	1. Yes.
2. If not, why ?	2. Does not arise.

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই স্কুলের কাজ এই বছরে আরম্ভ হবে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ— Its plan and estimate is under preparation, এটা শেষ হলে পরেই কাজ শুরু হবে।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— কত টাকা এই স্কুলের জন্য মঞ্জুর হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— আই ডিম্যাণ্ড নোটীশ।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Hemanta Deb.

Shri Hemanta Deb :— 323.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 323

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is a fact that the bridge over river Ghoramara, on the road leading from Eastern side of Ranir Bazar towards Kamargkora has been in damaged condition for last few years and due to this, the people are experiencing much inconvenience	1) Public Works Department is not aware of any such bridge over the river Ghoramara.
2. Is there any scheme of this Govt for constructing the said bridge a new.	2] No.
3. If that be so, when the work for construction of the said bridge will be started ?	3] Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা বাংলায় করা হয়েছে, ডিপার্টমেণ্ট থেকে হয়ত উত্তরটা ইংরেজীতে পাঠাতে পারেন, কিন্তু হাউসে উত্তরটা বাংলায় পড়লে পরে যিনি প্রশ্নকর্ত্তা তার পক্ষে বুঝতে সুবিধা হয়, তা ছাড়া আমরা হাউসে বাংলা ভাষার বিল পাশ যেখানে করলাম—

Mr, Speaker :— There should not be a bar, Minister is quite entitled to reply in english. English has not been replaiced by Bengali, you mind there is an option. Yes, next.

tion of privilege. The question is that, "Shri Ramcharan Deb Barma, M. L. A., was arrested under section 302 of I. P. C. and was kept in jail hajat as undertrial prisoner. He applied for higher classification to the authority concerned but the authority turned a deaf ear to it. Section 16(3) of Government of Union Territories Act, 1963 has provided certain powers and privileges and immunities to the members of this Assembly. But Ramcharan Deb Barma having been classified as an ordinary under-trial prisoner was deprived of the powers and privileges and immunities extended in his case under the aforesaid section of the said Act which is actual reproduction of article 194 (3) of the Consitution of India. This is according to me a breach of rights and privileges and immunities of members. A member whose question of social status is undisputable, is entitled to get classfication".

I have referred it to the Committee on Privileges for examination, investigation and report under rule 141 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Assembly.

I have received a notice from Shri Birchandra Deb Barma, M. L. A. wishing to raise a question of breach of privilege. I have given my consent to raise the question of breach of privilege under the notice submitted by Shri Birchandra Deb Barma.

I would now call on Shri Birchandra Deb Barma, M. L. A., to raise his question of privilege.

Shri Birchandra Deb Barma :— Hon'ble Speaker Sir, I wish to raise under rule 135 of the Rules of Procedure of Tripura Territorial Legislative Assembly the following question of breach of privilege against the Editor, 'Tripura', a weekly newspaper published from Agartala in the news published in its issue dated the 14th July, 1965 under the caption বিধানসভার বর্ষা অধিবেশন। The news in the question released a report of the proceedings of the Assembly continued from the 9th July, 1965. The report writes—বহু অবান্তর প্রশ্নের অবতারনা করিতেছেন, বিরোধীপক্ষের কতকগুলি প্রশ্ন যেমন উদ্দেশ্যহীন, তেমনি লাগাম ছাড়া হওয়ায় প্রশ্ন কর্ত্তাদের বোকামি জাহির হইয়াছে। etc. All the questions are breach of privilege of the House, and the Members and also of the Speakr. The relating issue of publication of "Tripura" is also enclosed herewith in original.

Mr. Speaker :— You may say something in support of this ?

Shri Birchandra Deb Barma :— Hon'ble Speaker Sir, আমাদের Assembly proceedings এর বাহিরে যে সমস্ত report হবে সেটা Assembly proceedings এর মর্য্যাদা, মেম্বারদের মর্য্যাদা, এটা লক্ষ্য করেই সেই সমস্ত publication হওয়া দরকার, যাতে করে কোন মেম্বার বা House itself, তাদের dignity ক্ষুণ্ণ না হতে পারে। এই রকম কোন publication আমাদের House এর মেম্বারদের যে privilege, তা breach হয় বলে আমি মনে করি। parti-

cularly এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে বহু অবান্তর প্রশ্নের অবতারনা করা হয়। this question was allowed by the Speaker, এখানে Speaker allow করলে সেই সমস্ত প্রশ্ন raise করা হয়। আর যে সমস্ত question Speaker disallow করেন, সেই সকল এখানে অবতারনার কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। কাজেই অবান্তর প্রশ্নের এখানে অবতারনা হতে পারে না। কেন না, all these questions are allowed by the Speaker, কাজেই এর দ্বারা I think this is also a breach of privilege of the Speaker. তারপর মেম্বারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে বিরোধী পক্ষের কতগুলি প্রশ্ন যেমন অবান্তর তেমনি লাগাম ছাড়া হওয়ায় প্রশ্নকর্তাদের বোকামি জাহির হইয়াছে। I think this is also a breach of privilege of the members of the House and also of the House in general, because whatever be the question, it is answered from the Govt. concerned and with the definite intention all these questions are put. কাজেই এই সমস্ত publication সম্পর্কে House এর মর্য্যাদা, এবং সমস্ত স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষা করে, এই সমস্ত publication বাহির করা দরকার। কাজেই আমি মনে করি this publication involved a question of breach of privilege of the House and the members and also of the Speaker. So, I wish to raise this question of breach of privilege on the report published in "Tripura" a weekly newspaper in its issue dated the 14th July 1965, under the caption "বিধান সভার বর্ষাকালীন অধিবেশন"।

Mr. Speaker :— I do refer the matter to the Committee on privileges.

CALLING ATTENTION

Mr, Speaker :— Next item is Calling Attention,

There are three CALLING ATTENTION given notices of by Shri Atiqul Islam, M. L. A., one on 12th and another on 15th November, 1965 and the third one by Shri Hlura Aung Mog, M. L. A., on 16th November, 1965, to which the Minister concerned agreed to make statements to-day the 17th November, 1965,

I would now call on the Hon'ble Minister-incharge to make statement on—

"Scarcity of baby food and steps taken by the Government to meet the situation"—was given notice of by Shri Atiqul Islam, M. L. A.

Shri M, L, Bhowmick :— (Dy, Minister) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাজ্যে baby food এর অভাব ঘটছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে এই অভাব যে শুধু এই রাজ্যে ঘটছে তা নয়, ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও baby food এর অভাব দেখা দিয়েছে। কি কারণে এই baby food এর অভাব দেখা দিল, আমি তার সম্বন্ধে ২। ১টি কথা বলতে চাই। যারা baby food এর manufacturer তাদিগকে

আমাদের সরকার থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল, তারা যেন তাদের supply Quota ত্রিপুরার জন্য বাড়িয়ে দেন, কিন্তু উত্তরে তারা জানিয়েছেন যে বর্ত্তমান সময়ে raw materials এর খুব অভাব এবং এই raw materials of powder milk যা দিয়ে সাধারণতঃ baby food প্রস্তুত হয়ে থাকে, তা বিদেশ থেকে আসে। ভারত সরকার import restriction করে দেওয়ায় ফলে বর্ত্তমানে এই powder milk বা raw meterials বিদেশ থেকে কম পরিমাণে আমদানী হচ্ছে, যার ফলে পুর্বে যে Quota ছিল, এখানকার স্থানীয় distributor দের নিকট যে Quota supply দিতেন, সে সে quata এখনও রয়ে গেছে, অথচ আমাদের demand বেড়ে গেছে। শুধু আমাদের এখানেইনয়, ভারতের সর্ব্বত্র এর demand বেড়ে গেছে। কাজেই supply কমছে অথচ demand দিন দিন বেড়েই চলছে। তারপর এখানকার যারা distributiors আছেন, তারা শুধু dealers দের এই সমস্ত baby food সরবরাহ করে থাকেন, সেই quota holders দিগকে ও আমাদের সরকারী তরফ থেকে consumers রা যাতে ঠিক ভাবে baby food পেতে পারেন, সেজন্য তাদের receipt of supply এবং তাদের distribution টা সম্পর্কে return দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কি পরিমান শিশুখাদ্য তারা ডিস্ট্রীবিউটারদের কাছ থেকে পান এবং কাকে কাকে তারা সরবরাহ করছেন তার রিটার্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশমেমো দেওয়ার জন্য তাদের অনুরোধ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন যে বেবীফুড এটা কন্-ট্রোল্ড কমোডিটি নয়। অতএব যারা কোটা ডিলার্স তারা এই সুযোগে নির্দিষ্ট যে দর তা অনেক ক্ষেত্রেই বাড়িয়েছেন আর সরকার তাদের নিকট থেকে রিটার্ণ চেয়েছিলেন, সেই রিটার্ণও অনেক কোটা ডিলার্স সাবমিট করেন নি। এরপর আমাদের সরকার ম্যানুফেকচারিং কোম্-পানীগুলোকে অনুরোধ করেছিলেন যে যারা এইভাবে সরকারের অনুরোধ উপেক্ষা করেছেন, এটা অনুরোধ বলছি এই জন্য যে দিস ইজ এন একৃজিকিউটিভ অর্ডার এর মধ্যে কোন লিগেল বেয়ারিং নেই, কারণ বেবীফুড কণ্ট্রোলড কমডিটি নয়, যেন তাদের বেবীফুডগুলি এ'সমস্ত যারা কোটা ডিলার্স তাদের সাপ্লাই বন্ধ করে দেন। কারণ যেহেতু তারা সরকারের অনুরোধ উপেক্ষা করেছে, এই জন্য তাদের অনুরোধ করা হয়েছিল তারা যেন তাদের সাপ্লাই টু দি কোটা ডিলস সাস্পেণ্ড করেন। একমাত্র হরলিকস্ কোম্পানী ছাড়া আর কোন ম্যানুফ্যাকচারারই এই অনু-রোধে সাড়া দেন নি। শুধুমাত্র হরলিকস্ কোম্পানী কোটা ডিলার্সদের জন্য নির্দিষ্ট যে কোটা সেই কোটা আমাদের ত্রিপুরা ষ্টেট কনজিউমার্স কো-অপারেটিভকে দিয়ে দিলেন এবং ত্রিপুরা ষ্টেট কন্জিউমার্স কো-অপারেটিভ তাদের জন্য নির্দিষ্ট যে কোটা তার অতিরিক্ত যে কয়জন কোটা ডিলার্স হরলিকস্‌টাকে ডিল করতেন তাদেরটা তারা পেয়ে গেলেন এবং কো-অপারেটিভ কন্জিউমার্স দের নির্দেশ দেওয়া হল তারা যেন এই হরলিকস্ কন্জিউমার্সদিগকে ঠিক ঠিকভাবে ডিস্ট্রীবিউট করেন এবং ক্যাশমেমো যেন দেন নাম সহ, নেম অ্যাণ্ড অ্যাড্রেস সহ। সেইভাবে তারা দিয়ে আসছেন। ত্রিপুরা ষ্টেট কন্জিউমার্স কো-অপারেটিভ ইন অ্যাডিশান টু দেয়ার কোটা যা তারা পাচ্ছেন সেটা তারা কনজিউমাস দিগকে ক্যাশমেমো সহ, নামধাম সহ দিয়ে সেটা তারা ডিস্ট্রীবিউট করছেন। আর তাদের জন্য যেটা নির্দিষ্ট ছিল, যে কোঠা

ত্রিপুরা ষ্টেট কন্‌জিউমার্স কো-অপারেটিভের সেই কোটাগুলি কন্‌জিউমার্স কো-অপারেটিভের যারা মেম্বার্স বা সদস্য তাদেরকে তারা দিচ্ছেন। এই হচ্ছে আমাদের এখানকার বেবীফুডের বর্তমান অবস্থা। কাজেই এই অবস্থাতে এখানে আমাদের বেবীফুডের শর্টেজ দেখা দিতে পারে, এটা স্বাভাবিক। তবে তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য আমাদের সরকার, ভারতসরকারকে মুস্ত করেছেন যেন আমাদের ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে ডি, আই, রুলস্ এর প্রভিশান অনুসারে ক্ষমতা দেন যার বলে তিনি বেবীফুডের যে বিক্রি সেটা নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। আমরা আশা করি আমাদের সরকার এই বিষয়টি যাতে ঠিক ঠিকভাবে বেবীফুড ডিস্ট্রিবিউট হয় সেটার ব্যবস্থা করবেন যদি ভারত সরকার আমাদের যে প্রস্তাব সেটা অনুমোদন করেন।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :—স্যার একটা পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন। ত্রিপুরা কন্‌জিউ-মার্স কো-অপারেটিভ যে হরলিকস্ পায় সেটা তারা শুধু তাদের শেয়ারহোলডারদের কাছে বিক্রি করে আর তার বাইরে যেটা পান সেটা সকলের কাছে ওপেনসেল করা হয়, এইকথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। এখন আমাদের এটা বুঝতে হয় যে তারা এই দুটোকে কি করে ভাগ করেন? কতটুকু পোর্শন তাদের নিজেদের কোটা আর কতটুকু পোর্শন তাদের আলাদা, তারা বিভিন্ন দোকান থেকে পেয়েছেন। আমি যতদূর জানি, আমার কাছে এই খবর এসে পৌঁছেছে যে এ'খানে গেলে যে কেউ যদি হরলিকস্ আনতে যান তাতে তাদের শেয়ারহোলডার ছাড়া আর কাউকে বিক্রি করেন না। ফলে পাবলিকরা অত্যন্ত সাফার করছে। কারণ বাজারেও পাচ্ছে না, এ'খানে গিয়েও যারা শেয়ারহোলডারর্স তাদের ছাড়া অন্যদের কাছে তারা বিক্রি করছে না। তারপর আবার পিটিশন লাগে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কিনা যে এটার জন্য তাঁরা কি ব্যবস্থা করেছেন, শেয়ারহোলডার ছাড়া আর কারো কাছে বিক্রি করবে না এই জাতীয় কোন ইনষ্ট্রাকশন আছে কিনা বা এই যে তারা দুটো কোটা করেছেন, তারা এই দুটো কোটা কিভাবে আলাদা করেন?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বিবৃতিতে পরিস্কারভাবে বলেছি যে অংশট তাদের ইনডিভিজুয়াল হরলিকসের কোটা, এটা তাদের মেম্-বারদের দেয়। আর বাকী যে কোটা তারা ডিলার্সদের কাছ থেকে পেয়েছে সেই অংশটা তারা কন্‌জিউমার্সদের ক্যাশমেমো দিয়ে তাদের নাম এবং ঠিকানা সহ তারা বিক্রি করে। সেইভাবে তারা সরকারের নিকট রিপোর্ট দিচ্ছেন।

Mr. Speaker :—Next subject is death of Manindra Deb, Lecturer, B. K. Institution, Belonia and the manner of his treatment, by Shri Atiqul Islam.

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মনীন্দ্রচন্দ্র দেব, লেকচারার, বি, কে, ইনস্টিটিউশান, বিলোনীয়া, উনি গত ১৭শে অক্টোবর জি, বি, হাসপাতালে কার্ডিয়াক্ রেস্‌পিরেটরি ফেল্যুর এ মারা গিয়েছেন। সেজন্য আমরা দুঃখিত। উনার পরিবারবর্গকে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং গুণমুগ্ধ সবার প্রতি জানাই আমাদের সমবেদনা। গত ১২।১০।৬৫ ইংরাজীতে বিলোনীয়ার এস, ডি, এম, এর কাছে বি, কে ইনষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টার খবর পাঠালেন উনাকে এসে

দেশে যাবার জন্য। এস, ডি, এম, ও, সেখানে এলেন। উনি হোষ্টেলে থাকেন। টীচার্‌ মেস যেটা আছে এবং সেখানে ষ্টুডেন্টস্‌ও আছে। সেখানে এসে উনি সেই প্রেজেন্টের হিস্টরী যতটুকু পেলেন সেটুক হল শ্রীদেবের ফেলো টীচার্স, ফেলো ব্রাদার্স যারা আছে এবং যারা অ্যাটেনডেন্টস্‌ সেখানে ছিলেন তাদের কাছ থেকে তিনি ইতিহাস পেলেন যে গত তিন দিন যাবত তিনি ইনসোমনিয়াতে ভুগছিলেন এবং গত রাত্রিতে উনি রেষ্টলেস ছিলেন, ভায়লেণ্ট এবং অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতেন। ডাক্তারবাবু তাকে একজামিন করলেন। একজামিন করে অ্যাকর্ডিংলী প্রেসক্রিপশান দিলেন। সেই ব্যবস্থা পত্র দেওয়ার পর এটুকু ডাক্তারবাবু বলে গেলেন যে রাত্রিতে উনি ঘুমোন কিনা সেটুকু আমাকে জানাবেন। সেই ব্যবস্থাপত্র দিয়ে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। পর দিন ডাক্তারবাবু কাছে খবর গেল ১৩ তারিখে যে রাত্রিতে উনার ঘুম হয়নি এবং সেই আগেকার মতন উনি ভায়লেণ্ট আছেন। ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে এসেই আবার উনাকে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা করে উনাকে আবার ও'ষধপত্র দিয়ে গেলেন। দিয়ে যাওয়ার পর সেই ও'ষধপত্র ব্যবহার হচ্ছিল এবং ইনষ্ট্রাকশন রইল যে উনার যে ভায়লেণ্ট এবং ইনকোহীয়ারেণ্ট টক্‌ যেটা করছেন এবং রেষ্টলেসনেস্‌ সেটা কি অবস্থায় থাকে সেটা আমাকে জানাবেন। ১৪ তারিখ সকালবেলা উনি এসে খবর পেলেন যে ১৩ তারিখে রাত্রিতে উনার অল্প একটু ঘুম হয়েছিল। কিন্তু ঘুম ভাংগার সাথে সাথে উনি আবার সেই ভায়লেণ্ট হয়ে যান। তখন সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার হেডমাষ্টারবাবু এবং উনার ফেলো টীচার্স এবং আরো যারা ছিলেন বন্ধু বান্ধব এবং অ্যাটেণ্ডেন্টস উনারা এই কথাটা ভাবছিলেন যে এই যে অবস্থাটা, যেভাবে উনি উগ্র হয়ে যান এবং ভায়লেন্ট হন এবং আজেবাজে কথাবার্তা বলছিলেন, গালাগালি করছিলেন তাতে উনারা ভাবলেন যে উনার নিজেরও ক্ষতি করতে পারেন কিংবা অন্যান্য কারো ক্ষতি করতে পারেন। তার পেছনের ইতিহাসটুকু হল এই, এর দুই বছর আগে উনি হঠাৎ একবার মেন্টাল ডিজিজে আক্রান্ত হয়েছিলেন সেই কথাটা উনারা ভাবলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানালেন যে উনাকে একটা সেফ্‌ কাষ্টডিতে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। ডাক্তারবাবু এসে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা করে আবার ঔষধপত্র দিলেন। ১৫ তারিখে সকালে দেখা গেল যে শ্রীদেব আগের দিনের চাইতে একটু শান্ত। সেই উগ্র ভাবটা উনার কেটে গেছে। ১৫ তারিখে উনি সেই ঔষধ দিলেন এবং এইটুকু খবর পেলেন যে ১৪ তারিখে রাত্রিতে উনি ঘুমিয়েছেন এবং ১৫ তারিখ সকাল বেলায়ও প্রচুর ঘুমিয়েছেন। এই কথাটা উনি শুনে সেখানে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে এলেন, ঔষধপত্র দেওয়া হল। ১৬ তারিখে আবার ডাক্তারবাবু গিয়ে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা করে দেখলেন যে না বিশেষ ইমপ্রুভমেণ্ট হয়নি এবং যে হেতু উনি পার্শিয়ালীকাম অ্যাণ্ড কোয়াইট, কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছেন তখন বললেন যে দেখুন ক্লোজ একজামিনেশান এবং প্রপার অ্যাটেনশান এবং নার্সিং এইগুলির জন্য উনাকে আমরা হাসপাতালে অ্যাডমিট করে নিতে চাই এবং তখনি ১৬ তারিখ উনাকে দিলোনীয়া সাব-ডিভিশন্যাল হাসপাতালে নিয়ে রাখা হয় এবং সেখানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়। সেই চিকিৎসার ফলে খুব বেশী রকম ইমপ্রুভমেণ্ট সেখানে দেখা যায়নি। উনি যখন হাসপাতালে এলেন তখন উনি সেমিকম্যাস ষ্টেজে এসেছিলেন।

ইম্প্রুভমেন্ট না দেখে ডাক্তারবাবু ভাবলেন যে স্পেশালিষ্ট ট্রিটমেন্ট দরকার, স্পেশালিষ্টকে কন্সাল্ট করা দরকার। ১৭ তারিখ সকালবেলা উনি সেই শ্রীদেবকে অ্যাম্বুলেন্সে করে জি, বি, হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। জি, বি, হাসপাতালে আসার সাথে সাথে ১৭ তারিখ সেখানে উনাকে একজন স্পেশালিষ্টের ওয়ার্ডে আড্মিশান দেওয়া হয়। সেখানে উনারা উনাকে থরোলী একজামিন করে তাকে প্রেস্ক্রিপশান দেন এবং সেইভাবে ট্রিটমেন্ট চলে। ১৭ তারিখ গেল, ১৮ তারিখ ও এই অবস্থাতেই চলে এবং পেশেন্ট ওয়াজ সেমিকন্সাস্, সেখানে অবস্থা খুবই খারাপের দিকে গেল। ১৯ তারিখ সকালবেলা ডাক্তারবাবু যারা স্পেশালিষ্ট ছিলেন তারা উনাকে এক্জামিন করলেন। উনাদের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সত্বেও ১২-১০ মিনিটে উনি কার্ডিয়া রেস্পিরেটরি ফেল্যুরে মারা গেলেন। উনার রোগটা হয়েছিল অ্যানকেফালাইটিস্ এবং বিলোনীয়ায় যে ডাক্তারবাবু আছে, এস, ডি, এম, ও, উনি যে ট্রিটমেন্ট করেছিলেন এখানে এসে স্পেশালিষ্টরা যে ডায়গ্নসিস করেন সেটা বিলোনীয়ার ডাক্তারবাবুর মতই এবং সেইভাবেই তারা চিকিৎসা করেন কিন্তু সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সত্বেও সেখানে উনাকে শেষ মুহূর্তে বাঁচানো গেল না অ্যানকে-ফালাইটিস্ যে রোগ সেই রোগটা খুবই শক্ত ধরণের এবং তার সার্ভাইভ্যাল রেট খুবই কম, তার মরটেলিটি রেট বরাবরই বেশী। চেষ্টার কোনরকম ক্রটি হয়নি। সেই চেষ্টা সত্বেও তাঁকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখা গেল না। এইটুকুই আমার বক্তব্য।

Mr. Speaker :— I think there is no point to be clarified.

Mr. Speaker :— 3rd subject—'Number of Pak firing at Belonia, Sonamura and Narsingarh, Sadar and measures taken by the Government since September, 1965' by Shri Hlura Aung Mag.

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায়-শুধু ত্রিপুরায় কেন, ভারতের বিভিন্ন সীমান্তে পাকিস্তানের গুলিবর্ষণের ঘটনা এটা নুতন নয়. এটা একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বলে আমরা মনে করছি। আমাদের ত্রিপুরাতে গত সেপ্টেম্বর মাসের থেকে এই পর্য্যন্ত ১৬টি গুলিবর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই ১৬টির মধ্যে ৭টি ক্ষেত্রে আমাদের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তাদের গুলির জবাব' এ গুলিবর্ষণ করেন নি, কারণ তাদের গুলিবর্ষণ বিক্ষিপ্তভাবে হয়েছিল এবং কম পরিমাণে হয়েছিল আর অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের গুলির জবাব আমাদের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দিয়েছেন। তবে সোনামুড়া সীমান্তে ১২টি গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, সদরে দুইটি ঘটনা ঘটেছে, বিলোনীয়াতে দুইটি ঘটনা ঘটেছে, এই পর্য্যন্ত ১৬টী ঘটনা আমাদের সীমান্তে ঘটেছে। আমাদের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, আমাদের সীমান্ত রক্ষার কাজে তারা খুব যোগ্যতা দেখিয়েছেন এবং সীমান্ত রক্ষা ব্যাপারে তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন কাজেই আমরা আশা করব যে পাকিস্তান এর গুলিবর্ষণের প্রয়োজনমত জবাব আমাদের জোয়ানরা দেবেন।

Mr. Speaker :— Then I pass on to the Next Item.—Consideration and adoption of the Report of the Committee on Estimates.

The next business of the House, the First Report of the Committeee on Estimates of the Tripura Legislative Assembly is to be taken into consideration, I would call on Shri Krishnadas Bhattacharjee, Chairman of the

Commitee to move his motion for cosideration of the Report.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble Speaker Sir, I beg to move that the First Report of the Committee on Estimates be taken into cosideration.

Mr. Speaker :— Any Member can speak now.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এষ্টিমেট কমিটির যে রিপোর্ট রাখা হয়েছে, সে রিপোর্টের কোন কোন ইরিগেশন স্কীম এর বাঁধ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে পিপ্‌লস আর নট ইন্টারেষ্টেড। যদিও জিনিষটা এইভাবে আছে, মুলতঃ যে জনসাধারণ জল চায়না, এই সম্পর্কে তাদের উৎসাহ নাই এই হিসাবে রিপোর্ট রাখা হয়েছে সেটা ঠিক বলে আমি মনে করি না। কথা হচ্ছে যে সমস্ত ইরিগেশান পার্পাসে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বাঁধ করার সময় স্থানীয় জনসাধারণের কোনরকম পরামর্শ গ্রাহ্য করা হয়নি। ফলে কি হয়েছে, আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখেছি, যখন আমি একজন এষ্টিমেট কমিটির মেম্বার হিসাবে খোয়াই বাঁধ তদন্ত এর জন্য গিয়েছিলাম এবং ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এবং তেলিয়ামুড়ার বি, ডি, ও আমার সঙ্গে ছিলেন, একটা জায়গায় আমরা গিয়ে দেখি সেটা হচ্ছে মালাছড়া ইরিগেশান স্কীম—বাঁধ করা হয়েছে, বাঁধটি মজবুত সন্দেহ নাই কিন্তু যে পার্পাসে সেই বাঁধ দেওয়া হয়েছে সে পাপ'স সার্ভ হচ্ছেনা, জনসাধারণের কোন উৎসাহ নাই। তার কারণ এই নয় যে জনসাধারণ জল চায়না, এর কারণ হচ্ছে এই বাঁধ যখন করা হয়েছিল এবং স্কীম নেওয়া হয়েছে তখন জনসাধারণ আপত্তি করে কতৃপক্ষের নিকট অনেক দরখাস্ত করেছিল যে বাঁধটি যে জায়গায় করার কথা হয়েছে সে জায়-গায় না করে যদি অল্প একটু উজানে করা হয় তাহলে বিস্তর এলাকায় জল পাওয়া যাবে। যে জমিগুলিকে উদ্দেশ্য করে সেখানে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে সে জমিতে জল পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, বরঞ্চ সেখানে বর্ত্তমানে যে বাঁধ আছে সে বাঁধের অল্প একটু উজানে যে ছড়া আছে সে ছড়ার উপর বাঁধ যদি দেওয়া হত তাহলে এণ্টায়ার প্লটের জন্য জল পাওয়ার সহজ একটা সুবন্দোবস্ত হত, এই ছিল জনসাধারণের অভিযোগ। জনসাধারণের সেই অভিযোগকে, সেই পরামর্শকে গ্রাহ্য করা হয়নি, ইঞ্জিনীয়াররা নিজের ইচ্ছামত বাঁধ করলেন, ফলে বাঁধ যেখানে আছে সেখানেই পড়ে আছে, কাজে লাগান হচ্ছেনা উপরন্তু এই বাঁধের অল্প একটু উজানে ছড়ার উপর কাচ্চা বাঁধ দিয়ে জনসাধারণ জমির মধ্যে জলের প্রয়োজন মিটাচ্ছে, কাজেই সেখানে এই বাঁধ কাজে লাগার কথা নয়, কাজেই সে দিক দিয়ে জনসাধারণের এই বাঁধ সম্পর্কে কোন উৎসাহ নাই। এই বাঁধ সম্পর্কে আরেকটি সাজেশন সংগে সংগে রাখা হয়েছিল যে, যে প্লটে বোরো ধান করার উদ্দেশ্যে বাঁধ করা হয়েছিল সেটা যখন ছড়ার অল্প একটু উজানে কাচ্চা বাঁধ দিয়ে জল পাওয়া যাচ্ছে, সেদিকে ক্যানেল না কেটে তার দক্ষিণ অংশ কেটে দিলে দক্ষিণের অংশের জমিতে জল যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করা যায় এমন একটি দুইটি নয়, অনেকগুলি আছে। যেমন আরেকটা জায়গা আছে খোয়াইর মধ্যে—ইছালিছড়া সেখানেও বাঁধ কমপ্লিট হয়েছে, বাঁধ খুব মজবুত সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু সেখানে কথা হচ্ছে

সেখানকার কৃষক এই বাঁধের জল এখনও পাচ্ছেনা, কারণ একই কথা। যেখানে বাঁধ করা হয়েছে সেখানে যাতে বাঁধ না করা হয় সে সম্পর্কে সেখানকার জনসাধারণও দরখাস্ত করেছিল, কারণ অল্প একটু উজানে বাঁধ দিলে প্রচুর পরিমাণে বেশী সংখ্যক জমির মধ্যে জল সরবরাহ করা সম্ভব ছিল।

Mr. Speaker ;— Was this estimate considered by the Committee on Estimates ?

Shri Aghore Deb Barma—Yes, this was considered. সেখানে লেখাই আছে। এখানে বলা হয়েছে যে ইছালিয়াছেড়া মাইনর ইরিগেশান স্কীম হ্যাজ বীন কম্প্লীটেড এন্ড পারসিয়েলি ইউটিলাইজ্‌ড ইন দি লাষ্ট ইয়ার। এখন এই স্কীম মারফত ৮০ একর জমিতে জল দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যায়—সেখানকার যে ইন্‌জিনীয়ার তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল স্থানীয় কৃষকদের ডেকে যে, গত বছর সেখানে বোরো ফসল করা হয়েছিল কিনা, তার উত্তরে তার বল্ল—কয়েক কানিতে ফসল করা হয়েছিল। সেখানে ৮০ একর জমিতে ফসল করার কথা সেখানে সেটা করা হয়নি। কারণ আমরা যখন সেখানে গিয়েছিলাম তখন দেখতে পেলাম যে বাঁধের মধ্যে জল তোলার কোন ব্যবস্থা সেখানে নাই অর্থাৎ অনেকদিন আগে বাঁধ করা হয়েছে কিন্তু জমির মধ্যে জল তোলার কোন বন্দোবস্ত ছিলনা। সেখানকার প্রত্যেকটি বাঁধের মধ্যে একজন পার্মানেণ্ট এম্প্লয়ী বা স্টাফ সেখানে রাখা হয়েছে, তারা আছে এবং কৃষকদের যখন জলের প্রয়োজন হয় তখন তাদের জল দেওয়ার কথা ; কিন্তু সেখানে ব্যাপার হচ্ছে এই যে বাঁধ যেখানে আছে এই বাঁধের অল্প একটু উজানে—সেখানে ঠিক মালাছড়ার মতই কৃষকরা নিজেদের উদ্যোগে কাচ্চা বাঁধ দিয়ে এন্টায়ার প্লটের মধ্যে জল সরবরাহ' এর ব্যবস্থা করেছে এবং এইভাবে সমগ্র জমির মধ্যে সেখানে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কাজেই বাঁধ ঠিক আছে পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, এই হল অবস্থা। কাজেই একটি দুইটি ঘটনা নয়, অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি জনসাধারণ জল চায় অথচ জল দেওয়ার ব্যবস্থা থাকেনা। আর একটা হল গংগাই হাওর ইরিগেশান স্কীমের মধ্যে বাঁধ আছে। বাঁধ ঠিকই আছে, গত বছর নাকি কিছু বোরো ফসল হয়েছিল বাঁধের জল দিয়ে, কিন্তু এবার একদম শুকনা। তাদের কথা হচ্ছে—সেখানে পার্মানেণ্ট এম্প্লয়ী যিনি আছেন, তার বক্তব্য হচ্ছে উজানে কৃষকরা নিজেদের উদ্যোগে দুই তিনটি কাচ্চা বাঁধ করে রেখেছে, কাজেই ছড়ার মধ্যে জল আসেনা অর্থাৎ ছড়ার উপর বর্তমানে যে বাঁধ, তার দ্বারা জল ক্ষেতের মধ্যে তোলা একেবারেই অসম্ভব, কারণ ছড়ার মধ্যে জল না থাকলে ক্ষেতের মধ্যে জল তোলা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই এই সমস্ত এলাকার মধ্যে বহু কৃষক জল চাইছে কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে তাদের জল দেওয়া হচ্ছেনা, এই হল অবস্থা। কাজেই সামগ্রিকভাবে আমরা আরও দেখেছি, যে পার্পাসে ইরিগেশান স্কীম, বাঁধ ইত্যাদি করেছি করার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ডেমেজ্‌ড হয়ে যায়, যেমন মহারাণীছেড়া, চিচিমাছেড়া এইভাবে আরও অনেকগুলি আছে স্কীমের মধ্যেও গলদ আছে বা কোন কোন ক্ষেত্রে কন্‌ট্রাক্টারদের কাজকর্মের মধ্যেও গলদ আছে। এক জায়গায় তেলিয়ামুড়ার বি, ডি, ও, বলেছিলেন যে কতকগুলি জায়গার মধ্যে এমন ব্যাপার

হয় যেমন মহারাণীছেড়া। সেখানে কন্ট্রাক্টার তার ইচ্ছামত কাজ করেছে, যেটা স্কীমে করার কথা ছিল সেটা করে নি, কাজেই বাঁধ কন্স্ট্রাকশানের সঙ্গে সঙ্গে ভেংগে চুরমার হয়ে যায় এই হল অবস্থা। সামগ্রিকভাবে আমরা যদি দেখি তাহলে বাঁধ করার ক্ষেত্রে, যে সমস্ত জায়গার মধ্যে ইরিগেশান স্কীম—মাইনর ইরিগেশান স্কীমের বাঁধ করা হয়েছে বা যে স্কীম করা হয়েছে, কার্যতঃ আমরা দেখি যে বাঁধ দ্বারা জমির যে সমস্ত অংশ নীচু অর্থাৎ যে সমস্ত জায়গায় বছরের প্রায় সবসময়েই জল থাকে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে জল দেওয়া সম্ভব, উচু জায়গার যে সমস্ত জমি জলের অভাবে সব সময়ে শুকনো থাকে বা জলের অভাবে ফসল নষ্ট হয়, ঐ সমস্ত জমিগুলিতে এই বাঁধের মারফত জল দেওয়ার কোন রকমের সুবিধা নাই কারণ কৃষকরা স্থানীয় প্রথায় চাষবাস করে, তাদের এই ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞতা আছে এই অভিজ্ঞতাগুলি কোনদিন কাজে লাগান হয়না, তাদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয়না, যার ফলে মালাছড়ায় বা চিচিমাছড়ায় যে বাঁধ করা হয়েছে সে বাঁধ, বাঁধই আছে সেখানে জল তোলার কোন ব্যবস্থা হচ্ছেনা এবং সেটা কোন প্রয়োজনেই আসছেনা। কাজেই এদিক দিয়ে আমরা গ্রো মোরফুড পারপাসে এই স্কীমের মধ্যে যে পরিমাণ টাকা খরচ করছি, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই টাকা খরচ করছি, যে ফসল উৎপাদন ব্যাপারে অর্থাৎ জমির মধ্যে জল তোলার ব্যাপারে আমরা যে কৃষকদের খুব সাহায্য করছি তা মনে করার কোন কারণ নাই। আমাদের এষ্টিমেট কমিটির মিটিং' এর মধ্যে এ, ডি, এম (ডেভলাপমেণ্ট) নিজেই একটা মন্তব্য করেছিলেন যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যখন তদন্ত করতে যাওয়া যায় তখন একই কথা শোনা যায় কৃষকদের কাছ থেকে, যেখানে যেখানে বর্তমানে বাঁধ করা হয়েছে, তার অল্প একটু উজানে যদি বাঁধ দেওয়া হত তাহলে পরে এণ্টায়ার প্লটের মধ্যে জল যাওয়ার সুবিধা হত। কিন্তু সবগুলি ক্ষেত্রেই কৃষকদের পরামর্শগুলি অগ্রাহ্য করে ইন্‌জিনীয়ার তার নিজের ইচ্ছামত বাঁধ ইত্যাদি করেছে। আর যে ইছালিয়াছড়ার কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি নিজে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেখান ইন্‌জিনীয়ারের সাথে একজন সুপারভাইজার কিনা আমি জানিনা, তিনিও সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে যেখানে কৃষকরা বর্তমানে কাচ্চা বাঁধ দিয়ে ক্ষেতের মধ্যে জল তুলছে ঐ জায়গা নাকি ওতলা জায়গা কাজেই সেখানে পাকা কন্স্ট্রাকশান—পাকা বাঁধ টিকার সম্ভাবনা নাই, এটা হচ্ছে তাঁদের বক্তব্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে কাচ্চা বাঁধ টিকছে, বছরের পর বছর যদি সেখানে সেটা টিকে থাকে তাহলে পাকা বাঁধ যে কেন টিকবেনা, এই প্রশ্নের জবাব কে দেবে? কাজেই বাঁধ টিকাটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে ক্ষেতের মধ্যে জল তোলা। আমাদের ইন্‌জিনীয়ারদের কন্স্ট্রাকশান যাতে মজবুত হয় এটাই যদি লক্ষ্য হয়ে থাকে আর জল তোলার দিকে যদি লক্ষ্য না থাকে তাহলে বাঁধ অবশ্যই হবে কিন্তু কৃষকরা যথাসময়ে জল পাবেনা। কাজেই এই অবস্থায় গ্রো মোরফুড ব্যাপারে আমরা যে অগ্রসর হতে পারব বা খুব বেশী খাদ্য যে আমরা বাড়াতে পারব, একথা মনে করার কোন কারণ নাই।

আর যারা B. D. O আছেন, তারাও সাধারণভাবে এই বাঁধগুলি দেখাশুনা করতে পারেন। কাজেই এইসব কারণেই এই ক্ষমতাগুলিকে একটা জায়গায় অন্ততঃ কেন্দ্রীভূত করা দরকার অর্থাৎ যে Deptt কে এই দায়িত্বগুলি দিলে আমাদের প্রয়োজনীয় machinery গুলি ঠিক ঠিক

ভাবে চালু করা যাবে, সেইদিক দিয়ে আমাদের নজর দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

আর একটা কথা হচ্ছে, এখানে electricity সম্পর্কে যে Report রাখা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে—আগরতলা সহরে electricity র যে চাহিদা তা মিটানোর মত অবস্থা এখনও হয় নি, অর্থাৎ আগরতলার আনাচে-কানাচে প্রত্যেকটি রাস্তা ও গলির মধ্যে আজকে যদি light এর ব্যবস্থা করতে হয়, তদুপরি যেভাবে Electric Supply Deptt non-comercial basis এ চলছে অর্থাৎ তার লাভ লোকসানের দিক দিয়ে যদি আমরা বিচার বিবেচনা করি, তবে দেখব যে এখন পর্য্যন্ত কেবল খরচের দিকেই চলছে। আমরা Estimate কমিটী-সদস্তরা এই আশা করছি, তারা যেন যেখানে যতটুকু প্রয়োজন সেখানে বাঁধের মারফতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। আর একটা কথা হচ্ছে, যখন আমি ব্যক্তিগত ভাবে Teliamura যাই, সেখানে Irrigation Deptt এর Executive Engineer ও গিয়েছিলেন, তখন B. D. O সাহেব আমার সামনে জিজ্ঞাসা করেন আপনারা তো স্থানীয় লোক যা আমাদের কথাবার্তা শুনেন না। অর্থাৎ এই যে বাঁধটি করা হল তা কে management করবে বা কার directionএ তা চলবে। যেমন এটাতে P. W D. র সে অংশ আছে, তাতে সেই deptt এর staff এরাও আছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে B. D. O. যখন সেখানে জল তুলে দিতে বলবে, তখন তার কথা carry out করা হয় না। এই রকম ব্যাপার প্রায়ই ঘটছে। B. D. O সাহেব তখন Executive Engineer কে অনুরোধ করলেন যে আপনার এই সমস্ত staff কে বলে দিন, আমি যা করতে বলব ওরা যেন আমার আদেশ মত কাজ করেন। এতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে deptt—deptt এ একটা তিক্ততা আছে। যেমন বাঁধটা করলো Irrigation Deptt কিন্তু ফসলের ব্যাপারে Agriculture Deptt দেখাশুনা করবে। যে Electric line করা হচ্ছে, তার মধ্যেও অনেক খরচ। কিন্তু সেখানে নুতন machine এনে তাকে যদি চালু করা হয়, তা সহসা পুরণ হওয়ার কোন কারণ নেই। সেজন্য report এ উল্লেখ করা আছে, যাতে উন্নত ধরণে এই department কে চালু করা হয়, সেইদিকে নজর রাখা খুবই অত্যাবশ্যক। আর শেষের দিক দিয়ে আর একটা কথা আছে রেগুলেটিং মার্কেট সম্পর্কে। এটা আমাদের মাননীয় সদস্য মন্সুর আলী এবং আমি নিজে ত্রিপুরায় যে একটিমাত্র এই ধরণের সেণ্টার আছে সেই বিশালগড়ে তদন্ত করতে গিয়েছিলাম। কারণ এই ডিপার্টমেণ্টকে কেন্দ্র করে তার একটা মস্ত বড় স্কীম আছে। সেই স্কীম হচ্ছে মার্কেট ডেভেলাপমেণ্ট স্কীম। তার মাধ্যমে তারা অনেকগুলি আইটেম রেখেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ হচ্ছে মাত্র ঐ এক জায়গাতে অর্থাৎ বিশালগড়ে। সেখানে যে মার্কেট রেগুলেটিং সেণ্টার তাতে তিনজন লোক আছে। এটার কাজকর্ম্ম আমরা তদন্ত করতে গিয়ে শুধু একটা জিনিষ আমরা দেখতে পেলাম যে অনেক সময় বাজারের মধ্যে মাপ নিয়ে, ওজন নিয়ে যখন ডিস্‌পুট হয় তখন কোন কৃষক রেগুলেটিং মার্কেটের অফিসের মধ্যে গিয়ে ওজন দেয়। তার ওজনের পর তাকে কিছু পয়সাও সেখানে দিতে হয়। কিন্তু আমরা সেখানে হিসাব করে দেখলাম যে খুব বেশী যে তারা ওজন করছে তা নয়। গত এক বৎসর সামান্যই ওজন করা হয়েছে। কাজেই এক কথায় বলতে গেলে এই ডিপার্টমেণ্টকে আমরা

যেভাবে টাকা স্যাংশান করছি যেমন মার্কেট রেগুলেটিং এর ক্ষেত্রে, সেখানে ডিপার্টমেন্ট চালানোর জন্য একজন সুপারিন্টেনডেণ্ড আছেন, তার ষ্টাফ আছে, এইভাবে যে ষ্টাফ রাখা হয়েছে, কার্য্যতঃ তাদের কাজ বলতে কিছুই নেই শুধু ওজন দেওয়া ছাড়া। যদিও অনেকগুলি আইটেম সেখানে আছে তবুও কার্য্যতঃ কাজ বলতে তাদের কিছুই নেই এবং কোনটাই চালু নেই। কাজেই বাস্তবিক পক্ষে কোন কাজ নাই সেকথা বলতেই হবে। কাজেই আমি মনে করি আপাততঃ বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এইভাবে টাকাটা ঐখানে খরচ না করে অন্য কোন খাতে খরচ করলে আমাদের উৎপাদনের শক্তি আরও বাড়তে পারে বা সহায়তা হতে পারে। সেই ভাবে যেন টাকাটা খরচ করা হয়। তার জন্য ঐখানে একটা সুপারিশ রাখা হয়েছে যাতে এটা অন্ততঃ আপাততঃ তুলে দেওয়া হও। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speakar :— No other member ?

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এস্টীমেট কমিটির যে রিপোর্ট আমরা পেয়েছি তার দ্বারা মাইনর ইরিগেশান স্কীমের যে অবস্থা এই সম্পর্কে তাঁরা রিপোর্টে বলেছেন যে একটা গ্লুমি পিক্চার। এর দ্বারা আমরা খুব ভাল পিকচার পাচ্ছিনা, একটা গ্লুমি পিকচারই আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। এটা সত্যই অত্যন্ত উদ্বেগজনক কথা। আমরা চাষের উন্নতি চাই, আমাদের খাদ্যশস্য বৃদ্ধি দরকার। কাজেই মাইনর ইরিগেশন স্কীম হচ্ছে একটা মোষ্ট এসেন্সিয়াল স্কীম যেটা ইউটিলাইজড্ হওয়া দরকার এবং এই সম্পর্কে তার কার্য্যকারিতা যা দেখা যাচ্ছে তাতে অতি সামান্যই জমি উপকৃত হয়েছে, তা হয়েছে কিনা সন্দেহ We have spent near about a huge some of Rs. 6, 87, 699.04. এত টাকা আমরা খরচ করেছি এবং অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে যে ডিফেক্টিভ প্ল্যানিং এর জন্য সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই এইগুলি আমাদের শিক্ষা নিতে হবে অবশ্য এক্সপেনসিভ শিক্ষা। কাজেই টাকা খরচ করে যে শিক্ষা এবং তার জন্য যারা লোকেল জনসাধারণ আছে, তাদের আমরা সব সময়ই বলে এসেছি, তাঁদের কথা নিয়ে, শুনে যারা এক্সপার্ট আছে তাদের নিয়ে দিস শুড বি কো-অরডিনেটেড। কারণ জনসাধারণ যারা তারা অবস্থাটা বুঝে আসছে বহু শতাব্দী, বহু বৎসর ধরে তারা দেখে এসেছে জলটা কিভাবে কখন ফ্লো করে, তার গতি কখন কি হবে। বাইরে থেকে এক্সপার্ট আসলেই হঠাৎ জিনিষটা বুঝতে পারেনা। অবশ্য জনসাধারণের যে অভিমত সেটা এক্সপার্ট দ্বারা যাচাই করে নেওয়া দরকার। দেয়ার শুড বি কো-অরডিনেশন। কিন্তু এই কো-অরডিনেশন না হওয়ার ফলে অনেক সময় গেছে দেখা যায় যে স্কীম ডিফেক্টিভের জন্য, প্ল্যান ডিফেকটিভের জন্য সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেক খানে দেখা গেছে যে যেখানে বাঁধ দেওয়া হয়েছে তার আপার স্ট্রিম যদি বাঁধ দেওয়া যেত সেখানে ইরিগেশান পারপাসটা হত এবং জনসাধারণ—সোফার এজ আই আণ্ডারষ্টেণ্ড, সেখানে কাচ্চা বাঁধ দিয়ে সেখানকার জল তারা ইউটিলাইজ করছে। বাঁধের যে অবস্থা, সরকারী খরচে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেটা পড়েই রয়েছে। জনসাধারণ আপার স্ট্রিমের কাছে বাঁধ দিয়ে সেখানকার জল তারা ইউটিলাইজ করছে। এজ এর এক্জাম্পল, সোনাই নদী সমন্ধে আমি বলেছি। আমার কাঞ্চনমালা ইরিগেশান স্কীম এর যে অবস্থা জানি তা হচ্ছে দুই দিক দিয়ে জল নদী ভেঙ্গে চলে যাচ্ছে। বাঁধের

অবস্থা ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে রয়েছে। দুই দিক দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তার দ্বারা কোন ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না। কাজেই এই জিনিষটা অত্যন্ত সিরিয়াস ব্যাপার এবং এই সম্পর্কে সরকারের সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন বলে আশা করি। কেন না ইরিগেশন স্কীমগুলি আমাদের একান্তভাবে কার্যকারী না হলে ফুড প্রডাকশন বৃদ্ধি করবার আমাদের কোন উপায় নেই। হুইমস্ অব দি নেচারের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের আর কোন প্রত্যন্তর থাকেবে না। তারপর আর একটা জিনিষ, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে কো-অরডিনেশান এর জন্য পি, ডব্লিউ, ডি, বাঁধ দিয়েছে কিন্তু এখন কোন ডিপার্টমেণ্ট সেই বাঁধ নিচ্ছে না, রেস্পনসিবিলিটি নিচ্ছে না। ইট ইজ এ ভেরী সিরিয়াস থিং। কেউ কোন বাঁধের রেস্পনসিবিলিটি নিচ্ছে না। এটা ওয়ার্ক করবে কি করে, কাজ করবে কি করে তা নয়। পি ডব্লিউ, ডি, এর কাজ তারা শেষ করে দিয়েছে। Now who is the department to take responsibility of this scheme ? তার কোন রকম কো-অরডিনেশন নেই। কেউ তার রেস্পনসিবিলিটি নিতে চাচ্ছে না। এখন দেখা যাচ্ছে এখানে যে অ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি বলেছেন যে এটা অ্যাট প্রেজেণ্ট মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্টের যারা আছেন তারা ম্যানেজমেণ্ট নিয়েছেন। But their statement is not collaborated by the Executive Engineer, Minor Irrigation Scheme itself ; কাজেই একটা অসম্ভব ব্যাপার। লাখ লাখ টাকা খরচ করে এই সমস্ত ওয়ার্ক কমপ্লিট হয়েছে, এখন তার রেস্পনসিবিলিটি নেওয়ার লোক নেই, রেসপনসিবিলিটি নেওয়ার ডিপার্টমেণ্ট নেই, কিন্তু হাজার হাজার টাকা, লাখ লাখ টাকা, কোটি কোটি টাকা আমাদের বাজেট প্রভিশান হচ্ছে এবং এই সমস্ত মোষ্ট এসেনসিয়াল ম্যাটার্স these are going to be neglected in this way. কাজেই এটা মোষ্ট সিরিয়াস ব্যাপার। কাজেই যে সমস্ত রিকমেণ্ডেশান করেছে কমিটি, আমি মনে করি, আমাদের গভর্ণমেণ্টের সিরিয়াস্লী এই সমস্ত দেখবেন। পরিস্কার ভাবে তারা বলেছে ডিফেক্‌টিভ প্ল্যানিং এর জন্য আমাদের বাঁধ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ওয়ান থিং, কোঅরডিনেশনের অভাব। কে রেসপনসিবিলিটী নেবে তার ডিপার্টমেণ্টের অভাব। ডিপার্টমেণ্ট রেস্পনসিবিলিটী নিচ্ছে না সেদিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আর একটা কথা যে People are not taking initiative in utilisation of this scheme, I think it is not at all any excuse. জনসাধারণ চাইবের জন্য জল চাইবেনা ইট ইজ ইমপসিবল্। জনসাধারণকে যদি আমরা দেখাতে পারি হাতে কলমে, তাদের হাতে কলমে দেখাতে হবে। দে আর ইগ্‌নোরেণ্ট পার্সন। তারা জানে না কি করে তাকে ইউটিলাইজ করতে হবে। সেটা যদি হাতে কলমে আমরা দেখিয়ে দিই তাহলে কেন নেবে না? জনসাধারণ নেবে না এটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনা। এটা অসম্ভব। কাজেই আমার মনে হয় এই সমস্ত ব্যাপারগুলি সিরিয়াসথিংকিং দিয়ে গভর্ণমেণ্টের চিন্তা করা দরকার। পার্টিকুলারলী অ্যাট দিস মোমেণ্ট যখন আমরা একটা ন্যাশন্যাল ইমারজেন্সীর মধ্যে চলেছি, যখন আমাদের প্রাইম মিনিষ্টার এবং এভরী ওয়ান বলেছেন যে আমাদের প্রডাকশন বাড়ানো দরকার। কাজেই মাইনর ইরিগেশন স্কীমের এইরকম যে অবস্থা দিস ইজ এ ভেরী পুরী

পিক্‌চার। এই গ্লুমি পিক্‌চারটা আমাদের চিন্তিত করে তুলেবে এবং আমরা এই সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টকে বলব যে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে তারা এই প্রজেক্টগুলি যাতে সাকসে-সফুল করতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন। তারপর ইনভেস্টীগেশান ডিভিশান সম্পর্কে একটা কথা আছে। তাতে যে ওয়ার্ক লোড আছে সেগুলিতে সাফিসিয়েণ্ট ওয়ার্কলোড নেই। লোক আছে, ডিভিশান আছে অথচ সেই ডিভিশানের ওয়ার্কলোড নেই এটা একটা চমৎকার ব্যাপার। **From the statement indicating the load of work under this department it appears that most of the work of this division is transferred to other division under public work department as this division was not given reasonable load of work. The Committee is of opinion that this department should be organised with sufficient load of work.** একটা ইন্‌ভেষ্টিগেশান ডিভিশান রয়েছে, তার প্রপার লোড অব ওয়ার্ক নাই। ভেরী সিরিয়াস অবজেক্‌শান। তার লোক আছে, তার স্টাফ আছে, তার এস্টাব্লিশমেণ্ট আছে তার সবকিছুই আমরা দিচ্ছি কিন্তু তার সাফিসিয়েণ্ট লোড অব ওয়ার্ক থাকবে না, ইট ইজ মোস্ট সিরিয়াস অ্যাফেয়ার। কাজেই এই সমস্ত অ্যাফেয়ার্স সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট পুরাপুরি নজর দেবেন বলেই আমি আশা করি।

ইলেকট্রিক স্কীম সম্পর্কে তারা নিউ মেসিন ইনস্টল করার কথা বলেছেন। হাইপ্রাইস যে পড়ছে সেকথা তারা বলেছেন এবং কষ্ট অব ওয়েস্টেজ যেটা হচ্ছে সেটাও হাই, তারা বলেছেন. এই সম্পর্কেও গভর্ণমেণ্ট নজর দেবেন কেননা ইলেকট্রিসিটি হচ্ছে সমস্ত কিছু ইন্‌ডাস্ট্রীর জন্য যা কিছু করার জন্য ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার ইজ নেসেসারী। যে কোন স্মল ইণ্ডাস্ট্রী করতে গেলে পাওয়ার দরকার কাজেই পাওয়ার যাতে আমরা এ্যাট লো কষ্ট পেতে পারি এবং তার জন্য কোন রকম কষ্ট অব ওয়াস্টেজ যাতে বেশী না পড়ে তার জন্য গভার্ণমেণ্ট' সতর্ক দৃষ্টি দেবেন এটাই আমরা আশা করি। তার পর লাস্ট একটা জিনিষ আমি বলব রেগুলেটিং মার্কেট স্কীম সম্পর্কে। তার যে রিপোর্ট আমাদের দুইজন সদস্য শ্রীমনসুর আলি এবং শ্রীঅঘোর দেববর্মা, এম, এল, এরা যে ইনস্পেকশান রিপোর্ট দিয়েছে সেটাও একটা মোষ্ট গ্লুমি পিক্‌চার। একটা ডিপার্টমেণ্ট রয়েছে তার জন্য টাকা স্যাংশান করা হয়েছে, বাজেট স্যাংশান করেছে ৪৩ হাজার টাকা এবং ষ্টাফ প্যাটার্ণও রয়েছে একটা। তাদের জন্য টাকা-পয়সা সবকিছুই খরচ হচ্ছে, সুপারইনটেণ্ডেন্ট, ওয়েম্যান, সেক্রেটারী সবকিছুই রয়েছে এবং তাদের জন্য আপ টিল নাউ সাত হাজার টাকার মত আমরা খরচ করেছি ওনলি ফর দিজ ষ্টাফ প্যাটার্ন কিন্তু তারা করেছে কি, না ৯০ কুইন্‌টার কমোডিটিজ তারা ওয়ে করেছে; আর নিগোসিয়েশান ডিস্‌প্যুট কেস তারা আজ পর্য্যন্ত একটিও করেনি। জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ করে তারা জানতে পেরেছে যে এই ব্যাপারে তারা কোন রকম বেনিফিট পাচ্ছেনা কাজেই এই জিনিষটা অন্য কোন লোকের দ্বারা এক্সট্রা কষ্ট পড়তে না পারে এই সম্পর্কে কমিটি যে রিকম্যাণ্ডেশান করেছে, আই এনডোর্স দিস রিকম্যাণ্ডেশান; আমার মনে হয় যে এই এষ্টিমেট কমিটির যে রিকম্যাণ্ডেশান আমাদের কাছে এসেছে সেটা এই টাইমে তার যে সিগ্‌নিফিকেন্স অত্যন্ত জরুরী বলে আমি মনে করি যে

Government will give sufficient attention to meet drawbacks as pointed out by the Estimate Committee.

Mr. Speaker :— Any other Member from the right, or from the left ?.

শ্রীকমলাকান্ত নাথ চৌধুরী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্টের উপর বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং আমি এখানে লক্ষ্য করেছি যে এস্টিমেট কমিটির ডিম্যাণ্ড অনুযায়ী যে সমস্ত বিষয়ে কাগজপত্র আসে তার কাজগুলি শেষ হয়ে যায় আগে। এষ্টিমেট কমিটি শুধু বিচার বিবেচনা করেন যে এষ্টিমেটের কাজ কি হয়েছে। কিন্তু নামে যদিও এষ্টিমেট কমিটি, আমার মনে হচ্ছে যে প্রকৃতপক্ষে এষ্টিমেট কমিটি হিসাবে এষ্টিমেটগুলির বিচার বিবেচনা করেন না, টেকনিশিয়ান যারা আছেন তাদের প্রশ্ন করেন এবং যারা সদস্য আছেন তারা সেগুলি বিচার বিবেচনা করে দেখেন যে এষ্টিমেটের কাজ কতটুকু হয়েছে। এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে যদিও এষ্টিমেট কমিটির সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ রুলিং পার্টির মেম্বার তবু তারা নিজেরা যে সমস্ত সরকারি কর্মচারীর সাক্ষী নিয়েছেন তার মধ্যে যে সত্য পেয়েছেন তা তারা পাবলিক দৃষ্টি দিয়ে আমাদের বিধানসভায় পরিবেশন করেছেন, আমি আশা করি যে রিপোর্ট এখানে এসেছে তার প্রতিটি মন্তব্য অতি মূল্যবান এবং এই মন্তব্যগুলির প্রতি যদি আমাদের সরকার উপযুক্ত দৃষ্টি দেন তাহলে বর্তমানে আমরা যে অবস্থায় আছি তার উন্নতি হবে। আমি লক্ষ্য করেছি যে এখানে মাইনর ইরিগেশন এ ছয় লক্ষাধিক টাকা আমাদের ব্যয় হয়েছে কিন্তু তার উপকার আমরা যা পেয়েছি তার যদি হিসাব নিকাশ করি—বিশেষ করে আমাদের সরকার উন্নয়নমূলক ঋণপত্র বাজারে ছেড়ে সেই ঋণের মারফত টাকা সংগ্রহ করে দেশের উন্নয়নের ব্যবস্থা করেন, এই ছয় লক্ষ টাকা যে ব্যয় করা হল তার সুদ সমেত যদি হিসাব করি তাহলে আমরা দেখব ব্যয় হয়েছে অনেক বেশী এবং উপকার এর যদি তুলনা করি তাহলে দেখব, যে তুলনায় আমরা মূলধন খাটিয়েছি তার উপকার পেয়েছি অত্যন্ত কম। এই অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি ব্যাহত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আজকে যাদের আমরা অতি সাধারণ টেকনিশিয়ান বলি, যারা কির্লস্কর কোঃ পাঁচ ঘোড়া শক্তি সম্পন্ন মেশিন চালান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই তিন আনা জল দেওয়ার খরচ নিয়ে জল দেন, তাদের কাছে বেশী ঋণী হতে হয়, কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি যদিও আমাদের ইঞ্জিনীয়ারদের মত তারা এত অভিজ্ঞ নয়, তাদের জন্য যদিও আমরা ঘরবাড়ী ইত্যাদি বাবদ বহু টাকা খরচ করিনি, তবুও তারাই তুলনামূলক দেশের উপকার করেছে বেশী। এই ছয় লক্ষ টাকায় আমরা অন্ততঃ ১৫০ পাম্পিং মেশিন সারা রাজ্যে যদি বিলিয়ে দিতে পারতাম তাহলে আমরা উপকার বেশী পেতাম। আজকে আমরা আলোচনা করছি দেশের জরুরী অবস্থা সম্পর্কে। সে অবস্থায় খাদ্যের যে প্রয়োজন, সেই খাদ্যের দাবী যদি মেটাতে হয় তাহলে মাইনর ইরিগেশনের প্রয়োজন খুব বেশী। আমরা সার পেতে পারি, সার জমিতে দিতে পারি কিন্তু জল যদি না দিতে পারি তাহলে একটা ছোট্ট শিশুকে রসগোল্লা খাওয়ানের মত অবস্থা হবে, রসগোল্লা খেয়ে যেমন শিশু বাঁচবে না তেমনি সার পেয়ে জমিতে ফসল হবে না, সারও নষ্ট হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমি মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে বলছি, এখানে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের

কোন কোন সদস্য মন্তব্য করেছেন, যে জায়গায় বাঁধ দেওয়া হয়েছে সে জায়গায় বাঁধ ঠিক ঠিক কার্য্যকরী হচ্ছেনা তার চাইতে অনেক উজানে বাঁধ দিয়ে জনসাধারণ সেই জল ব্যবহার করছে। আমাদের এত টেক্‌নিশিয়ান থাকতে আমাদের কেন এই দুর্গতি হল, তার কারণ কি? এই সম্পর্কে আমি একটা বাস্তব অবস্থা জানি। ধর্ম্মনগরে আজ পর্য্যন্ত যদিও বাঁধ কোন জায়গায় হয় নি, তবু একটা বাঁধ সম্পর্কে আমার তাদের সংগে আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং জনসাধারণের দাবীর সংগে তাদের দাবী সে জায়গায় অনেক তফাত। এখন জনতার সংগে যদি সহযোগিতা না করতে পারি তাহলে আমাদের ফসল উৎপাদন ঠিক ঠিক ভাবে হবেনা। আমরা যদি ঠিক একেবারে সরকারী মনোবৃত্তি নিয়ে ভাবি যে আমরা যা করি তাই ঠিক আর সাধারণের বুদ্ধির সংগে কো-অপারেশানের কোন দরকার নাই তাহলে যে কয়েকটি স্কীমের উপর আমাদের এষ্টিমেট কমিটি যে মন্তব্য করেছেন, ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের সেই দুর্ভাগ্যজনক কঠোর মন্তব্যগুলি আবার শুনতে হবে। আমি আশা করব জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করে যাতে আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা ভবিষ্যতে স্কীম করেন, তাহলে পরেই জনসাধারণ ঠিক ঠিক উপকার পাবে এবং আমাদের অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন সার্থকতা লাভ করতে পারবে। এখানে ইলেক্‌ট্রিসিটি সম্পর্কে যে রিপোর্ট এসেছে আমি আশা করব যে আমাদের যে নুতন মেশিন আসছে তার ব্যয়ভার, সেটা চালানর পর কিছুটা কমতে পারে। এখানে এই ইলেক্‌-ট্রিসিটি সম্পর্কে কমিটির যে মন্তব্য তা আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। তারপর এখানে মার্কেট কণ্ট্রোল স্কীম সম্পর্কে বিশেষ করে বিশালগড় মার্কেট কণ্ট্রোলের একটা চিত্র আমরা এখানে পেয়েছি তা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক এবং কমিটি যে মন্তব্য করেছেন সে মন্তব্যের প্রতি আমার পুর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আজকে কৃষকরা জিনিষ বাজারে নিয়ে আসে, শুধু একটা বাজারেই নয়, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা দরকার যাতে বিশালগড় সরকারী নিয়ন্ত্রিত বাজারের মত যে সুযোগ সে সুযোগ যাতে অন্যত্র হতে পারে। এই বাজারের কার্য্যকলাপ দেখে আমার আরেকটা ধারণাও জন্মেছে যে ৯০ কুইণ্টাল মাল মাত্র তারা ওয়েমেণ্ট করেছেন। আমরা কি এই রিপোর্ট থেকে এই কথাই ধারণা করব যে আমাদের দেশে ওয়েমেণ্টের বা সত্য কথায় এক্‌জামিনেশানের কোন প্রয়োজন নাই, না সত্যই জনসাধারণ এতে উৎসাহ বোধ করছেন না, আমরা কিন্তু এই রিপোর্ট থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। আমরা দেখেছি যে আমাদের সদস্যগণ তারা স্পট ভেরিফিকেশন করছেন। এখন যদি রাজ্যের সর্বত্র আমরা দেখি যে যারা জিনিষ বিক্রয় করে বা যারা জিনিষ ক্রয় করেন তাদের ওজন সংক্রান্ত ব্যাপারে সকলেরই একটা সুস্থ অবস্থা এসে গেছে তাহলে এই ডিপার্টমেণ্টের কাজ এবং তার জন্য যে ব্যয়ভার তার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2 p. m.

Mr. Speaker ;— Now discussion on the Motion for consideration of the Estimate Committee is to continue. I would call on Shri Karunamoy Nath Choudhury to go on.

শ্রীকরুনাময় নাথ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে আমি বলছিলাম, এস্টিমেটের যে সমস্ত ব্যপার আমাদের কমিটির কাছে এখন আসছে, বাজেট প্রস্তুতির সময় এই এষ্টিমেটগুলি যদি কমিটির কাছে আসে তাহলে আমার মনে হয় কমিটি জনসাধারণের পক্ষ থেকে তার একটা মতামত ব্যক্ত করতে পারেন, যাতে আমাদের যে আন-ফোরসীন ব্যয়ভার তার উপরে একটা দৃষ্টি রাখা চলতে পারে। আর যদি তা না হয়, এখন যেভাবে একটা ব্যয় হয়ে গেলে তারপর সেই ব্যয় সম্পর্কে আলাপ আলোচনা, বিচার বিবেচনা বা মন্তব্য করার জন্য আসে, তাহলে আমরা যে খুব বেশী উপকার সে সময়ে পাব তা নয়, ভবিষ্যতে পেতে পারি সেই সম্ভাবনাই শুধু থেকে যায়। আমি আশা করব যে আমাদের যে কমিটি অন্ এষ্টিমেট, আগামী বছরে যখন বাজেট প্রস্তুত হবে তার পূর্বে যথাসম্ভব বিভিন্ন এষ্টিমেট তারা যদি দেখেন এবং তার উপর তাদের মন্তব্য রাখেন, তাহলে আমাদের যারা পরিচালক তাদের পক্ষে সাবধান হবার একটা পথ থাকে। আমরা মনে করি যে এস্টিমেট প্রথমে প্রস্তুত হওয়ার পর কমিটী দেখবে এবং কমিটী মতামত ব্যক্ত করবে তার পর তার রূপায়নের কাজ হতে দেওয়া হবে। তাহলে পরেই এস্টিমেট কমিটির কাজ সার্থক হবে বলে আমার ধারণা। আমি অনুরোধ করব যে আমাদের কমিটি যেন এর পর—আইনগতভাবে যদি কোন বাধা না থাকে তাহলে ব্যয়ের পূর্ব্বে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমি আরও একটা অনুরোধ রাখব। আমাদের টেক্‌নিক্যাল এক্সপার্ট যারা আছেন, কমিটির ক্ষমতায় যে ক্ষেত্রে তাদেরকে সামনে আনার সুযোগ রয়েছে, সে ক্ষেত্রে বেসরকারী জনসাধারণের পক্ষে তার বিকল্প সাজেশ্যান দেওয়ার তাদের ক্ষমতা রয়েছে, সে বিকল্প সাজেশ্যান যদি পূর্ব্ব মুহুর্তে দেন, তাহলে যে সমস্ত এস্টীমেট প্রস্তুত আছে তার কোন অল্টারেশান, এডিশান বা মডিফি-কেশান করা যায় কিনা তা আমাদের যারা পরিচালক অফিসাররা আছেন তারা তার একটা সুযোগ পাবেন। আর গণতন্ত্রের যে রূপ আমরা দেখতে চাই যে শাসনে বা শাসন কার্য্যে জনতার পক্ষে জনপ্রতিনিধিগণ সাক্ষ্যাৎ অংশ গ্রহণ করেছেন, আমার মনে হয় এটা সাক্ষ্যাৎ না বলে এটা পরোক্ষ অংশ গ্রহণ করছেন বল্লে ঠিক হয়, একটা রূপ হয়ত আমরা দেখতে পাব। আমি কিছু পূর্ব্বে বলেছিলাম যে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাইনর ইরিগেশানের যে ব্যবস্থা আমরা করেছি, আজকে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে ব্লকের মাধ্যমে যে সমস্ত পাঁচ ঘোড়ার মেশিন ইত্যাদি আমরা দিয়েছি, যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দেখব, সেই ছোট ছোট মেশিনগুলি সমস্ত দেশবাসীর দেশসেবার কাজে লেগেছে এবং তার থেকে যে উপকার পেয়েছি, আমার অনুমান সে উপকার আমরা অনেক বেশী পেয়েছি। আর এখন পর্যন্ত শাসন তন্ত্রের যে অবস্থা, ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য সদস্য বলেছেন, যে স্কীমগুলি ইতিমধ্যে রূপায়িত হয়েছে, তার মধ্যে বিভিন্নাদি বহু ত্রুটীপূর্ণ, এমনকি ধ্বংশ হয়ে গেছে এইরকম রিপোর্টও রয়েছে। অবশ্য কেউ বলতে পারেন যে কির্লস্করের মেশিন যদি কেনা হয়, তা কি নষ্ট হতে পারেনা, তা হতে পারে, তার চাইতেও একটা বড় জিনিষ দেখা গেছে যে এখানে এই কাজগুলি কে গ্রহণ করবে তার কোন ঠিক নাই। যদি এস্টিমেট কমিটি পূর্ব্ব মুহুর্তে এই ব্যয়ভার সম্পর্কে আলোচনায় বসতেন তাহলে আমার মনে হয় অন্ততঃ তারা একটা ব্যবস্থা পূর্ব্বেই ঠিক করে নিতেন বিশেষ করে আমাদের

দেশে যে ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থা চলছে ১৯৬২ সাল থেকে, যে ক্ষেত্রে খাদ্য ব্যাপারে আমাদের ঘাটতি আছে, সে ক্ষেত্রে আমাদের আরও সাবধান পদবিক্ষেপে অগ্রসর হওয়া দরকার যাতে ব্যয়ের সঙ্গে আমাদের উৎপাদনেরও একটা দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক থাকে। আমি পূর্বে বলেছি যে টাকা ব্যয় হয়েছে উন্নয়নমূলক কাজে, তার জন্য বিরাট সুদ আছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে দেশবাসীর নিকট থেকে ট্যাক্সের মাধ্যমে বা ঋণ হিসাবে যে টাকা গ্রহণ করি তা সমস্ত জনসাধারণের উপকারের জন্য ব্যয় করব। সেটাই আমাদের নৈতিক অভিযান, কিন্তু সেটা যদি বর্তমান রিপোর্টে যা মন্তব্য আছে সেভাবে যদি ব্যয় হয় তাহলে শুধু বিরোধী পক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর আমাদের অযোগ্যতার উপর দোষ দিলেই চলবেনা, আমাদের আরও যোগ্যতর ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, আমি আশা করব যে ভবিষ্যতে আমরা আমাদের দৃষ্টিভংগীর আরও কিছু পরিবর্তন করব যাতে উন্নততর ব্যবস্থায় আমরা এষ্টিমেট কমিটির মাধ্যমে এক্সিকিউশানের ব্যাপারেও যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারি। আমার মনে হয় তা হবে আমাদের পরোক্ষ গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থার একটা সুন্দর রূপ। আমি এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on the mover.

Shri Hlura Auns Mag :— 2 minutes Sir.

Mr. Speaker :— 2 minutes ? Alright.

Shri Hlura Aung Mag .—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এষ্টিমেট কমিটির যে রিপোর্ট রাখা হয়েছে; তার মধ্যে কালাছড়ি মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ভেরী প্রীসেণ্টলি কমপ্লিটেড; কিন্তু এখানে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে ৪৫ হাজার টাকা খরচ করে সে বাঁধটা ঠিক যে জায়গাতে হওয়া উচিত ছিল সে জায়গাতে হয়নি এবং জনসাধারণের তরফ থেকে কোন সহযোগিতা সে বাঁধে জন্য নাই এবং জনসাধারণ যেখানে বাঁধ দেওয়ার কথা বলেছিল সেখানে সে বাঁধ করা হয় নাই। তার ফলে সেখান থেকে এক ফোঁটা জলও বগাফা এবং শান্তিবাজারের মাঠে পাওয়ার সুবিধা আমি দেখছিনা এবং আশ্বিন এবং কার্তিক মাসে যখন অনাবৃষ্টি হয়, তখন এই বাঁধ থেকে একফোঁটা জলও পাওয়া যায়না। এইজন্য আমি এষ্টিমেট কমিটিতে প্রস্তাব রেখেছি যাতে বগাফা ও শান্তিরবাজার মাঠে জল দেওয়া যায় সে দিকে দৃষ্টি রেখে ইরিগেশান স্কীম করা উচিত বলে আমি মনে করি এবং সেটা পুনর্বার বিবেচনা করতে আমি বলব।

Mr. Speaker :—I would now call on the Mover of the Motion to give his reply.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা বিধানসভার এষ্টিমেট কমিটির এই প্রথম রিপোর্ট খুব তাড়াতাড়ি তৈরী করা হয়েছে। আমাদের পক্ষে এটা নূতন জিনিষ আর আমাদের বিধানসভা যেমন নূতন, এষ্টিমেট কমিটিও তেমনি নূতন। আমরা যখন এষ্টিমেট কমিটির কাজ আরম্ভ করি তখন আমরা অনেকগুলি এষ্টিমেটই দিয়েছিলাম আশা করেছিলাম হয়ত অনেক বড় একটা রিপোর্ট. অনেকগুলি স্কীম আমরা স্ক্রুটিনাইজ করতে পারব এবং সেগুলি স্ক্রুটিনাইজ করে আমরা রিপোর্ট দিতে পারব হাউসের সামনে। কিন্তু দেখলাম যে এই কমিটির

কাজটা যতটা সহজ ভেবেছিলাম ঠিক ততটা সহজ নয়। ঠিক অন্যান্য কমিটীর মত এই কাজটা নয়, এই কমিটীব কাজটার মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। এটা ঠিক পেপারের উপর এবং এভিডেন্সের উপর নির্ভর করে একটা রিপোর্ট তৈরী করা সম্ভব নয় এবং তার জন্য প্রয়োজন স্পট এনকোয়ারী এবং প্রত্যেক সদস্যরাই যে স্কীমটা তৈরী হচ্ছে সেই প্রত্যেকটা স্কীমের যে সমস্ত এভিডেন্স নেওয়া হল বা পেপারে যে সমস্ত পেলাম সেটার সত্যতা যাচাই করবার জন্য স্পটে গিয়ে ভেরিফাই করতে হবে এবং সেদিক থেকেও আমাদের সদস্যরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে আসছেন এবং ভবিষ্যতে আরও যে সমস্ত স্কীম ধরা হবে স্ক্রুটিনির জন্য, সেগুলিকে আরও ভালভাবে দেখবার চেষ্টা এরা করবেন বলে আমি আশা করি। তার থেকে বুঝা যায় যে এষ্টিমেট কমিটির কাজটা যদি সত্যি সত্যিই ভালভাবে করতে হয় তাহলে এই কমিটীর যারা সদস্য আছেন তাঁদের প্রত্যেকেই খুব সক্রিয়ভাবে থাকতে হবে এবং খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, বসে থেকে নয়, ঘোরাঘোরি করে দেখতে হবে যে কাজটা ঠিকমত হচ্ছে কিনা এবং তার সম্বন্ধে একটা সত্যিকারের রিপোর্ট, ইম্পার্শিয়াল রিপোর্ট দিতে হবে। তাহলে গিয়ে এষ্টিমেট কমিটীর কাজটা খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে। এখানে যতটা সম্ভব আমাদের রিপোর্টে স্পট ভেরিফিকেশান করে দেওয়া হয়েছে, যতটা সম্ভব হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে সেটা আমি আশা করি। প্রথম রিপোর্টের প্রথম দিক দিয়ে মাইনর ইরিগেশনের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। এ সম্বন্ধে প্রত্যেক বক্তাই যথেষ্ট বলেছেন। একটা জিনিষ সবচেয়ে আশ্চর্য্যজনক যেটা আমাদের এভিডেন্স নেওয়ার সময় চোখে পড়েছে, সেটা হল যে অনেকগুলি স্কীম কমপ্লিট হয়ে গেছে। কিন্তু কিভাবে এইগুলি চালু করা হবে, কিভাবে কাজে লাগবে সে কিছুই হচ্ছেনা। এই টাকাটা যে খরচ করা হল ৫০ হাজার কি ৬০ হাজার টাকা খরচ করে একটা স্কীম একজিকিউট করা হল কিন্তু তার পর থেকে সেটা সাক্ষীগোপালের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এই জিনিষটাকে ব্যবহার করার পদ্ধতি বা এই জিনিষটাকে ব্যবহার করার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবে বা কে এই জিনিষটার ভার নেবেন এই সম্পর্কে কোন কিছু ঠিক নেই। এটা একটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে কোন একটা স্কীম নেওয়ার আগে তার ব্যবস্থাপনা এবং সে সম্বন্ধে সরকারের কতটুকু দায়িত্ব এবং জনসাধারণের কতটুকু দায়িত্ব, সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার বুঝা পড়া না হয়েই একটা স্কীমে হাত দেওয়া হয়। এটা আমার কাছে আশ্চর্য্য ঠেকলো, কারণ হল যে আমরা যখন বিশেষ করে এ, ডি, এম, ডেভেলাপমেণ্টের এভিডেন্স নিই তখন জিজ্ঞাসা করলাম যে বাঁধের জল নিচ্ছে না কেন? তখন উনি বললেন যে খাল কে কাটবে এই নিয়ে একটা আলোচনা, তর্ক বিতর্ক হচ্ছে। জনসাধারণ বলছে যে সরকার আমাদের খাল কেটে দেবে। আবার সরকার বলছেন যে না সরকারের কাটার কথা নয় জনসাধারণের কাটার কথা। এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই বাঁধটা দেওয়ার আগে জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনা হয়নি যে এটার কর্ম্ম-পদ্ধতি কেমন হবে এবং বাঁধটা কোথায় দিলে ভাল হবে। সেই প্রশ্নটা আমি না-ই তুললাম। অনেকেই আলোচনা করেছেন। কিন্তু এর কার্য্যকারিতা কি, জনসাধারণকে কি করতে হবে এই কাজটা কমপ্লিট হলে পরে এবং জনসাধারণের কতটুকু দায়িত্ব এই সম্পর্কে বাঁধটা শেষ হওয়ার পূর্ব্বে কোন আলোচনা হয়নি যার জন্য এই বাঁধটা শেষ হওয়ার পর অনেক দিনও অব্যবহৃত

অবস্থায় পড়ে রয়েছিল এবং টাকাটাও ব্লক হয়ে রয়েছিল। তারপর আর একটা গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে, ওরা চায় জমির উপর দিয়ে জলটা যাতে গড়িয়ে যায়। কিন্তু খাল কেটে ওরা জল নিতে চায় না। সেটা কি আগে জানা ছিল না? এই যে বাঁধটা দেওয়া হল তখন জনসাধারণের সঙ্গে কি আগে আলোচনা করে ওদেরকে বোঝানো হয় নি যে ওদের খাল কেটে নিতে হবে এবং খাল কেটে নিয়ে জমিতে জলসেচ করতে হবে? এই সমস্ত এভিডেন্স পরস্পর বিরোধী এবং এই সমস্ত এভিডেন্স থেকে বোঝা যায় যে জনসাধারণের সঙ্গে কোন টাচ না রেখে, কোন সংযোগ না রেখেই সমস্ত স্কীমগুলি করা হয়েছে। করতে হবে, কাগজপত্রে স্কীমগুলি করেছে, টাকা স্যাংশান এসেছে আর একটা বাঁধ দিয়ে দিয়েছে এবং তার জন্য এই সমস্ত ডিফিকালটিজ অ্যারাইজ করছে। ওরা বলছে পিপল আর নট ইন্টারেস্টেড। পিপল আর নট ইন্টারেস্টেড তাহলে বাঁধ দিলে কেন? নিশ্চয় বাঁধ দেওয়ার পূর্বে পিপল ইন্টারেষ্টেড ছিল এবং পিপল দাবীও করেছে। আজ তারা সে কথা বলত না যদি পিপলকে বোঝানো হত যে বেশ কথা তোমরা যখন বাঁধ চাও তখন আমরা বাঁধ দিয়ে দিচ্ছি এবং তোমাদের এই করতে হবে এবং তাতে যদি পিপল রাজী থাকে তখন বাঁধ দেওয়া উচিত ছিল। না হলে চট করে একটা বাঁধ দিয়ে এখন বলা হল পিপল আর নট ইন্টারেষ্টেড। এই কথার কোন অর্থ হয় না। কাজেই এই সমস্ত দিক দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যায় জনসাধারণের সঙ্গে ঠিক সংযোগ রক্ষা করে এই কাজগুলি হয় নি যার দরুন এই কাজগুলির যে সম্যক ফল সেটা আমরা পাচ্ছি না এবং বহু টাকাই ব্লক হয়ে আছে যার জন্য আমাদের এগ্রিকালচার সাফার করছে। একটা জায়গাতে হয়ত বাঁধ দেওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে যে এই বাঁধটা একটু দূরে দিলে ভাল হত। ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট বলছেন সেই জায়গাটা স্যুটেবল নয়। সেই জায়গায় বাঁধ টিকবে না। সুতরাং অন্য একটা জায়গায় বাঁধ দেওয়া হল। অথচ পিপল বেনিফিট পেলনা। এর কোন অর্থ হয়না। যদি পিপলের বেনিফিটেই না লাগলো তাহলে সেখানে বাঁধ দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। তাহলে অন্য একটা জায়গায় করলেই হত। সেখানে অ্যাবাণ্ডন করলেই হত। টাকাটা জলে ফেলার কোন অর্থ হয় না এই ভাবে। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে, পরস্পর বিরোধী যে স্টেটমেন্ট এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে একটা কো অরডিনেশনের অভাব আছে এর মধ্যে। প্রথম কনস্ট্রাকশনের সময়েও কো-অর্ডিনেশান ছিল না, এখন এক্‌জিকিউশনের বেলাতে কিছুটা কোঅর্ডিনেশন হয়ত এসেছে। আমি যতদূর জানি, এভিডেন্সে যতদূর বেরিয়েছে যে অনেক ঠেলাঠেলির পর কিছুটা হয়ত কো-অরডিনেশন এসেছে। অথচ তাও যে খুব একটা আশাপ্রদ, আমার মনে হচ্ছে না। এখনও ঠিক যথাযথ কো-অরডিনেশনের অনেক বাকী এবং সেটা সম্বন্ধে সরকারকে সচেতন হতে হবে অন্ততঃ এর যেন ওয়েস্টেজ না হয়। যে টাকাটা জলে গেছে সেতো আর ফিরে পাওয়া যাবে না কিন্তু যেটুকু নাকি রয়েছে, যেটুকু দাঁড়িয়ে আছে সেটুকু যাতে ফুলী ইউটিলাইজ হয় তার জন্য একটা প্রপার অথরিটি ফিক্স করে দেওয়া উচিত এবং সেই অথরিটিকে দায়ী করা উচিত যাতে সম্পূর্ণ জিনিষটা ইউটিলাইজ করা হয় সেটা দেখবার জন্য। সেদিক থেকে মাইনর ইরিগেশান স্কীম সম্বন্ধে আমরা আমাদের যে অবজারভেশন দিয়েছি এবং এই সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা সদস্যরা করেছেন, সেটা এর বেশী আর কিছু বলার নেই; রিপোর্টেই রয়েছে। আর ইনভে-

স্টীগেশন ডিভিশনটা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে তার কাজ নেই। একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, কেউ অবশ্য সেই প্রশ্নটা করেন নি যে ইনভেস্টীগেশন ডিভিশনে কাজ নেই তাহলে সেটা রেখে লাভ কি? সেটা বন্ধ করে দিলেও হত। এইরকম একটা প্রশ্ন উঠতে পারত। এষ্টিমেটু কমিটি মার্কেট ডেভেলাপমেন্টের ব্যপারে একটা রিকমেণ্ডেশান দিলেন যে এখন এইভাবে অরগেনাইজেশনটা না রেখে অন্য ডিপার্টমেন্ট দিয়ে কাজটা চালিয়ে যাওয়া হোক। কিন্তু ইনভেষ্টিগেশন ডিভিশান সম্বন্ধে রিকমেণ্ডেশান দেওয়া হল না কেন? সেটা দেওয়া হয় নাই এই জন্য যে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট বলছেন যে আমাদের যথেষ্ট কাজ আছে। যদি কাজ না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেটা অন্য কথা। তার জন্য কে রেস্পনসিবল? গভর্ণমেণ্ট ইজ্ রেসপনসিবল্ ফর দিস। আমরা আমাদেব রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন দেখা গেল যে ইনভেষ্টিগেশন ডিভিশনকে তৎপরবর্তী সময়ে একটা লোড অব ওয়ার্ক দেওয়া হল এবং তাতে ওরা বললেন যে এটাতে সাফিসিয়েণ্ট লোড অব ওযার্ক দেওযা হয়েছে। ডুম্বুব প্রভৃতি যে প্রজেক্ট আছে এই সমস্ত কাজ এই ইনভেষ্টিগেশন ডিপার্টমেণ্টের উপর দেওয়া হয়েছে। সেজন্যই এবং বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট দরকার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে। এই জন্য এষ্টিমেট কমিটি এই ইনভেষ্টিগেশান ডিভিশনকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য রিকমেণ্ডেশন দেন নি কিম্বা তার উপর আরও অধিকতর লোড অব ওয়ার্ক যাতে দেওয়া হয় তার জন্যই রিকমেণ্ডেশান করেছেন।

ইলেকট্রিসিটি স্কীম সম্বন্ধে আমবা বলেছি যে ওভার হেড চার্জ যে পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, দিন দিনই বাড়ছে অর্থাৎ প্রতি বৎসরই একটা এষ্টাব্লিশমেণ্ট চার্জ বাড়তে বাধ্য। কারণ ইনক্রিমেণ্ট আছে, এটা আছে, সেটা আছে, তা ছাড়া অ্যাপয়েণ্টমেণ্টও হচ্ছে। এই সমস্ত কারণে ওভার হেড চার্জটা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কনজাম্শনটা সেই রকম বাড়ছে না। তাতে হয় কি, হেভী ওভার হেড চার্জ থাকাতে কস্ট অব প্রডাক্শনটা বেড়ে যায় অনেক এবং তাব জন্য দরকার হল, ইমিডিয়েট ওভাব হেড চার্জটা যাতে অন্ততঃ রিজনেবল রেশিওতে থাকে তার জন্য ইলেকট্রিসিটি সেলটাও বাড়িযে দেওয়া উচিত এবং তাব জন্য দরকার মেসিনারীর। প্রপার মেসিনারী যদি থাকে এবং লোকেব চাহিদা অনুযায়ী যদি সেলটাও বাড়ে তা হলে সেল বেশী হবে। ওভার হেড চার্জ যে হাবে বাড়ছে সেই প্রপোরশান অনুযায়ী যদি সেলটাও বাড়ে তা হলে নেচাবেলী কস্টিংটা কমে যাবে। তার জন্যই বলা হচ্ছে, যে ভাবেই হোক লুজিং কনসার্ণ রেখে কোন লাভ নেই, পিপলের টাকা নষ্ট হয় এবং সেই লসটাকে বেয়ার করতে হচ্ছে পিপলের। পাবলিকই ডাইরেক্ট অর ইনডাইরেক্ট ট্যাকসেশানে সেই লসটাকে বেয়ার করছেন। এমতাবস্থায় পাবলিক কনসার্ণড্ ইনডাস্ট্রীই হোক বা যে কোন কনসার্ণই হোক যদি কোন কমার্সিয়াল কনসার্ণ লসে রাণ করে তা হলে সেই লসটাকে আবার পাবলিককেই পূরণ করতে হয়, পাবলিকই আবার ট্যাক্‌স দেয়। সুতবাং সেদিকে লক্ষ্য করলে আমার মনে হয় ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইতে লস্ যত বাড়বে, পাবলিক উইল বি মোর হেভীলী ট্যাক্সটড্। সুতরাং এদিক থেকে ইলেকট্রিসিটির সেলটা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত এবং যাতে আরও ভাল মেসিনারী এবং হাইপাওয়ার মেসিনারী এনে চাহিদা অনুযায়ী, ডিমাণ্ড অনুযায়ী, সাপ্লাই দিতে পারা যায়, ওভারহেড চার্জটা যাতে বেড়ে না যায় সে ব্যবস্থা করা উচিত এবং তা থেকে

কষ্ট অব প্রডাক্শনটা অনেক কমে যাবে। কারণ ওভারহেড্ চার্জ টা বেশী স্পেসে ডিস্ট্রীবিউট হবে। মার্কেট ডেভেলাপমেন্ট স্কীম সম্বন্ধে আমাদের মেম্বার কয়েকজন গিয়েছিলেন এন্‌কোয়াবিতে। তাদের রিপার্ট এখানে পেশ করা হয়েছে। সেই রিপোর্টেই জাস্টিফাই করছে যে এটার খুব ইউটিলিটি আমরা এখন পর্য্যন্ত বুঝতে পারছিনা। যদি ভবিষ্যতে এটার ইউটিলিটি বোঝা যায় তাহলে সেটা এস্টাব্লিশ করা যাবে। কিন্তু বর্তমানে এই টাকাটা নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না। এটা ববং অন্য একটা আলাদা ডেভেলাপমেন্ট এর কাজে লাগালে সেটা সাশ্রয় হবে। সেইভাবে আমরা যেটা ভাল মনে করি সেটা কমিটি বিকমেনডেশান দিয়েছে। আমার মনে হয় হাউস সেটা অ্যাক্সেপ্ট করবেন।

Mr. Speaker :— The discussion is over ; I would now put the motion to vote. The question is that the first report on the Committee on Estimates of the Tripura Legislative Assembly be taken into consideration.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voices : AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES,

(No Voice)

AYES have it, AYES have it. The motion is carried

Now I would call on Shri Krishnadas Bhattacherjee, Chairman to move his motion for adoption of the report.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble Speaker Sir, I beg to move that the report of the Committee on Estimates be adopted.

Mr. Speaker :— Is there any one to speak ? None So I put the motion to vote.

The question is that the first report of the Committee on Estimates of the Tripura Legislative Assembly be adopted.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voices : AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No Voice)

AYES have it, AYES have it,

The report is adopted.

We pass on to the next item.

Discussion on Matters of Urgent Public Importance

Next business of the House is the discussion on matters of urgent public importance for short duration on abnormal high price of fish. Notice has been given by Shri Birchandra Deb Barma, M. L. A. Now I would call on Shri Birchandra Deb Barma to start discussion.

Shri Birchandra Deb Barma .— I think there are private members motions on other points

Mr. Speaker :— Yes, we shall come after this.

Shri Birchandra Deb Barma :— I was prepared for Grow more food Campaign.

Mr. Speaker :— Now would we like discussion or drop it ?

Shri Birchandra Deb Barma :— No, I want to discuss it. But I think that it will come last.

Mr. Speaker :— No, private member's business is to be done towards the end of this.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— অনারেবল্ স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে মাছ বর্ত্তমানে খুব দুর্লভ হয়ে পড়েছে এবং বাজারে যে মাছ পাওয়া যাচ্ছে তা মোটেই প্রচুর নয়, অতি সামান্যই। তার যা দাম আকাশচুম্বী।

Mr. Speaker :— I would remind the Hon'ble member that we have time for 35 minutes We shall discuss this upto 3 P. M.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— এখন কোয়েশ্চান অ্যারাইজ করছে যে বর্ত্তমানে যে অবস্থা চলছে, আমাদের পাকিস্থানের সঙ্গে যে রকম একটা অঘোষিত যুদ্ধ চলছে, এবং তার ফলে আমাদের পূর্ব্বে যে পাকিস্থানি মাছ আসত সেটা স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের এখানে মাছের বাজার চড়া। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমরা এই সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজ্যে মৎস্য চাষ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রচেষ্টা করে আসছি বা এখন করছি তা দ্বারা আমরা কি করতে পেরেছি যার দ্বারা এই যে মৎস্যর দুর্মূল্যতা সেটা হ্রাস করার ব্যাপারে সরকার কি চিন্তা করেছেন ? আমার কথা হল যে ত্রিপুরা রাজ্যে মৎস্য চাষ সম্পর্কে আমরা দেখেছি যে ফিসারী সম্পর্কে ফার্ষ্ট প্ল্যান ছিল ১.৪৭ হাজার টাকা, সেখানে আমরা ১.৩০ হাজার টাকা টাকা খরচ করেছি। সেকেণ্ড প্ল্যানে ছিল ৩.৮৪ হাজার টাকা, সেখানে আমরা ৬৯, ৭০০ টাকা খরচ করেছি। আর থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ছিল ২২ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে আবার ১৯৬১-৬২ তে ১,১১,৪০০, ১৯৬২-৬৩ তে ৪,৭০,০০০, ১৯৬৩-৬৪তে, ২,৮৭,১০০ এবং ১৯৬৪-৬৫তে ইন এন্টিসিপেটেড দেখান হয়েছিল, ৬,৫৯,৩০০। কাজেই মৎস্য উৎপাদনের জন্য একটা মোটা রকমের অ্যামাউণ্ট থার্ড প্ল্যানে ছিল, তা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু তার দ্বারা আমরা কতটুকু বেনিফিটেড হয়েছি ? আমাদের এখানে বর্ত্তমানে যে মৎস্যের চাহিদা হবে এটা খুবই স্বাভাবিক, আমরা সকলে মাছের উপর নির্ভরশীল, মাছ আমাদের একটা প্রিয় খাদ্য, সেটা আমাদের একমাত্র খাদ্য বল্লেও চলে, কেননা আমরা যারা এখানে বাস করছি তাদের সকলেই মৎস্যজীবি, মৎস্যভোজী কাজেই মাছের উপর চাহিদা আমাদের সকলেরই রয়েছে, তৎসত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট যে সমস্ত প্রচেষ্টা করে আসছেন, মৎস্য চাষ সম্পর্কে আমি বলব সেগুলি কোনটাই ত্রিপুরা রাজ্যের মৎস্যের চাহিদা মেটাবার পক্ষে কোন সাহায্য করে না বরং শেষ পর্য্যন্ত আমরা দেখছি যে সমস্ত গভর্ণমেণ্ট ট্যাংক ছিল সেগুলিও লীজ আউট করে দেওয়া হয়েছে, লীজ আউট করে দিয়ে আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে গেছি। সাম অ্যামাউণ্ট অব মানি আমরা সরকারের রেভিন্যুতে নিয়ে এসেছি কিন্তু যে প্রয়োজনে এই সমস্ত সরকারী ট্যাংক ছিল আজকে মৎস্যের চাষ করলে, মৎস্যের যে চাহিদা ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে সেটা

আমরা কিছুটা মেটাতে পারতাম। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যে ভাব তাতে পাকিস্তানের সাপ্লাইর উপর নির্ভর আমরা করতে পারি না, আমাদের নিজেদের সেল্ফ সাফিশ্যান্ট হতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে এই সম্পর্কে আমরা যা করে এসেছি, আজ পর্য্যন্ত মৎস্য চাষের বিন্দুমাত্র চেষ্টাও হয়নি আমি এ কথাই বলব। কতগুলি সিড্‌লিং আমরা করেছি, সেগুলি আমরা ডিস্ট্রিবিউট করছি। সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা, ত্রিপুরা অন মার্চ তার মধ্যে আমরা কতগুলি ফিগারও দেখেছি যে সিডলিং করা হয়েছে, কিন্তু সেই সিডলিংগুলি রিয়ার আপ করা বা গভর্ণমেণ্টের যে পণ্ডস রয়েছে, সেগুলিতে আমরা করবার কতখানি চেষ্টা করেছি সেটা আমরা খোঁজে পাচ্ছিনা। তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা তাতে আমার মনে হয় এখানে যে সমস্ত মৎস্য চাষের উপযুক্ত খাল বিল রয়েছে, শুধু খাল বিলই নয়, যে সমস্ত পাহাড়ি জায়গায় লুংগা জমি রয়েছে সেগুলিতে জল আটক রেখে সেখানে কৃত্রিম লেকের মত ব্যবস্থা আমরা করতে পারি, সেখানে মৎস্য চাষের খুব ভাল রকম ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে যা আমরা করে আসছি তা কোন কাজেই আসেনি। ত্রিপুরা রাজ্যের যে চাহিদা, তাত মিটছেইনা, বরঞ্চ শেষ পর্য্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত গভর্ণমেন্ট ট্যাংক ছিল, সেই সমস্ত ট্যাংকে যে সমস্ত সান্‌স তারা তৈরী করেছে, সেগুলিকে রেয়ার ষ্টাপ করে যদি বড় করা যেত ; তাহলে বাজারে এইগুলি ছেড়ে আমাদের যে চাহিদা তা আমরা মেটাতে পারতাম এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থান সে অবস্থানে মৎস্য চাষের সুযোগ এখানে রয়েছে, অনেক খাল বিল রয়েছে, সেগুলি যদি মৎস্য চাষের উপযোগী করে তৈরী করতে পারি, সেগুলিতে যদি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি তাহলে এখানকার চাহিদা অতি সহজেই মেটাতে পারি। শুধুমাত্র যে গভর্ণমেন্ট ট্যাংকই রয়েছে তা নয়, অনেক পাহাড়িয়া লুঙ্গা জমি রয়েছে, সে সমস্ত লুঙ্গা জমিতে যদি কৃত্রিম লেক্, আর্টিফিশ্যাল' লেক্ সৃষ্টি করতে পারি তাহলে সেগুলিতে মৎস্য চাষের আমরা ব্যবস্থা করতে পারি। এই সম্পর্কে যদি বলা হয় যে আমাদের টাকা পয়সার অভাব, আমি বলব টাকা পয়সার অভাব আমাদের নাই, কেননা প্ল্যানে যে টাকা — যে ফিগার দেখান হয়েছে, তাতে দেখা যায় এ' ব্যাপারে যথেষ্ট টাকা আমাদের দেওয়া হয়েছে। থার্ড প্ল্যানে ২২ লক্ষ টাকা এই ফিসারীর জন্য দেওয়া আছে এবং আমরা যে বাজেট করেছি—বর্ত্তমানে যে বাজেট সে বাজেটে আমরা দেখেছি ফিসারী সম্পর্কে বেশ একটা মোটা টাকা আমরা রেখেছি। রিক্লেমেশান, ডেভলাপ্‌মেন্ট, ওয়াটারসাপ্লাই, কন্‌স্ট্রাকশান ইত্যাদি বাবদ প্ল্যান এবং নন্-প্ল্যান মিলিয়ে পাঁচ লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা আমরা রেখেছি। কষ্ট অব্ নেট্‌স, বোটস্, তারপর এস্‌টাব্লিস্‌মেন্ট রয়ে গেছে,, এস্‌টাব্লিস্‌মেণ্টে এ্যাসিস্টেন্ট, ফিসারী এ্যাসিস্টেন্ট, ফিসারী ইন্‌স্‌পেক্টার, লেবরেটারী এ্যাসিস্টেন্ট, একটা বিরাট এ্যামাউন্ট তার জন্য রেখে দিয়েছি। তারপর আদার চার্জ, কস্‌ট অব্ নেটস্, বোট, ইকুইপমেন্টস, তারপর কষ্ট অব্ কনষ্ট্রাকশান অব ট্যাংক, রিক্লেমেশান, কষ্ট অব্ কার, ভ্যান' কন্‌টিন্‌জেন্‌সী, ক্যাজুয়েল লেবার, কষ্ট অব্ ফিস ফার্ম, কষ্ট অব্ পেট্রল, লুব্রিকেন্ট ইত্যাদি। এই সমস্ত করে আমরা প্ল্যান এবং নন্-প্ল্যানে টোট্যাল আমরা ৫,৭১,০০০ টাকার

প্রতিশান রেখেছি। কাজেই এই সমস্ত টাকা কিসে যাচ্ছে, কোথায় খরচ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমাদের কথা। তাহলে আমরা দেখি যে আমাদের প্ল্যানে প্রচুর টাকা রয়েছে, ফিসারী করার মত যথেষ্ট জায়গাও রয়েছে, জায়গার কোন অভাব নাই, ত্রিপুরায় যে সমস্ত জায়গা রয়েছে তাতে আমরা ফিসারীর জন্য বহু বহু জায়গা সৃষ্টি করতে পারি, অনেক জায়গা রয়েছে সেগুলি রিক্লেম করে মৎস্য চাষ করার এক্ষনই বন্দোবস্ত করতে পারি। লুঙ্গা জমিতে আর্টিফিশ্যাল লেক্ করে বহু ফিসারী ট্যাংক আমরা তৈরী করতে পারি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই সমস্ত ব্যবস্থাকে যদি ব্যুরোক্রেটিক টাইপে সমস্ত জিনিষটাকে চিন্তা করে আসি যে একটা কিছু করতে হলে তার জন্য একটা এষ্টাব্লিশমেণ্ট করতে হবে, তার একজন অফিসার লাগবে, তার একজন সাবর্ডিনেট লাগবে, তার একটা ষ্টাফ প্যাটার্ণ থাকবে এণ্ড ইট উইল কষ্ট এ বিগ অ্যামাউণ্ট অব্ মানি এবং তা যদি ব্যাপার হয়, তাহলে যে উদ্দেশ্যে টাকা খরচ হয় সে টাকার —লাভের ভাগ পিপড়েই খেয়ে নেয়, জনসাধারণের ভাগ্যে তার ছিটে ফোঁটাও এসে পড়বেনা। কাজেই আজকে যে অবস্থা সে অবস্থা আরও কন্টিন্যু করবে, কারণ পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যেভাব চলছে তাতে পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল থাকা আমাদের কোন মতেই চলতে পারেনা আমাদের সেল্‌ফ সাফিশ্যাণ্ট হতে হবে। প্রধান মন্ত্রী আমাদের বলেছেন যে ফুড সম্পর্কে আমাদের সেল্‌ফ সাফিশ্যাণ্ট হতে হবে। আজকে ফিস সম্পর্কেও একই কথা, কেননা ফিস আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ এবং নিত্য প্রয়েজেনীয় দ্রব্য—ইট ইজ মোষ্ট নেসাসারী আইটেম অব আওয়ার ফুড। কাজেই এই সম্পর্কে আমরা যদি সেল্‌ফ সাফিশ্যাণ্ট না হতে পারি, আমাদের যে টাকা খরচ হচ্ছে সে টাকা যদি ঠিক ঠিক মত ইউটিলাইজ করতে না পারি তাহলে আমাদের এই প্রব্লেম আমরা কিছুতেই মিট আপ করতে পারব বলে আমার মনে হয়না। কাজেই আমার মনে হয় আজকে যে অবস্থা চলছে, মাছের যে অগ্নিমূল্য, বাজারে মাছ পাওয়া যায়না, ছোট ছোট পুঁটি মাছ সেগুলিও ছয় টাকা কিলো, বড় মাছের কোন কথাই নাই। কাজেই এই অবস্থায় সাধারণ জনসাধারণের পক্ষে মাছ খাওয়া একটা বড়লোকি কারবার হয়ে পড়েছে। এখন মাছ ছাড়া আমাদের চলেনা কেননা মাছ খেতেই আমারা অভ্যস্ত। এদিক থেকে সরকারের যে প্রচেস্টা, সে প্রচেষ্টায় আজকে পর্য্যন্ত যা হয়ে এসেছে তাতে আমরা দেখেছি যে মৎস্য চাষের যে রকম ব্যবস্থা হয়েছে তাতে বাজারের চাহিদার তুলনায় মাছ যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। এবং তা যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলব যে টাকা আজ পর্য্যন্ত বরাদ্ধ হয়ে এসেছে এবং যে establishment এবং যে cost আমরা তার জন্য বাজেটে বরাদ্ধ করে আসছি, প্রয়োজনীয় জিনিষ, মানে চাহিদামত যদি মিধাতে না পারে তাকে অপচয় ছাড়া আর কি বলব ? কেননা আমাদের fishery সম্পর্কে যে plan করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে যে fish এখানে produce করতে হবে, fish produce করে বাজারে সেটা চালু করে জনসাধারণের চাহিদা মিটাতে হবে। আজকে সেটা যদি মেটাতে না পারি তাহলে এই বাজেট করে, তার একটা establishment maintain করে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত টাকা পয়সা আমরা বরাদ্ধ করছি সেই সমস্ত টাকা পয়সার অপচয় হবে বলে

মনে করি। কাজেই আজকে আমার মনে হয় যে food যেটা আমাদের দরকার, চাউলের বৃদ্ধির দরকার, তার সাথে সাথে fish যেটা আমাদের খাদ্যের আবশ্যম্ভাবী অঙ্গ, সেটাকে যদি self sufficient করতে চাই, তার উপর আমাদের সরকারের বিশেষ নজর রাখা দরকার এবং তারজন্য ত্রিপুরার যে অবস্থা, তাতে এখানে মৎস্য চাষের কোন রকম অসুবিধা হবে বলে আমি মনে করি না। ত্রিপুরায় মৎস্য চাষের খুব সুযোগ রয়েছে এবং সে সমস্ত ব্যবস্থাকে যদি utilise করতে পারি এবং যে টাকা পয়সা আমাদের বরাদ্দকৃত রয়েছে সেই টাকা পয়সাকে যদি আমরা ঠিক ঠিক মত কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমরা মৎস্যের যে problem, সেই মৎস্যের problem অনায়াসেই দূর করতে পারব বলেই আমার মনে হয়। আমার মনে হয় এই সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত আমরা অনেক করে এসেছি বলে আমরা জাহির করছি আমাদের পত্র পত্রিকায়, কিছু কিছু খরচ আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যে আমরা এই খাতে এত করেছি, তার মধ্যে এমন কিছু trangible thing আমি পাচ্ছিনা যার দ্বারা আমরা বলতে পারি জনসাধারণের যে চাহিদা তা মেটাবার কাজে আমরা বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেছি। যা করেছি তার মধ্যে fingerling produce করছি এবং বিক্রী করছি। শুধু তাই নয় কতগুলি ছবি আমরা দেখতে পাই যে Fishermen on way to river কিন্তু ছবি দেখেত পেট ভরবেনা। মাছের ছবি দেখে পেট ভরবেনা, fishermen on way to the river, তারা যাচ্ছে বটে কিন্তু কোন river এ যাচ্ছে, কোথায় তাদের মাছ, মাছের চাষের জায়গা কোথায়? That is ছবি দেখিয়ে ত্রিপুরার সমৃদ্ধি কামনা করা চলবে না। মাছ এখানে ছাড়তে হবে, মাছ এখানে বড় করতে হবে এবং বাজারে ছেড়ে তার চাহিদা মেটাতে হবে। কাজেই প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা trangible work চাই, এবং trangible work চাওয়ার সময় এসে পড়েছে যখন কথা দিয়ে মানুষের পেট ভরেনা। আজকে আমরা যে প্রতিবেশীর কাছাকাছি রয়েছি তার কাছ থেকে আমরা সমস্ত রকম opposition ই পাব, যে আমাদের ব্যতিক্রম করার জন্য উঠে পরে লাগছে। কাজেই আমরা আমাদের প্রতিবেশীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মৎস্য পাব এই দুরাশা ছেড়ে দিয়ে নিজের পায়ের উপর দাড়াতে হলে, self sufficient হতে হলে, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মৎস্য চাষের জন্য যে scheme রয়েছে সেটাক বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আমাদের যে জলা রয়েছে তার প্রত্যেকটি স্থানে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কাজেই তাতে আমি মনে করি যে অতি অল্প কালের মধ্যে আমরা সেই মাছের উৎপাদন করে বাজারে লোকের চাহিদা মত মাছ পাঠাতে পারব। তার জন্য আমাদের পর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবেনা। আমরা নিজেরা নিজেদের মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে পারি যদি সেই সৎইচ্ছা আমাদের থাকে, যদি আমরা আমলাতান্ত্রিক মনোভাব বিসর্জন দিয়ে, যদি আমরা লাল সুতার যে ফাইল সেই ফাইলের বাইরে গিয়ে একটু নিজে পায়ে হেটে সমস্ত ব্যবস্থাটা বুঝবার চেষ্টা করি তাহলে আমরা অনেক কিছু বিষয় বুঝতে পারি। ঠিক যেমন কতক্ষণ আগে Estimate Committee সম্পর্কে বলা হয়েছিল, যদি Estimate Committee লাল ফিতার মধ্যে বাঁধা থাকত তাহলে Minor Irrigation scheme এর যে অব্যবস্থা, সেই অব্যবস্থাটা কারও চোখে পড়ত না। সেট actual তদন্ত করতে হবে।

কাজেই আজকে আমি বলব যারা সরকারী দায়ীত্বে আছেন তারা যেন শুধু লালফিতার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তারা পায়ে হেটে একবার দেখে আসুক সরকারি যে সমস্ত জলা রয়েছে সেগুলিতে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা হয় কিনা। এক্ সরকারের বিশেষ initiativo এ, এর মধ্যে মৎস্য চাষ করে জনসাধারণের চাহিদা; মেটানো যায় কিনা, আমার মনে হয় এই সম্পর্কে সদিচ্ছা থাকলে আমরা ত্রিপুরার যে মৎস্য চাহিদা সেটা অনায়াসে মেটাতে পারব এবং জনসাধারণকে ভাল মাছ খাইয়ে রাখতে পারব বলে আমি দৃঢ় ধারনা রাখি। কাজেই আমি মনে করি আমাদের সরকার Grow more food Campaign এর মত, Grow more fish সম্পর্কেও তারা একটি actul Programme নিয়ে আমাদের প্রত্যেক জলাভূমিতে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করে আমাদের চাহিদা মেটাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Minister in-charge to give reply.

Shri Manindra Lal Bhowmik :—

(Dy Minister)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমানে এই রাজ্যে মাছের মূল্য খুব বেড়েছে, দুর্মূল্য হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে দুষ্প্রাপ্য নয়। এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসীরা এতকাল বহুলাংশে পাকিস্তানের উপরেই নির্ভরশীল ছিলাম। তবে এ জন্য যে আমরা নিশ্চেষ্ট ছিলাম, যে মাছের উৎপাদন বাড়াবার চেস্টা করব না, তা নয়। আমাদের যে সমস্ত fishery schemo রয়েছে সেই fishery scheme গুলি পুরাপুরিভাবে কার্য্যকরী করার চেষ্টা হয়েছে এবং চেষ্টা চলছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের এই রাজ্যে মাছের যে উৎপাদনের figure, আমি তা Houso 'এর সামনে রাখছি। Annual Production of fish in Tripura is estimated to be 3200 M/Ton আর যদি বর্তমানে আমরা ত্রিপুরার লোক সংখ্যা ১২ লক্ষ ধরে নেই এবং যদি Per capita দশ কে, জি, করে ধরে নেই তাহলে আমাদের প্রয়োজন 8400 M/Ton. কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান উৎপাদন হচ্ছে ৩২০০ মেট্রিক টন। কাজেই এই যে একটা ঘাটতি, এটা পুরণের জন্য যা আমাদের প্রয়োজন সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আমি হাউসের সামনে রাখব। তবে মাছের দাম পাকিস্তান থেকে মাছ আসা বন্ধ হয়েছে বলেই বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে General Commoditos এর দামও আমাদের এই রাজ্যে বেড়ে গেছে। তার সঙ্গে অন্যান্য জিনিষের দামেরও একটি সঙ্গতি আছে। কাজেই এটা খুবই অস্বাভাবিক নয়, অন্যান্য জিনিষের দাম যখন বেড়েছে সঙ্গে সঙ্গে মাছের দামও বাড়বে এবং যেখানে এতবড় একটা ঘাটতি আমাদের চলছে। পাকিস্তান থেকে আমরা এখন কোন মাছ পাইনা বলে আপনারা জানেন। তবে সরকারী উদ্যোগে কি ভাবে মৎস্যের উৎপাদন বাড়ানো যায় তার চেষ্টা হচ্ছে। এ সম্পর্কে আমি আপনাদের মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো। আমাদের সরকার ১৯৬.—৬২ ইংরেজীতে ৩১.৮২ লক্ষ Fish seed, Fish

cultivators কে distribute করেছেন। ১৯৬২—৬৩ ইংরেজীতে ৩৭.০২ লক্ষ, ১৯৬৩—৬৪ ইংরেজীতে ৫২.০০ লক্ষ, ১৯৬৪—৬৫ ইংরেজীতে ৬৭.৯২ লক্ষ, আর ১৯৬৫—৬৬তে আমাদের যে programme সেই programme কার্য্যকরী করা সম্ভব হয়নি, কারণ আপনারা জানেন যে আমাদের transport dislocation ঘটে গিয়েছিল, সেই জন্যই আমরা এখানে সারফিনাস কারপিও locally উৎপাদন করার চেষ্টা চলছে। তা'ছাড়া সরকার আমাদের রাজ্যে watery area reclaim করেছেন এ পর্য্যন্ত 88 acre, সেখানে মাছের চাষ হচ্ছে In 1962—63, 20 acre, 63—64, 52 acre, 64—65, 17 acre, 1964—66, 19 acre মোট 88 acres watery area reclaim করা হয়েছে। তারপর আমরা লক্ষ করেছি আমাদের এই রাজ্য বাসী জনসাধারণ যারা fish cultivation এ interested তাদেরকেও আমরা fishary loan দিয়েছি এবং সেই fishary loan পেয়ে তারা যে ভাবে watery area reclaim করেছেন সেই বিবরণও আমি House এর সামনে রাখছি। 1961—62 তে 50 acre. 1962—63 তে 45 acre. 1963—64 তে 47 acre. 1964—65 এ 51·80 acre. 1965—66 এ 100 acre. মোট=293-80 acres' কাজেই জনসাধারণের মধ্যেও যারা মৎস্য চাষে উৎসাহী তারাও যে মৎস্য চাষের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন তাতেই বুঝা যায় per acre এ ক্রমেই উৎপাদন বাড়ছে। এটা একটা trial হিসাবে আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন। যে সমস্ত জলাশয় সরকারী মালিকানায় দেওয়া হয়েছিল, সেই সমস্ত জলাশয়গুলি সরকার জনসাধারণকে lease out করে দেওয়ার কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন। তিনি বলেছেন এতে ফল খারাপ হয়েছে। কিন্তু আমরা বলব এতে তার ফল উৎসাহজনক। তাতে জনসাধারণ অল্প খরচায় মাছের চাষ করতে পারছেন এবং তারা বাজারে অল্প দরেও বিক্রি করতে পারবেন। কারণ তাদের খরচাও কম পড়বে। আমাদের জনসাধারণের এই উৎসাহ লক্ষ্য করে আমরা এই পর্য্যন্ত ১৩টি সরকারী জলাশয় lease out করে দিয়েছি এবং বাকী ৪৭টি জলাশয়ও আমরা lease out করে দেব। তার কারণ বে-সরকারী উদ্যোগে যদি এভাবে মৎস্য উৎপাদন করা হয়, আমাদের যে অভিজ্ঞতা তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাছের চাষের উন্নতি ঘটবে এবং ত্রিপুরার বাজারে মানুষ মাছ পাবে এবং সেটা অল্পমূল্যে পাবে বলে আমাদের ধারণা। তাই আমরা বে-সরকারী এই উদ্যোগকে priority দিচ্ছি এবং আমরা আশা করি এ ভাবে ত্রিপুরাতে মাছের উৎপাদন বাড়বে এবং অচিরেই আমরা দেখতে পাব যে ত্রিপুরার বাজারে মাছ আসবে, অল্প দরে বিক্রি হবে। তবে সেটা সময় সাপেক্ষ। কারণ মাছের চাষের সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে মাছ উঠতে পারেনা। একটি মাছ matured হয়ে বাজারে আসতে কয়েক বৎসর সময় লাগে। অতএব বর্ত্তমান সময়ে আমাদের এই যে অভাব, আমাদের যে কষ্ট হচ্ছে, অধিক দামে আমরা মাছ কিনছি, তা সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই। কারণ পাকিস্তান যখন আমাদের মাছ দেওয়া বন্ধ করেছেন, এ অভাবটা আমাদের সহ্য করতেই হবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার উৎপন্ন মাছ বাজারে না আসছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের এ কষ্ট সহ্য করতে হবে।

Private Members' Motion

Mr. Speaker :— The discussion is over. I would now pass on to the next item. Next item in the list of business is Private Members' Motion. I would now call on Shri Birchandra Deb Barma M. L. A to raise discussion on grow more food compaign in the present situation of the country.

Shri Birchandra Deb Barma :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, বর্ত্তমান যে National Emergency, যেটা due to Pak aggresison to India হয়েছে, তার ফলে আমরা একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি এবং তার জন্য যুদ্ধ শুধুমাত্র আমাদের সীমান্তে হচ্ছেনা, যুদ্ধ হচ্ছে food front এ। কেননা রসদ যদি যোগানো না যায়, জনসাধারণকে যোগাতে হবে এবং যারা যুদ্ধ করবে তাদেরও রসদ দিতে হবে। কাজেই food front হচ্ছে একটা মস্তবড় front যেখানে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে এবং হবে। এ সম্পর্কে আমাদের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে আমাদের self sufficient হতে হবে। ভাল কথা self sufficient আমরা হতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে self sufficient হবো আমরা কিভাবে। এটা কি রাতারাতি আমরা হতে পারি ? তার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে আজকে self sufficiant হওয়া সম্ভব। এ সম্পর্কে সর্ব্বাগ্রে একটা জিনিষ আমাদের চোখে পড়ে, সেটা হচ্ছে বিদেশের উপর খাদ্যে নির্ভরশীলতা আমাদের ত্যাগ করতে হবে। self sufficient হওয়া দরকার যদি আমরা মনে করি তাহলে আমরা বিদেশ থেকে খাদ্য এনে আমাদের জনসাধারণের খাওয়ার ব্যবস্থা করব একথা ছেড়ে দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের উৎপন্ন শস্যে নিজের জনসাধারণের চাহিদা মেটানোর চেস্টা করা দরকার। এখানে যে ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম বিদেশ থেকে খাদ্য আনার ব্যাপারে সেটা হচ্ছে আমেরিকান পি, এল ৪৮০ অনুযায়ী আমরা দীর্ঘ মেয়াদী খাদ্য আনবার ব্যবস্থা করেছি। আমরা দেখেছি Pak agression এর পর আজকে আমেরিকা পি, এল ৪৮০ তে আবার দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে আমাদের খাদ্য দিতে নারাজ, তারা আমাদের উপর নানারকম চাপ সৃষ্টি করতে চেস্টা করছে। এই খাদ্যকে, আমরা দেখছি, রাজনৈতিক পর্য্যায়ে নিয়ে ফেলা হয়েছে। তারা এই খাদ্যের উপর জোর দিয়ে আমাদের পাকিস্তান সম্পর্কে, কাশ্মীর সম্পর্কে একটা আপোষ মীমাংসা চাচ্ছে যেটা আত্মমর্য্যাদার পরিপন্থী, আজকে সেই চাপ আমাদের দিচ্ছে। কাজেই আমি সর্ব্বপ্রথম এই যে P. L. 480 সে সম্পর্কে দু'চার কথা বলবো। এই P. L. 480 অনুযায়ী আমরা আমেরিকা থেকে একটা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে চাউল পাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। এবং সেই P. L 480 অনুসারে যেভাবে আমরা চাউল পেয়েছি তার জন্যে যে জাহাজে করে যে চাউলটা আনার সুবিধা আমাদের দেখান হয়েছিল, যে P. L. 480 যে টাকা সেটা ডলার হিসাবে দিতে হবে না। আমেরিকার অন্যান্য সাহায্য বাবত আমরা আমেরিকা থেকে যে টাকা পেতাম P. L. 480র টাকাটা সেই খাদ্য বাবত এখানে খরচ হতো। তারপর আর একটা অংশ যাবে এখানে আমেরিকার যে এমবেসী রয়েছে তার কার্য্যে, সেই P. L. 480র টাকাটা তারা এখানে নিযুক্ত করতেন। তবে জাহাজ থেকে নিয়ে আসতে হবে সেই জাহাজের ডলারে এবং সেই জাহাজ হচ্ছে আমেরিকার জাহাজ। কাজেই ডলার দিয়ে সেই টাকা পরিশোধ করতে হবে।

আমরা প্রথম দেখেছি যে এর ফলে আমাদের সেই ডলারেই চাউল কিনতে হলো। আমরা ডলারে না কিনে আমাদের যে টাকা সেই টাকারই চাউল কিনতে পারতাম। কিন্তু এর ফলে দেখা গেল যে ডলারটা আমরা মনে করছি যে সারপ্লাস করতে পারব চাউলের টাকা না দিয়ে, সে ডলারটা পরিশোধ করতে আমাদের যা হচ্ছে হবে, আমেরিকার টুরিস্ট যারা আসত এবং আমেরিকার এমবেসীর জন্য এখানে যে টাকাটা তারা খরচ করতো সেটা ডলারেই তারা খরচ করতো। কিন্তু এর ফলে হলো কি সেই ডলারের টাকা, সেই আমেরিকান টুরিষ্ট যারা আসবে From American Ambassy, ঐ টাকা তারা পেয়ে যাবে। কাজেই আমাদের লাভ যেটা মনে করেছিলাম যে ডলারে না এনে এটা আমরা Rupee তে আমাদের টাকায় Payment করতে পারবো। কিন্তু দেখা গেল কার্য্যকালে সেই ডলারটা আমরা যে ডলার পেতাম From American tourist এবং আমেরিকার এমবেসীর খরচ চালানো ব্যাপারে, তাতে আমরা সেই যে ডলারটা উপার্জন করতে পারছি না। কাজেই আমাদের সরকার মনে করেছে যে ডলার আমাদের সাশ্রয় হবে। কেন না যে টাকাটা আমাদের ডলার হিসাবে দিতে হতো সে ডলার আমাদের দিতে হবে না। এই চাউলের দামটা আমরা টাকাতেই পরিশোধ করতে পারবো। কিন্তু তার ফলে যে ডলার আমরা উপার্জ্জন করতে পারতাম from American tourist এবং যে ডলার American Ambessyর কার্য্য চালাবার জন্য তারা এখানে খরচ করতো সে ডলারটা আমরা হারিয়েছি। কাজেই লাভের ঘরে আমাদের একই অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর চাউলের যে দাম সে দামটাও আমরা দেখছি in 1961এ P. L. 480 তে food grain India imported 34 laks tons of food grains. In 1961 India imported 34 14 lakhs tons of food grains at Rs. 376·63 per ton. সেটা আবার in 1962 তে 393·77 টাকা per ton বেড়ে গেছে, in 1963 তে Rs. 402·63 per ton and in 1964 তে Rs. 424·64 per ton কাজেই দামটা দেখছি যে প্রত্যেক বৎসরই বেড়ে যাচ্ছে। আমেরিকা তার সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা রেখে চড়া দামে সেখানকার বিক্রি করছি। কাজেই আমি বলবো যে চাউল আমরা এখানে খাচ্ছি তাকে উৎকৃষ্ট চাউল বলে আমরা Certificate দিতে পারছি না। নিকৃষ্ট চাউল চড়া দামে বাজারে ছাড়বার সুযোগ এই P.L. 480 তে পেল। এবং আমরা তাকে একটা boon বলে গ্রহণ করে নিলাম কিন্তু তার ফলে হলো কি, self sufficient হওয়ার যে plan সেটা চলে গেল। আমরা মনে করলাম যে বাইরে থেকে যখন বহু চাউল পাচ্ছি, তখন দেশকে self sufficient করার যে প্রয়োজনীয়তা সেটা কমে গেল। আমরা হিসাব করে দেখেছি যে 3rd Planএ anticipated turget of 45 millions Tons of rice and 15 millions Tons of wheat in 1965 66 আমাদের ছিল 45 millions Tons of rice and 15 millions Tons of wheat এবং আমরা 1964-65 এ Production was calculated as 38·07 million tons of rice and 12 01 millions Tons of wheat কাজেই যে ভাবে আমরা যাচ্ছি তাতে দেখা যায় যে আমাদের Demand হচ্ছে 95 million

Tons against the demand, we are already producing 88·04 million tons. কাজেই আমাদের যে Deficit হচ্ছে 8 or 9 million Tons সেটা খুব বেশী নয়। সে Deficit বেশী না হওয়া সত্ত্বেও' বহুল পরিমাণ চাউল আসার পরও এই চাউল কোথায় যেত তার কোন হদিস মিলত না। ইদানীং এর হদিস কিছু মিলেছে। আমাদের পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ফুলিয়া যখন পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন, তখন তার চোখের সামনে দেখা গেল যে ট্রাকে ট্রাকে চাউল পাকিস্থানে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এটা তার চোখের সামনে হলো এবং তিনি যখন এর একটা action নিতে গেলেন তখন দেখা গেল বাজারে একমুষ্টি চাউল নেই। আজকে আমরা দেশের প্রতি বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আমাদের কোন কোন সদস্য বলেন যে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা দেশকে ভালবাসেন কি না সন্দেহ আছে। আমি বলবো আজকে যারা দেশের এই অবস্থা জেনেও হাজার হাজার মণ চাউল পাকিস্তানে পাচার করে দেয়, আজকে দেশের সেই বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তাদের সেই মনোভাব কোথায় থাকে? তারা কত বড় জঘন্য শত্রু হতে পারে সেটা চিন্তা করা যায় না। কাজেই আজকে আমাদের এই অবস্থা। আমাদের দেশে চাউলের যে Deficit, আমরা দেখি more than 9 million Tons Deficit, তার উপর আমরা Lakhs of Tons বাইরে থেকে আদায় করে আনছি। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশের চাউল দেশে থাকে না। আমাদের দেশের চাউল পাচার হয়ে যাচ্ছে অন্যত্র। কাজেই এই ব্যবস্থাকে আজকে প্রতিবিধান করবার জন্য কি ব্যবস্থা আছে? Grow more food করে এই আমাদের Deficit কে কমানো, সেটা ভাল কথা। কিন্তু তার সাথে সাথে এই ব্যবস্থা করতে হবে যে দেশের প্রতিটি কণা চাউল যেন দেশে থাকে। কিন্তু সেটা হচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ত্রিপুরায় কে কার খোঁজ রাখে। পশ্চিমবঙ্গের Cheif Minister P. C. Sen went to Fulia, a border town to receive some donation to the Defence fund. There he saw hundred of maunds of rice is carried, towards the border on by cycle, Reckshow and other means of Transport. সেটা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী P. C. Sen, এর চোখে পড়েছে। তাঁর চোখের বাইরে কত হাজার হাজার মন চাউল পাচার হয়ে যাচ্ছে তার খোঁজ কে রাখে? আমি বলবো এটা যদি না হয় তাহলে আমাদের 8 million Tons এর জন্য এত ধার আনতে হয় কেন? আমরা PL. 480 অনুযায়ী 1964-65 এ 62 70 Lakh Tons চাউল import করেছি। Actually আমাদের Deficit হলো 10 million Tons কাজেই যে টাকায় আমরা বাইরে থেকে চাউল আনছি তাতে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা দেশের মাল দেশে রাখিবার চেষ্টা করছি। কাজেই আজকে এই যে একটা ব্যাপার, চাউল পাচার হয়ে যাচ্ছে, যেটা হয়তো লোক চক্ষুর অন্তরালেই থাকত, আজকে পশ্চিমবঙ্গের একটা ঘটনা দিয়ে সেটা আমরা চোখের সামনে নিয়ে আসতে পারছি। কেন না মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় পশ্চিমবঙ্গে নিজের চোখের সামনে দেখেছেন। তিনি তার বিরুদ্ধে Public Meeting এ জোর গলায় ভয়ানক একটা বক্তব্য রেখেছেন যে এটা দেশদ্রোহিতার একটা চরম ব্যাপার। পাকিস্তানের সঙ্গে যখন আমাদের এই

অবস্থা তখন আমরা পাকিস্তানে চাউল চালান দেই। তারচেয়ে একটা বড় কথা হচ্ছে এই যে আজকে P L 480 সম্পর্কে জনসাধারণের মনোভাব পরিষ্কার হয়ে গেছে। জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে যে আজকে যখন ভারত একটা বিপদে পড়েছে তখন আমেরিকা সেখানে দর কষাকষি করছে। তখন বলছে যে P L 480 দেব কি দেব না আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী দিতে পারবো না, স্বল্প মেয়াদী দিতে চেষ্টা করবো। এই রকম একটা ব্যবস্থা করছে। তখন তারা সেটা কৃষি দপ্তর থেকে বৈদেশিক দপ্তরে নিয়ে এসেছে। আগে P L 480 মঞ্জুর করতো কৃষিদপ্তর, আজকে সেটা বৈদেশিক দপ্তরে নিয়ে এসেছে। বৈদেশিক দপ্তর সেটা দেখবে দেওয়া যায় কি যায় না। তখন জনসাধারণের মনোভাব PL 480 বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছে যে আমরা বাইরের চাউল খাবনা, এই দাসত্বের চাউল খাব না। না খেয়ে মরব সেটাও ভাল। কিন্তু আমরা দেখি ঘটনার আড়াল খুলে যাচ্ছে। আজকে জে ডি বিড়লা, টাটা প্রমুখ বড় বড় যারা Multi Millionaire ভারতে খাদ্য যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা বলছে আমেরিকা তো ভাল মানুষ। আমেরিকা কি করেছে? আমেরিকা তো ভারতের সুখ্যাতিই করে। আমেরিকার ব্যাপারে তোমরা এত বিভ্রান্ত হচ্ছ কেন? বিড়লার সেই India weekly—In an interview with "India weekly" in London Birala said in recent war with Pakistan the Jhonson Administration reafirmed that America was full of sympathy with India, her democratic Institution ard secular way of life. They highly praised our Indian Armed Forces, they regarded our Army as a exceptional unit আমেরিকা আজকে পাকিস্তানকে স্যাবার জেট দিয়ে, প্যাটন টেঙ্ক দিয়ে সাহায্য করেছে কিন্তু সিয়াটো সেণ্টোর সামরিক চুক্তি অনুসারে কথা ছিল যে কমিউনিষ্ট aggression এর বিরুদ্ধে সেগুলি used হবে। আজকে পাকিস্তান সেগুলি ভারতের বিরুদ্ধে use করছে। আমেরিকা সেখানে বিন্দুমাত্র টু শব্দ করছে না। কিন্তু বিড়লা দেখতে পেলেন যে আমেরিকা ভারতের খুব প্রশংসা করছে। ভারতের প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ। এটার কারণ হচ্ছে, এই সমস্ত millionaire কে আমেরিকা কিনে রেখেছে। দেখা যায় বিড়লা তার বহু প্রতিষ্ঠানের মারফতে যেমন হিন্দুস্থান মোটর ওয়ার্কস যেটা বিড়লার, সেখানে an amount of 75 millions for expanding that automobile capacity through United States Agency for international development V S H দেওয়া হয়েছে। তারপরে National Engineering Industry, Jaipur সেটা বিড়লার directorship এ আছে। সেখানেও দিয়েছে 20 million rupees. 110 millions again to Hindustan Motor as Second Loan for extending progress. এ রকম আরো বহু ব্যাপারে আজকে বিড়লাকে এই সমস্ত আমেরিকার money তারা দিচ্ছে। কাজেই আজকে বিড়লা সুর পাল্টে ফেলেছে। আজকে বলছে যে আমেরিকা আমাদের জন্য খুব ভাল কাজ করছে। আমেরিকা আমাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শাস্ত্রীজী একবার গেলেই সব মিটমাট হয়ে যাবে। কোন রকম ঝামেলাই সেখানে থাকবে না। P L 480

এমন কি ব্যাপার, সব মিটমাট হয়ে যাবে। কাজেই আজকে শাস্ত্রীজী বলছেন যে আমাদের **self sufficient** হতে হবে। আমরাও তার উপর জোর দিচ্ছি যে **self sufficient** আমাদের হতেই হবে। তার জন্য এই সমস্ত বৈদেশিক আমদানীর উপর আমাদের ভরসা একদম ছেড়ে দিতে হবে। আমরা তাদের স্বরূপ বুঝেছি। আমরা দেখেছি যে কিভাবে তারা পাকিস্তানকে যুদ্ধে শুধু সাহায্যই করেনি এখনও তারা দেখছি যে পাকিস্তানের যে সমস্ত ট্যাঙ্ক এবং জেট ভেঙে গেছে সেগুলিকে মেরামত করবার জন্য অ্যামিরিকান এক্সপার্টরা চেষ্টা করছে। ২০শে অক্টোবর নয়াদিল্লীর আই, পি, এর সংবাদ "ইংগ-অ্যামেরিক্যান সহায়তায় পাকিস্তান তার সাঁজোয়া গাড়ীর বাহিনীটাকে পুনর্গঠিত করার তোড়জোড়ের কাজে লেগেছে বলে জানা গেল। এরমধ্যে রাওয়ালপিণ্ডিতে অ্যামেরিক্যান বিশেষজ্ঞরা এসেছে। পাকিস্তানী সাঁজোয়া বাহিনীকে এবং বিশেষ করে ট্যাংকের চালকদের এই বিশেষজ্ঞরা বিশেষভাবে ট্রেনিং দেবে। অ্যামেরিক্যান সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে ট্যাংক যুদ্ধে পাকিস্তান যেভাবে মার খেল এটা ছিল পাকিস্তানী ট্যাংক চালকের অনভিজ্ঞতা। তাদের অভিজ্ঞ করে, সে সমস্ত ভাংগা প্যাটন ট্যাঙ্ককে জোড়া লাগিয়ে বিধ্বস্ত স্যাবার জেটকে আবার পুনর্গঠিত করবার কাজে তারা নেমে গেছে।" আর আমাদের বিড়লা, আমাদের টাটা সেই অ্যামেরিক্যান প্রভুদের জয়গান করছে যে তারা ভারতের পক্ষে সব সময় ওকালতি করেছে। ভারতের প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ কাজেই পি, এল, ৪৮০ সম্পর্কে কোনরকম গোলমাল করো না। এটার আমরা একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। একমাত্র শাস্ত্রীজীর যাওয়াটা হচ্ছে দরকারী। তিনি অ্যামেরিকা গেলেই সব মিটমাট হয়ে যাবে। আজকে এই ব্যাপারে আমরা একটা সঠিক খাদ্য নীতির উপর কার্যধারা অবলম্বন করতে চাই যাতে করে বিদেশী খাদ্যের উপর আমাদের নির্ভর না করতে হয়, যাতে করে আমরা সেলফ্ সাফিসিয়েণ্ট হতে পারি। কিন্তু সেল্ফ্ সাফিসিয়েণ্ট হওয়ার জন্য আমাদের খুব বেশী একটা কিছু করতে হবে না কেননা আমাদের যে ডেফিসিট সেটা ৮ থেকে ৯ মিলিয়ন টন্স্' এর মত ডেফিসিট, এর বেশী আমাদের ডেফিসিট নেই, আমাদের সরকারী হিসাব যদি আমরা ঠিক ঠিক মত পেয়ে থাকি। কাজেই আজকে আমার মনে হয় যে আমরা যদি এগিয়ে যাই একটা প্ল্যাণ্ড ওয়ার্ক নিয়ে ত'হলে আমাদের ডেফিসিটটাকে আমরা অতিক্রম করতে পারি। এই সম্পর্কে এস্টিমেট কমিটী আমাদের যে চেহারা দিয়েছেন মাইনর ইরিগেশান স্কীম সম্পর্কে, সে সম্পর্কে আমি না বলে পারিনা যে এটা একটা খুব আশাপ্রদ চেহারা নয়। এই যে ছবি ফুটে উঠেছে এটা নৈরাশ্যজনক, গ্লুমি পিক্চার। আমাদের মাইনর ইরিগেশন স্কীম যেটা গ্রো মোর ফুডের প্রডাকশানে অতিশয় অত্যাবশ্যকীয় ইনস্ট্রুমেণ্ট সেটা চালিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করে খাদ্য শস্যকে বাড়াতে হবে। সেই খাদ্যশস্য বাড়ানোর ব্যাপারে ইরিগেশান ওয়ার্কের, যে গাফিলতি দেখেছি, আর কোন্ ডিপার্টমেণ্ট এই কম্প্লিটেড ওয়ার্কটা নেবে তার আজ পর্য্যন্ত হদিশ পাচ্ছি না। আমি বলব এটা একটা ক্রিমিন্যালিটি। এর চাইতে বড় ক্রিমিন্যালিটি আমি খুঁজে পাইনা। আজকে যেখানে আমরা ফুড ফ্রণ্টে যুদ্ধ করছি এবং বর্ডার ফ্রণ্টে আমাদের সোলজাররা যুদ্ধ করছে সেখানে আমাদের ইরিগেশন বলছে কম্প্লিট হওয়ার পর সেই প্রজেক্টগুলি কাজে লাগাবার জন্য ডিপার্টমেণ্ট খুঁজে

বেড়াতে হবে। ঐ ডিপার্টমেন্ট বলে যে আমরা এই কাজ নেব না, ঐ ডিপার্টমেন্ট বলে যে আমি এই কাজ নেব না অথচ আমরা তাদের বেতন দিচ্ছি এর জন্য। তারা আজকে পড়িমসি করে দেশের যে একটা মস্তবড় নেসেসারী ইরিগেশন, সেটাকে বিলম্বিত করে রেখে, সেটাকে ফ্রাস্ট্রেট করে দেবে তার জন্যই কি আমরা তাদের বেশী বেশী মাইনে দিচ্ছি? কাজেই আজকের দিনে এটা একটা গ্লুমি পিক্‌চার। ত্রিপুরা সম্পর্কে আজকে আমাদের যারা শাসন কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাছে আমি বলতে চাই যে এই অবস্থা ত্রিপুরার জনসাধারণ সহ্য করবে না, আপনারা অবহিত হোন এই মাইনর ইরিগেশনকে কাজে লাগাবার জন্য সমস্ত চেষ্টা আপনাদের নিয়োজিত করতে হবে। তাছাড়া আমাদের এই হিউজ অ্যামাউন্টের অপচয় আমরা সহ্য করতে পারব না। কাজেই আমার মনে হয় আজকে আমাদের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। শুধুমাত্র ফাইলের ভিতর না রেখে আমাদের পায়ে হেঁটে দেখতে হবে কাজ হচ্ছে কি হচ্ছে না। ত্রিপুরার যে অবস্থা সেটা সরকারী রেকর্ডেই বলে। আমরা দেখেছি যে একটা প্রশ্নেতে ১৯৬০-৬১ তে ত্রিপুরার অ্যাভারেজ ইল্‌ড ছিল এখানে বলছে যে ১৯৬০-৬১ এর পূর্বে পারইল্ডটা কোন রকম বাড়ছিল না। ১৯৬০-৬১তে অ্যাভারেজ ইল্‌ড পার একর ছিল ১৫.১২ মণ, ১৯৬১-৬২তে ১৫.৬৫ মণ, ৬২-৬৩তে ১৫.৫২ মণ, ৬৩-৬৪তে ১৫.৪০ মণ। কাজেই ইন কম্পারিজন টু ১৯৬১-৬২ আমরা দেখছি যে আমাদের অ্যাভারেজ ইল্‌ড পার একর কমে আসছে। যেখানে ছিল ১৫.৬৫ মণ ১৯৬১-৬২তে সেখানে দেখা যায় ১৯৬২-৬৩তে ১৫.৫২ মণ এবং ৬৩-৬৪তে কমে আসছে, সেখানে দেখছি ১৯৬৩-৬৪তে ১৫.৪০ মণ অ্যাভারেজ ইল্‌ড অব প্যাডি পার একর। কাজেই এটা আমাদের যে সরকারী হিসাব তাতে দেখা যায় যে আমাদের অ্যাভারেজ ইলড অব প্যাডি পার একর কমে আসছে। ৬০-৬১ তে যে একটু বেড়েছে তার মানে হচ্ছে যে সেখানে অনেকগুলি নূতন প্যাডি ল্যাণ্ড, নিউ প্যাডি ল্যাণ্ড ওয়াজ ব্রট আন্ডার কালটিভেশান। Estimated new areas brought under cultivation since 1960-61 is 26,550 acres. ১৯৬০-৬১ থেকে আজ পর্য্যন্ত নিউ প্যাডি অ্যারিয়া আমরা আণ্ডার কালটিভেশানে নিয়ে এসেছি। অনাবাদী জমি আমরা নিয়ে এসেছি এবং হোল ইণ্ডিয়ার যে স্ট্যাটিস্টিক্‌স তাতেও আমাদের বাড়ছে বলে আমি দেখি না। ১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৬২-৬৩ পর্য্যন্ত দশ বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের বৃদ্ধির হার শতকরা আড়াই ভাগেরও কম এবং এই বৃদ্ধি প্রধানতঃ ঘটেছে আবাদি জমি বাড়িয়ে, জমির উৎপাদিকা শক্তি একরকম বাড়েনি বল্লেই হয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৬১-৬২ সাল পর্য্যন্ত আবাদি জমির পরিমাণ বেড়েছে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ, কিন্তু একর প্রতি উৎপাদিকা শক্তি খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে শতকরা ০.৮৩ ভাগ এবং অন্যান্য শস্যের ক্ষেত্রে ১.৯ ভাগ (শতকরা), কাজেই খাদ্যশস্যের যে এভারেজ ইল্ড পার একর সেটা কোনখানে বাড়েনি, ত্রিপুরা রাজ্যেও বাড়েনি এই অবস্থায় এইগুলি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তার প্রধান কথা হচ্ছে আমাদের ফুড প্রডাকশান ব্যাপারে আমাদের খাদ্যশস্য বাড়াতে হবে এটা অনস্বীকার্য্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কোয়েশ্চান আসছে—কোয়েশ্চান অব্ ল্যাণ্ড রিফরম্‌স, আজকে আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নন্দজী আক্ষেপ করে বলছেন ল্যাণ্ড রিফরম্‌স' এর ব্যাপার ঠিক ঠিক মত হয়নি, ল্যাণ্ড রিফরম্‌সের যে উদ্দেশ্য আমাদের ছিল তা

ঠিক কমপ্লেক্স হয়নি। কৃষকদের হাতে আমরা এখন পর্যন্ত জমি দিতে পারিনি। আমাদের যে হিসাব, কতকগুলি ব্যাপারে আমরা দেখি যে খাসের জমি কমলপুরে ১১, ৩৮৭'৮৩ একর আমরা খাসের জমি পেয়েছি—সার্ভে সেটেল্‌মেণ্টের পর ধর্মনগরে ৭,৫৮৭'৩৯ একর, সদরে ৮১,০৭২'৩৩ একর, সোনামুড়ায় ২,০১৯'৩৩ একর, খোয়াই ৩০,৩০০'৯৭ একর, এই সমস্ত খাসের জমি আমরা পেয়েছি। এই জমিগুলির ব্যাপারে দেখি তার এভারেজ ইল্ড—সেগুলির বিলি ব্যবস্থার কি হয়েছে, আজকে কি করে খাসের জমি কৃষকদের মধ্যে দিয়ে তাদের নুতন ভাবে কৃষিকার্যে উৎসাহিত করতে পারি, কৈ তার কোন দৃষ্টান্ত আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিনা। ত্রিপুরার এভারেজ ইল্ড বেড়েছে বলে আমার মনে হচ্ছেনা, বরং আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে এভারেজ ইল্ড কমে আসছে। কাজেই আজকের দিনে কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে, কি করে আমরা সেলফ সাফিশ্যাণ্ট হতে পারি। একটী হচ্ছে আমাদের বাঁধ দিতে হবে, সেচের ব্যবস্থা করতে হবে, কৃষকদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, কৃষকদের ঋণের সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম যে ব্যাঙ্কে জাতীয়করণ করে, স্পেকুলেশান করে যে টাকাটা খাটাচ্ছে সে টাকাটা যাতে কৃষি কার্যে ব্যয় করা যায় সেজন্য তার ব্যবস্থা করতে হবে। একথার অর্থ এই নয় যে ব্যাংক জাতীয়করণ—ন্যাশানালাইজেশন করলে এই ব্যাংকের আণ্ডারে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল সে সমস্ত উঠিয়ে দিতে হবে; সেগুলিকে রাখতে হবে, সেগুলি রেখে যে টাকাগুলি স্পেকুলেশানে খাটছে সেগুলিকে আজকে ব্যাংককে ন্যাশানালাইজ করে কৃষিকাজে লাগাতে হবে। দ্বিতীয় কথা যেটা মোস্ট এসেনশ্যাল সেটা হচ্ছে ইকুইট্যাবল ডিস্ট্রিবিউশান, আমাদের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন করতে হবে এবং সে খাদ্য যে ব্ল্যাকমার্কেটিং হচ্ছে, পাচার হচ্ছে সেটাকে বন্ধ করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইকুইট্যাবল ডিস্ট্রিবিউশান এবং ইকুইট্যাবল ডিস্ট্রিবিউশান'এর জন্য সরকারকে আজ নিজে নেমে আসতে হবে—the responsibllity of wholesale trading of rice and food production, সেটা সরকারকে নিজে নিতে হবে, সেটা প্রাইভেট বিজনেসম্যানদের হাতে ছেড়ে দিলে চলবে না, আমরা চাই যে ফুডের হোলসেল ডিস্ট্রিবিউশানের ব্যাপার সেটা Government will take the initiative and responsibility on his own shoulder. কোন প্রাইভেট বিজনেসম্যানের কাছে হোলসেল রাইস অর রাইস প্রডাক্টস থাকবে না, রিটেইল শপ সেটা তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। হোলসেল বিজনেস—সমগ্র ধানের একচেটিয়া বিজনেস—it must have been controlled by the Government এবং এই সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টকে একটা পরিষ্কার দৃষ্টিভংগী নিয়ে আসতে হবে। অন্যান্য জায়গায় যেমন পশ্চিমবঙ্গে কি কি করে লেভি আদায়ে পথ করবে তার একটা ব্যবস্থা তারা করেছে। অনেক জায়গায় সেটা দেখা গেছে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে আজ পর্যান্ত সরকার এর এই সম্পর্কে কোন রকম সঠিক বিবরণ পাচ্ছি না যে তারা কি করবেন। আমরা চাই এই সম্পর্কে সরকারের সুদৃঢ় মতামত ব্যক্ত করুন যে খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যাপারে তারা কি মনে করছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রফিটিয়ারিং এবং হোর্ডিং সেটাকে দমন করতে হবে, কঠোর হস্তে সেটা দমন করতে হবে, তারমধ্যে মায়া মমতা করলে চলবে না। সরকারকে দেশের

আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে যে রকম কঠোর মনোভাব নিতে হয়, প্রফিটিয়ারিং এবং হোর্ডিং দমন ব্যাপারেও তেমনি দৃঢ় মনোভাব নিতে হবে। তা-না-হলে আমাদের যত কথা, যত বুলি সবই ফাঁকা আওয়াজ হবে। আমরা সেল্‌ফ সাফিশ্যাণ্ট হওয়ার জন্য বহু প্রচার পত্র বিলি করছি, গ্রো মোর ফুড'এর জন্য কতকগুলি লিফলেট আমরা তৈরী করেছি, কত গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়েছি, ডেমন্‌স্ট্রেশান, সিনেমা দেখিয়েছি ; এই সমস্ত করে গ্রো মোর ফুড ক্যাম্‌পেন হবে না। সেগুলি কেবল মাত্র কাগজে লেগে থাকবে। গ্রো মোর ফুড ক্যামপেনে যদি সত্যিকারে নেমে আসতে হয় তাহলে এই সমস্ত পন্থা গ্রহণ করতে হবে। খাদ্যশস্যের জন্য কৃষককে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে, খাদ্যশস্যের অপচয় বন্ধ করতে হবে খাদ্যশস্য অন্যদিকে পাচার না হয়ে যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ইকুইট্যাবল ডিস্ট্রিবিউ-শানের পুরাপুরি রেসপনসিবিলিটি সরকারেব উপব নিতে হবে এবং আমি মনে করি এই সমস্ত ব্যবস্থার দরকার এবং তাহলেই আমরা গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেনকে সফল করে তুলতে পারব।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Karunamoy Nath Choudhury.

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে আমাদেব বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য অধিক ফসল ফলানোব জন্য কয়েকটি কথা বলেছেন। কিন্তু তাব মধ্যে বাজনীতির পবিমাণ তিনি এনেছেন অনেক বেশী। ভারতবর্ষেব জনসাধারণ আজ যে পর্য্যায়ে, সে পয্যায়ে ভাবত সবকাব চিন্তা করবেন। আমবা ত্রিপুরায় বাস করলেও সেই আমেবিকাব যে পি, এল, ৪৮০ ধাবা আইন, সেই আইন অনুযায়ী খাদ্যের অংশ আমরা পাচ্ছি। সুতবাং তার আলোচনা কবব সত্য, কিন্তু কোন জনসাধারণকে অভুক্ত বেখে যুদ্ধ পরিচালনা কবতে পারব না। আমরা আমেবিকা সম্পর্কে সজাগ আছি, ব্রিটিশ সম্পর্কেও সজাগ আছি এবং তেমনি চীন এবং পাকিস্তান সম্পর্কেও সজাগ আছি। এক সময়ে যখন হিন্দী-চীনি ভাই ভাই সম্পর্ক ছিল তখন আমাদের দেশেব একদল লোক এত উৎসাহিত হয়ে পড়েছিল যে চীন দেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে, চীনদেশ থেকে সাহায্য এনে আমাদেব দেশেব অভুক্ত জনসাধারণের সাহায্য কবতে চেয়েছিলেন এবং যাবা চেযেছিলেন তাদেব দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ কবতেই তারা ক্ষেপে গেলেন। হয়ত তাবা জানতেন না যে চীন দেশেও খাদ্য আসত কানাডা থেকে ঋণ হিসাবে। আমাদের এখানে যে ৪৮০ ধাবা আমেরিকার আইন অনুযায়ী খাদ্য আসত, সেরকম হাজার হাজাব টন খাদ্য চীন দেশে আসত এবং সেই চীনেব যে চাউল, সে চাউল দিয়ে বাজনৈতিক চালাবাজী তাবা কবতেন এবং সেই চালাবাজী তাবা ভারতে বসে বসে কাঠি নাড়াতেন। তাদেব প্রতি সন্দেহ বা তাদেব দেশপ্রেমের প্রতি সন্দেহ বা কটাক্ষপাত যদি আমবা কবি, তাহলে আমাদেব নৈতিক অধিকাব আছে বলেই আমি মনে করি। আমি আশা কবি যে আমরা যতটুকু সম্ভব চেষ্টা কবি যাতে দেশের ঐতিহ্য অনুযায়ী দেশের ঐক্য এবং সংহতি বজায় থাকে। সে দিকে দৃষ্টি রেখে আশা করি বিরোধী পক্ষের যারা নেতৃবর্গ তারা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সে কথাগুলি না তুললে ভালই হয়। তাদেব অধিক ফসল ফলাও

আন্দোলনে যে সমস্ত মূল্যবান সাজেশান থাকবে সেটা আমি আশা করি দেশবাসী তথা আমাদের সরকার নিশ্চয়ই সুন্দরভাবে গ্রহণ করবেন। আজকে এখানে জমি সম্পর্কিত যে আইন সে সম্পর্কে বলতে যেয়ে একেবারে মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে পর্য্যন্ত এখানে তারা এনেছেন, কিন্তু আমি শুধু একটা প্রশ্ন করব যে জমি যেভাবেই হস্তান্তর হউক না কেন, কৃষককেই সেই জমির ফসল উৎপাদন করতে হবে এবং শেষ পর্য্যন্ত কৃষককে যদি ফসল উৎপাদন করতে হয় তাহলে আমাদের চিন্তা ধারায় কৃষককেই প্রথম স্থান দিয়ে, তারপর অন্যান্য সবকিছুর স্থান দেওয়া দরকার রয়েছে। আজকে আইনে যাহাই আছে, আইন কৃষককে সোজাসুজি অধিকার কতটুকু দেওয়া হয়েছে, কতটুকু খাসের জমি পাওয়া গেছে, ঠিক একথার উপর অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন কতটুকু নির্ভরশীল আজকের জরুরী সময়ে চিন্তা করতে হবে। কারণ আইনের ছিদ্র আছে বলেই সেখানে অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন থেকে আমরা দূরে থাকতে পারিনা। কারণ আমি জানি যে আমাদের দেশের যারা জোতদার, যারা কৃষক তাদের ভিতর অসীম দেশপ্রেম রয়েছে। যদি সত্যিকারের দেশপ্রেম তাদের ভিতর জাগিয়ে তুলতে পারি তাহলে এই আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে তারা বিচার বিবেচনা অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন থেকে তারা দূরে থাকতে পারেনা। আমি আশা করব এই জরুরী সময়ে, যে সময়ে আমাদের দেশ যুদ্ধের সম্মুখীন, সে সময়ে কি করে জমিতে প্রকৃতপক্ষে অধিক ফসল ফলান যায় সে সম্পর্কেই চিন্তা ধারা কনফাইন থাকা অনেক ভালো। আমি অধিক ফসল ফলাও আন্দোলনের ব্যাপারে বলতে যেয়ে বলব যে অধিক ফসল অর্থ অধিক পরিশ্রম, অধিক সার, অধিক জল দেওয়া, অধিক রক্ষনাবেক্ষণ, তার সাথে আছে অধিক ব্যয় আর তার থেকে পাব অধিক ফসল। এই কয়েকটি কথার উপরই অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন ঠিক ঠিক ভাবে নির্ভর করবে বলে আমি মনে করি। আমি আশা করেছিলাম পি, এল, ৪৮০ অনুযায়ী ভারত সরকার এর যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়, সে ক্ষয়ক্ষতির সংগে তুলনা করে বিরোধীপক্ষের সদস্য আমাদের সরকারের প্রতি একটা অনুরোধ জানাবেন—সেই অনুরোধ হবে যে এই ক্ষয়ক্ষতি বিদেশকে না দিয়ে, দেশের যারা কৃষক তাদের দেওয়া হউক, এই সাজেশান তাদের থেকে পেলে আমি খুশী হতাম। আজকে খুব সুক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এখানে যে চাউল সংগ্রহ করা হয় সেই চাউল আমরা এমন দরে ক্রয় করি, যে দর কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয়না। যদি সেটা কৃষকের কাজে লাভজনক করে তুলতে না পারি তাহলে শুধু প্রচারপত্রের মারফত যতকিছুই বলিনা কেন, আমাদের উৎপাদন বাড়ান খুবই শক্ত। কৃষক গরীব, কৃষক জমিতে খেটে যে ফসল উৎপাদন করবে সে ফসলের উপরই জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পন্থা হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে তার উৎপাদন এর বিনিময়ে সে কি পেয়েছে। আমি যতটুকু জানি, আমাদের এখানে ধান চাউল যেভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে, আজ পর্যন্ত সরকার থেকে যে দর কৃষকদের দেওয়া হয়েছে, কোন সময়েই সে দর কৃষকের আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হয়নি; যার ফলে এই অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন আমরা যতটুকু আশা করছিলাম ততটুকু অগ্রসর হতে পারেনি। এখানে বক্তৃতা

প্রসঙ্গে বক্তা নিজেই বলেছেন যে জমির উৎপাদিকা শক্তি কমছে, আমার মনে হয় এটা তার হিসাব নয়, এটা সরকারী হিসাব। ইতিপুর্বে ত্রিপুরার জমিতে মাত্র চারটি চাষ দিলে যে ফসল ফলত, বিনা সারে যে ফসল ফলত, কম রক্ষনাবেক্ষনে যে ফসল ফলত, আজকে সেই চাষ, সেই পরিশ্রম, সে ফসল আর ফলান যায়না। পুর্বের দিনের মত যদিআমরা চিন্তা করি তাহলে একটা অসুবিধা হবে। কারণ আজকাল কৃষকদেরও জীবিকার মান উন্নত হয়েছে। তাদের যে খাটুনি সেই খাটুনির হিসাব করে তারপর যদি আমরা দর নির্দ্ধারন করি তাহলে সত্যিকারের ফসল উৎপাদন হবে। আর একটা বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এখানে সরকারী গুদামে ধান চাউলের সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা আছে সেগুলির কথাই আমরা চিন্তা করি। কিন্তু জনসাধারণের হাতে যে পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী থাকে তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি আমরা এখনও উপযুক্ত দৃষ্টি দিতে পারি না এবং যদি হিসাব করা হয় যে কি পরিমাণ ধান চাউল কৃষকদের ঘরে নষ্ট হয় তাহলে দেখা যাবে তার পরিমাণ খুব কম নয়। আজকে অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন, তাও আমাদের একটা লক্ষ্য করার বিষয়। এখানে আমার পুর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কে বলেছেন, আমিও বলেছি। সুতরাং এই সম্পর্কে আমি আর দ্বিরুক্তি করছি না। এরপরে অনুরোধ জানাব যে আমাদের ক্ষেতে ফসল, বিশেষ করে ধান, এখন ঘরে উঠাবার সময় হয়েছে। আমরা দুইদিন পরেই দেখব যে এখানে ধান সংগ্রহের ব্যবস্থা আরম্ভ হয়েছে। সংগ্রহের পুর্ব্বে আমার যতটুকু ধারণা সংগ্রহের নীতি সম্পর্কে একটি খোলাখুলি আলোচনা হওয়া দরকার। তাহলে যখনি লোক আসবে এই জরুরী সময়ে সে তার দেশাত্মবোধের পরিচয় দিতে পারবে, খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করতে পারবে। আজকে আমি লক্ষ্য করছি যে আমরা শুধু খাদ্য শস্য সম্পর্কে একদিকে বিবেচনা করছি। আমরা অনেক জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল ফলাই। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত (রেড লাইট।)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আরও দুমিনিট সময় দিন। অনেক জমিতে ধান ছাড়া, যেমন ধান যে জমিতে ফলতে পারে তাতে অর্থকরী ফসলও ফলানো যায়। হয়ত আমাদের এমন সময় আসবে যে ধান চাষ না করে অনেক জমিতে অন্য ফসল ফলানোটা হয়ত আর উচিত হবে না। তারপর আমি আর একটি ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে ত্রিপুরা রাজ্যে সর্ব্বত্র যদি আমরা হিসাব করে দেখি যে সেখানে যে পরিমাণ ফসল ফলে তার একটা বিরাট অংশ নষ্ট করে ছাড়া গরুতে। এই ছাড়া গরু যাতে কনট্রোল করা যায় সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। এখন আমাদের রাজ্যে বেড়া দেওয়ার বাঁশের খুব অভাব এবং বেড়ার দাম যা, ফসল ফলিয়ে তার একটা ব্যালান্স রক্ষা করা খুব শক্ত হয়ে পড়ে। যদি আমরা ছাড়া গরু নিয়ন্ত্রিত করতে পারি তাহলে অধিক ফসল ফলানোর আন্দোলনের আর একটা পথ খুলে যাবে। আমি আশা করি আমাদের সরকার সেদিকে দৃষ্টি দেবেন। আমি অনুরোধ জানাবো যে কৃষকদের বাড়ীতে তারা যে সমস্ত খাদ্য রক্ষা করে সেদিকে যদি এক্সপার্ট ওপিনিয়ন কিছু থাকে তা দিয়েও কৃষকদের সাহায্য করা দরকার। আর অনুরোধ রাখব যে আজকের দিনে কৃষক যদি অধিক ফসল ফলাতে চায় তাহলে তার ঋণ প্রাপ্তির একটা যে বিশেষ সুযোগ আছে, বর্ত্তমান যে ব্যবস্থা আছে, তাকে যাতে সহজতর করা হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানিয়ে

আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রো মোর ফুড নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। অর্থাৎ ফসল আমাদের বাড়াতে হবে এবং ফসল বাড়ানোর জন্য মন্ত্রীরা, উপমন্ত্রীরা এখানে সেখানে খুব দহরম মহরম করে জীপ গাড়ী চড়ে, পেট্রোল খরচ করে খুব ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে ফসল তোমরা বাড়াও। তাঁরা যে হারে বক্তৃতা করছেন যদি তার মধ্যে ক্ষমতা থাকত, যদি বক্তৃতা করলেই ফসল বাড়তো তাহলে আমাদের খাদ্য সমস্যা এতদিনে সমাধান হয়ে যেত। আমাদের কোন ভাবনাই সেখানে ছিল না। কিন্তু আসলে তা হচ্ছে না। ফসল বাড়াতে হলে যে কাজটা করা দরকার প্রকৃতপক্ষে সেই কাজটা হচ্ছে না। আর সবটুকু হচ্ছে। হচ্ছে না কি? আমাদের যদি ফসল করতে হয়, আমাদের জমিতে যদি চাষ করতে হয় তাহলে আমাদের জলের দরকার। অনাবৃষ্টি থেকে আমাদের ফসলকে বাঁচানো দরকার। তার কোন ব্যবস্থা নেই। আজকে আমাদের একটা বিরাট ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট আছে। সেই ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট কম্প্লিট ফেলুয়র। কৃষককে জল দেওয়ার যে কথা, এই জল না পেলে পরে ফসল বাড়তে পারে না। সেই জলটুকু দেওয়া হচ্ছে না। এখন তার ফসলটা বাড়বে কি করে? আমাদের সারা ত্রিপুরাতে কত জমি আছে, প্যাডি ল্যাণ্ড আণ্ডার কালটিভেশান? ৬·২৪ থাউজেণ্ড একর প্যাডি ল্যাণ্ড আণ্ডার কালটিভেশান। ধানের চাষ হয় ৬·২৪ থাউজেণ্ড একরস'এ। তারমধ্যে কত জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছে, একটা প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেছেন যে মাত্র ৪৭৫ একর জমিতে। গত ৫ বছরে আমরা যে সমস্ত মাইনর ইরিগেশন স্কীম কপ্লিট করেছি, তার ফলে মাত্র ৪৪৫ একর চাষের জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাহলে ফসল বাড়বে কি করে, যেখানে নাকি আমাদিগকে প্রকৃতির উপর ডিপেণ্ড করতে হয়, বৃষ্টি হ'লে আমাদের ফসল বাড়বে, আর বৃষ্টি না হলে আমাদের ফসল বাড়বে না, আর যদি অধিক বৃষ্টি হয় আমাদের ফসল নষ্ট হবে। কাজেই যদি আমরা সেই গোড়া থেকে এ্যাকসন না নেই, যদি আমরা সেটাকে বন্ধ না করি, তাহ'লে আমরা ফসল বাড়াবার জন্য যত চেষ্টাই করিনা কেন, আমাদের ফসল বাড়ানো যাবে না। আজকে বলা হয়ে থাকে যে খাদ্য নিয়ে রাজনীতি করা হয়ে থাকে, আমি জিজ্ঞাসা করি খাদ্য নিয়ে রাজনীতি করে কারা? আমরা যখন খাদ্যের কথা বলি, অন্ন-বস্ত্রের কথা বলি, তখন আমাদের একটা কথা প্রায়ই শুনতে হয় যে এই সমস্ত জিনিষ নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে। রাজনীতিটা কি? যদি আমরা বলি, খাদ্য চাই, অন্ন-বস্ত্র চাই, তাহ'লে কি রাজনীতি হয়ে গেল, সেটা রাজনীতি নয়। যারা এইগুলি সমাধান করেন না এবং সমাধান না করেই মানুষের চিন্তাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করেন আসলে তারাই কি রাজনীতি করছেন না? আজকে তাই হচ্ছে, খাদ্য সমস্যার সমাধানের নামে তারা মানুষের সমস্ত চিন্তাকে ভিন্ন পথে পরিচালনা করছেন। কি করা হচ্ছে, করা হচ্ছে এই—সেক্রেটারিয়েটের সামনে যে জমি আছে তা চাষ করে সেখানে একটা ফসল লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে খালি জায়গা আছে সেখানে চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করা হউক এতে

যদি ফসল ভাল হয় তবে তা ভাল জিনিষ। কিন্তু যদি আমরা সমগ্র প্রগ্রামটাকে নিয়ে দেখি, তাহ'লে দেখবো সরকার যতই এই রকম পদ্ধতি নেন না কেন, এটা খাদ্য সমস্যার সমাধানের একমাত্র প্রসেস নয়। এটা একটা পলিটিকেল stunt। আমার মতে এটা একটা পলিটিকেল stunt ছাড়া আর কিছুই নয়। এ দিয়ে এখানে খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে না। আজকে এখানে অনেক ট্রাক্টর আছে, তা দিয়ে চাষাবাদ করতে পারা যায়, অনেক গাড়ী আছে, তা দিয়ে জল দিতে পারা যায়, কিন্তু একটা কৃষকের পক্ষে তা মোটেই সম্ভব নয়। সে জল পাবে কি করে, জল না পেলে ফসল বাড়বে কি করে। কাজেই সেই স্থানে মানুষের দৃষ্টি না নিয়ে সরকার মানুষের সমস্ত চিন্তাকে ভিন্নপথে চালিত করছেন। এখানে আমি আর একটা কথা বলতে চাচ্ছি, যখন নাকি সরকার খাদ্য বাড়াও, ফসল বাড়াও বলে চিৎকার করছেন, তখন আমরা দেখছি যে কৃষকেরা চিৎকার করে বেড়াচ্ছে আমাদিগকে আলুর বীজ দাও। কিন্তু তারা আলুর বীজ পাচ্ছে না। ২ মাস আড়াই মাস আগে ভি, এল, ডব্লিউরা গ্রামে গ্রামে গিয়েছেন, গিয়ে কারা কত আলু করবে, আলু করার কি উপকারিতা, করলে কি লাভ হবে ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত দিয়ে একটা চার্ট তারা পাঠিয়েছেন, কাকে কত পরিমাণ আলুব বীজ দেওয়া হবে। এখন কৃষক যখন আলুর বীজ চাচ্ছেন, তখন কৃষি দপ্তর আলুর বীজ দিতে পারছে না। কেবল ফসল বাড়াও বাড়াও করে চিৎকার করা হচ্ছে, এর স্বার্থকতা কোথায়। যখন আমরা উন্নত ধরণের বীজ কৃষকদিগকে দিতে পারছি না, যখন আমরা আশ্বাস দিয়ে আসলাম যে তোমাদিগকে ফসলের বীজ দেব, আর যখন প্রয়োজনের সময় দিতে পাবলাম না তখন খাদ্য বা ফসল বাড়াবার জন্য যে চিন্তা করা হচ্ছে তার স্বার্থকতা কোথায় থাকে, আসলে তাকে Sabotage করছে কে ? কে তার ক্ষতি করছে ? কিসের জন্য, কার জন্য সে আলুর বীজ পেলো না। আলুর বীজ না পেয়ে অনেকে সেখানে সরষে করছে। কিন্তু সরষে লাগানো তো এখন লেইট হয়ে গেছে, তাতে অনেক ক্ষতি হচ্ছে। এই রকম অবস্থায় কেউ কিছু করতে পারছে না। অথচ খুব বক্তৃতা করে বেড়ানো হচ্ছে, খাদ্য ফসল বাড়াও। যেকথাটা অবশ্য মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র বাবু বলেছেন যে আসল প্রবলেম হচ্ছে হোরডিং। ত্রিপুরা রাজ্যে চাউলের দাম ৩০/৩৫ টাকা হওয়ার কোন কারণ নেই। চাউলের দর অন্তত এখানে বাড়ার কোন কারণ নেই, আমাদের এখানে যে চাউল উৎপাদন হয়, আমরা যে চাউলের ইমপোর্ট করি, সেটা যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে ডিষ্ট্রিবিউট করতে পারি তাহ'লে আমাদের এখানে চাউলের দর এত বাড়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। সরকারী হিসাব মত আমাদের ২ লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন। আমাদের যে পেডি প্রডাকশন হয়, সরকারী হিসাব মত তা হচ্ছে ১৭৩.৯৪ টন। তাহ'লে আমাদের ঘাটতি থাকে কতদূর ? আমাদের ঘাটতি থাকে ২৭ হাজার টন। আমরা গত বছর আমদানী করেছি ৩৫ হাজার টন, তার থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের চাউলের যে ঘাটতি হওয়ার কথা, তার থেকে আমরা ৮ হাজার টন চাউল বেশী আমদানী করেছি। তাহ'লে চাউলের শরটেজ হয় কেন ? তাহ'লে চাউলের দাম বাড়ে কেন ? আমাদের যে প্রডাকশন হয় তার সঙ্গে আমরা যা ইমপোর্ট করি, তা যদি যোগ করি

তাহ'লে আমাদের সরকারী হিসাব মত দেখা যায় যে আমরা ৮ হাজার টন চাউল বেশী আনার পরেও চাউলের দর ৩০ টাকা, ৩৫ টাকা এবং মাঝখানে ৪০ টাকায়ও উঠেছে। উঠলো এই জন্যে যে সেগুলি কোথাও না কোথাও হোরডিং করে রাখা হয়েছে, ফলে চাউলের দাম কমতে পারছে না। কাজেই দেশ প্রেম আর মুনাফা প্রেম দুটি এক সঙ্গে চলে না। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। দেশপ্রেম বজায় রেখেও মুনাফাপ্রেম করা যায়। পাকিস্থানে চাউল পাচার করে দেশরক্ষা খাতে ১০ হাজার টাকা দিলেই সব দোষ মাফ হয়ে যায়, তখন কাউকে ধরা হয় না। কাজেই মুনাফা প্রেমটা সাঙ্ঘাতিক জিনিষ, সেটা দেশপ্রেমের চেয়ে বড়। সেখানে মুনাফাটাই প্রধান, তাকে আঘাত করা হচ্ছে না বলেই আজকে চাউলের অস্বাভাবিক দাম বাড়ছে, সেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আর সেজন্য অনেকেই বলে বেড়াচ্ছেন একটা কথা, তা হচ্ছে—তোমরা একবেলা অনাহারে থাক তাহ'লে আমাদের খাদ্য ঘাটতি পুরণ হয়ে যাবে। কিন্তু যিনি এই কথা বলেন, তিনি বোধ হয় এই কথা জানেন না যে আমাদের অনেক লোক একবেলা কেন, অনেক বেলাই না খেয়ে থাকেন। একবেলা, দুইবেলা এমন কি এক দিন অনেক মানুষ অনাহারে থাকে, অনেকে অনাহারের জ্বালায় বিষ খেয়ে মরেছে। এই সেইদিন পশ্চিমবঙ্গে এই রকম মরেছে; আপনারা পত্রিকায় দেখেছেন। কাজেই এই সব কোন সমস্যার সমাধানের পথ নয়, এটা হচ্ছে মানুষের সমস্ত চিন্তাটাকে একটা ভিন্ন পথে পরিচালনা করা। এজন্য বলছি, খাদ্য নিয়ে আমরা রাজনীতি করছি না, খাদ্য নিয়ে রাজনীতি সরকার করছেন। সরকার মানুষের সমস্ত চিন্তাটাকে ভিন্ন পথে পরিচালনা করছেন। যেখানে নিলে পরে প্রকৃতপক্ষে খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে, সেখানে নেওয়া হচ্ছে না। সেই পথটা কি ? আজকে কৃষককে জমি দিতে হবে, কৃষককে জমি না দিলে পরে তারা ফসল করবে কোথা থেকে। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সিলিং এর বাহিরে কত জমি আছে এবং সেই জমি কতজন কৃষককে দেওয়া হচ্ছে, আমরা সেই খবর জানি না, সেই খবর আমাদের কাছে নেই। কাজেই যদি আমরা খাস জমিগুলি যাদের জমি নেই তাদেরকে না দেই এবং তারা যদি জমির অভাবে চাষাবাদ না করতে পারে তবে ফসল বাড়াও বললেও ফসল বাড়বে না। কাজেই কৃষককে জমি দেওয়া একটা মূল কথা, কিন্তু আমরা তো সেই মূল কথার দিকে যাচ্ছি না। আজকে সবাই বক্তৃতা করেন, ফসল বাড়ান, এখানে মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত যে কৃষককে জমি দেওয়া হউক, এই কথাটা কারো মুখ থেকে বেরুচ্ছে না। শুধু বলছে খাদ্য বাড়াও, ফসল বাড়াও কিন্তু কৃষককে জমি না দিলে ফসল বাড়তে পারে না, সে কথায় কেউ যান না। যান না এজন্য যে গেলে পরে আসল জায়গায় হাত দিতে হয়। যাদের সিলিং এর বাইরে জমি আছে, তাদের থেকে সেই সব অতিরিক্ত জমি নিয়ে এসে গরীব কৃষককে, ভূমিহীন কৃষককে দিয়ে যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করলে পরে ফসল বাড়তে পারে, ঠিক সেটা অবলম্বন করা হচ্ছে না। কাজেই এই দিকটাতে আমাদের সমস্ত মনোযোগ যদি দিতে না পারি এবং যদি সরকার এই দিকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি না দেন তাহ'লে আমরা যতই বক্তৃতা করে বেড়াইনা কেন এবং যতই চিৎকার করা হউক না কেন,

এতে কোন মতেই খাদ্য বাড়ানো সম্ভব হবে না। আজ "জয় কিষাণ" শ্লোগান বলেছেন "জয় কিষাণ" এটা হচ্ছে মানুষকে খুশী করার জন্য, সন্তুষ্ট করার জন্য, কারণ যাকে এক্সপ্লয়েট করতে হবে, তাকে তোষামোদ করতে হবে, এই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। যাকে এক্সপ্লয়েট করতে হবে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা রাখতে হয়, তা না হ'লে তাকে এক্সপ্লয়েট করা যায় না। কাজেই এই দিক দিয়ে যদি মনোযোগ দিতে না পারি, যদি সরকার সেই দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ না করেন, তবে যতই আমরা বক্তৃতা করতে দাঁড়াই না কেন, দেওয়া যতই খাদ্য বাড়াও বলে বক্তৃতা করি না কেন, আসলে খাদ্য বাড়বে না। কৃষককে জমি দেওয়া হবে না, জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে না, কৃষকের ঋণের ব্যবস্থা করে হবে না, কিছুই দেওয়া হবে না, তাহলে, কি করে হবে ? 'জয় কিষাণ', 'জয় কিষাণ' বল, তাহলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ওটা সমস্যা সমাধানের পথ নয়। যে কৃষক কৃষি ঋণ পাচ্ছে না, সে তার জমি বন্ধক দিয়েও ঋণ পাচ্ছে না, সে যাচ্ছে মহাজনের কাছে। মহাজনের কাছে গিয়ে জমি বন্ধক দিয়ে তারপর সে ঋণ আনছে। এক টাকায় ১ আনা সুদ (মাসে) দিয়ে সে ঋণ আনছে। মহাজনের কাছে জমি বন্ধক দিয়ে সে দাদন আনছে, ফসল বন্ধক দিয়ে সে আনছে, এটা রোধ করার পন্থা কি ? এটা রোধ করা হচ্ছে না কেন ? এবং সেটা রোধ করতে না পারলে আমরা ফসল বাড়াতে পারব না। যেটা করা হচ্ছে সেটা একটা Political stunt.। এ করে খাদ্য ফসল বাড়ানো যাবে না। আজকে লোকদের বলা হচ্ছে তোমরা তোমাদের বাড়ীর আনাচে কানাচে এটা কর, সেটা কর। সেটা আমিও করতে পারি। সেটা যে খারাপ আমি তা বলছি না, সেটা ভাল। তবে সেটাই খাদ্য সমস্যা সমাধানের পথ নয় এবং সেটা যে পথ নয় তা তারা জানেন এবং জানেন বলেই আসল সমস্যার দিকে হাত না বাড়িয়ে অন্যদিকে হাত বাড়াচ্ছেন। তারা দেখাবার চেষ্টা করছেন যে আমরা তো অনেক চেষ্টা করেছি, তোমরা এগিয়ে আস। কাজেই যদি আমরা খাদ্য সমস্যা সমাধান করতে চাই তবে যে কথাগুলি আমরা এখানে বলেছি, সেগুলি করতে হবে। কৃষকদের জলসেচের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে যাতে সে মহাজনদের কাছে না যায়—যাতে কৃষক জমি পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং যে সব খাস জায়গা আজও পড়ে আছে সিলিং এর বাইরে অনেক জায়গা আছে, সে সমস্ত খাস জায়গা বিলি করে দিতে হবে। যদি আমরা সেই পথ অবলম্বন না করি, যদি আমরা সেদিকে না যাই তাহলে খাদ্য সমস্যা সমাধান সম্পর্কে আমরা যা-ই করি না কেন আমরা কোন দিনই তা সমাধান করতে পারব না, এবং করার কোন ইচ্ছা সরকারের নেই। যখন সরকার চীৎকার করে বলে বেড়াচ্ছেন যে আমরা ভিক্ষার চাউল গ্রহণ করব না, তখন আমরা দেখি যে পি, এল ৪৮০র সাথে চুক্তি হয়েছে। এখন আমেরিকান চুক্তির উপকারীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে। বলে বেড়াচ্ছেন যে এখন কোন রকম রাজনৈতিক সর্ত্ত এতে নেই। সাফাই গাওয়া হচ্ছে। যদি আমরা সেখানে নির্ভরশীল থাকি, যদি আমাদের সেই আমদানী করার উপরে নির্ভরশীল থাকতে হয়, তবে ভারতবর্ষে কোন দিনই খাদ্য সমস্যার সমাধান হবেনা না। আমাদের মাত্র 8 percent defecit যদি আমাদের সকলের মধ্যে equal distribution করা হয় তাহলে সে ঘাটতি আমরা

easily meet up করতে পারব। কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না। খাদ্যের যে হিসাব, সরকারী ভাবে, সেটা হচ্ছে 17 আউন্স per head। 17 আউন্স per head করে আমাদের এখানে রেশনের চাউল দেওয়া হচ্ছে না। তারচেয়ে অনেক কম চাউল আমরা পাচ্ছি। 17 আউন্স per head কে আজকে কমিয়ে যদি 15 pounds per head করি তাহলে আজকে আমাদের যে deficit আছে সেটাকে meet করতে পারি। কিন্তু Govt সেখানে যাচ্ছেন না এবং যাচ্ছেন না বলেই আজকে এই দুরবস্থা দেখা দিয়েছে। তারা বলে বেড়াচ্ছেন সমস্ত পরিবারকে একদিনে উপবাস করার জন্য। এখানে লাউগাছ কর, এখানে পটল গাছ কর, এখানে কলাগাছ কর, কচুগাছ কর, তার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে আজকে খাদ্য নিয়ে হচ্ছে রাজনীতি, খাদ্য সমস্যার সমাধান তারা করছেন না। আমি জানতে চাই—আমরা পত্রিকার দেখেছি Govt এখানে লেভি করছেন এবং লেভি করে Govt অনেক চাউল ত্রিপুরার জন্য তুলবেন। Govt এর এই policy আমরা এখন পর্য্যন্ত শুনিনি। অবশ্য অন্যান্য রাজ্যে আমরা দেখি, Govt যখন কোন policy adopt করেন তখন Govt এর পক্ষ থেকে প্রচার করেন যে—আমরা এই policy করতে যাচ্ছি, আমরা এটা এখানে করব। কিন্তু এখানে পত্রিকায় খবর বেরিয়ে গেছে লেভি করা হবে,—১৫ লক্ষ মণ চাউল তোলা হবে। শুধু আমরা, এই এসেম্বলির মেম্বাররা, opposition bloc, এই সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। আমরা Govt এর তরফ থেকে জানতে চাই লেভি সম্পর্কে তারা কি কি policy adopt করেছেন এবং সেটা এখানে কি ভাবে চালু করবেন।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Nishikanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar, M. L. A. :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন সম্পর্কে House এ আলোচনা হচ্ছে। আমি আশা করেছিলাম সরকার যে অধিক খাদ্য ফলাও scheme হাতে নিয়েছেন সেই সম্বন্ধে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা ভাল প্রস্তাব আনছেন যাতে এটা কার্য্যকরী হয়। কিন্তু তা না করে ওনারা যেভাবে সরকার পক্ষকে আক্রমণ করেছেন সে কথার উত্তর দেওয়া হয়ত এই House এ সম্ভব নয়। উনি একথা বলেছেন যে আমেরিকার চাউল সম্বন্ধে। আমরা যে scheme শুরু করেছি তার ফলাফল পাওয়া পর্য্যন্ত আমেরিকার চাউল বন্ধ করে দেওয়া ঠিক নয়, সে পর্য্যন্ত আমেরিকা থেকে চাউল আমাদের আনতে হবে। আর একজন সদস্য বলেছেন যে সেক্রেটারীয়েট বিল্ডিংএর সামনে লাউগাছ ইত্যাদি করে আমরা কৃষকদের ভাওতা দিচ্ছি। অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন সম্পর্কে আমরা যে কৃষক ভাইদের উৎসাহ দিচ্ছি বা আমরা যে কিছু করে দেখাচ্ছি সে সম্বন্ধে তিনি কিছু না বলেই বললেন ট্রাক্টর আছে, ওটা আছে, সেটা আছে, আমরা কৃষকদের ভাওতা দিচ্ছি। যাক এসব কথার উত্তর আমি দিচ্ছি না। বর্ত্তমানে খাদ্যে আমাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ হতেই হবে। হতে গেলে আমার যা মনে হয়, ত্রিপুরা রাজ্য সম্বন্ধে, আমি বলব, আমরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছি এভাবে যদি কৃষক ভাইদের যে যে অসুবিধা আছে তা যদি আমরা দূর করতে পারি, আশা করি ত্রিপুরা রাজ্য খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করবে। এতে বেশী সময় লাগবে না। আমি দেখেছি, গ্রামে গ্রামে অনেক ঘুরেছি এবং এই House এ ও অনেক বক্তৃতা দিয়েছি যে

কৃষকদের থেকে যা আমরা পাচ্ছি এবং যা আমরা আশা করি তা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। কৃষকরা চাষের ব্যাপারে যে কিছু কিছু অসুবিধার মধ্যে আছে তা আমি আরও কয়েকবার বলেছি। সেটা সম্বন্ধে দু'একটা প্রস্তাব এখানে রাখব। একজন মানীয় সদস্য বলেছেন এবং আমিও বলছি যে কৃষকরা যে শস্য উৎপাদন করেন তা আমরা, শহরের লোকেরা এবং জোয়ানরা ভোগ করছি, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আমরা ওদের জন্য কি করি। সরকার পক্ষকে আমি বলব যে ত্রিপুরায় সেচ ব্যবস্থা বলতে গেলে কিছুই নেই। কৃষি করতে গেলে শুধু আকাশের দিকে চেয়ে থাকলে ফসল হয় না, বৃষ্টি না হলে কৃষি করতে পারবনা। এটা সম্বন্ধে বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে আজকে কয়েক বৎসর থেকে আমি দেখেছি Minor Irrigation Dept. আমাদের একটা আছে। আমার উদয়পুরের দু'একটা প্রস্তাব যদি আমি তুলে ধরি যে কয়েক বৎসর ধরে আমি ছোটখাট কয়েকটা খাল করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, যেমন হিরাপুর থেকে মহারাণী, লক্ষ্মীপুর থেকে কোঠামাটি, তা বেশী হবে না। তবে হাঁ আমি তো একজন ইঞ্জিনীয়ার নই, গেইটের দরুণ বা ছোটখাট বাঁধের দরুন হাজার হাজার একর জমি সামান্য জলে নষ্ট করে দিয়ে যায়। তাছাড়া হজরা থেকে শিলঘাটি একটা মস্তবড় এলাকা। এটা সম্বন্ধে আমি ৩।৪ বৎসর আগে বলেছি। বহু পরীক্ষা নিরিক্ষা হয়ে গেল, কিন্তু আজও তার কার্য্যকারীতা কিছুই দেখছিনা। বলব কৃষকদের উৎসাহ দিতে হলে, তাদের ফসল নিতে হলে তাদের যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু আমাদের করা দরকার। কিছুদিন থেকে আমি কৃষকদের থেকে উৎসাহ পাচ্ছি যে তারা আমাদের এই আন্দোলনে সাড়া দিয়ে প্রচুর পরিমাণে শাকশব্জী তরি তরকারী উৎপাদন করছেন, কিন্তু বাজারে গিয়ে পরিশ্রমের তুলনায় তারা পয়সা পাচ্ছেন না। তার কারণ হচ্ছে গ্রামের সঙ্গে শহরের কোন যোগাযোগ নেই। T. T. C. র আমলে যে কয়টী রাস্তাঘাট হয়েছিল তার আর মেরামত ও নেই, পুল ও নেই, Culvert ও নেই। অথচ এর মধ্যে ফসল তারা ফলাবে সেই ফসলের উপযুক্ত দাম তারা পাচ্ছেন না। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের অধিক খাদ্য ফলাও যদি বাড়াতে হয়, কৃষকদের যদি আমাদের এভাবে উৎসাহ দিতে হয় তাহলে আমাদের সবদিকে নজর রাখতে হবে। যেমন রাস্তাঘাট, সেচ ব্যবস্থার, তা যদি না হয় তবে কতটা যে আমরা কার্য্যকরী করতে পারব সেটা আমি বলতে পারছি না। আর একটা কথা হচ্ছে যে মাননীয় সদস্য বলেছেন এবার বীজ shortage, সত্যি, দিন দিনই বীজের চাহিদা বাড়ছে। কেননা ত্রিপুরা রাজ্যে ৩ বৎসর আগে এত ব্যাপক উৎসাহ লোকের ছিল না। আজ দিন দিনই সেই উৎসাহ বেড়ে চলছে। আলুর বীজ সম্পর্কে উনি যে কথা বলেছেন সে সম্পর্কে আমি বলবো যে আলুর বীজ এসেছে, তবে আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে। কিন্তু যেখানে পূর্ব্বে ৮,০০০ হাজার কিলো চাষের কথা ছিল সেখানে বর্ত্তমানে ১৬,০০০ হাজার কিলো হয়েছে। তারা চাহিদার যে লিষ্ট দিয়েছিল তারচেয়ে বর্ত্তমানে সেটা double হয়ে গেছে। তার জন্যই হয়তো সমস্ত আলু আমরা দিতে পারিনি। উনারা হয়তো জানেন না যে আলুর বীজ ত্রিপুরায় হয় না, বাইরে থেকে আনতে হয়। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলু আনতে ট্রাকের দরকার, গাড়ীর দরকার তাই হয়তো কিছুটা দেরী

হয়ে গেছে। কিন্তু আলুর বীজ পৌঁছে নাই সে কথা আমি স্বীকার করি না। সবাই কিছু না কিছু আলু পাচ্ছে, তবে হয়তো তাদের চাহিদা মত আমরা দিতে পারছি না। বীজ সম্বন্ধে বলতে গেলে আমি এই কথাই বলবো—মাননীয় সদস্য যে কথা বলছেন যে কৃষকরা যখন যে বীজটা চায় সেটা যদি ঠিক সময় মত না পায় তাহলে তার ফসলের ক্ষতি হয়। তাছাড়া আর একটা কথা এখানে বলেছেন কৃষকের ঋণ সম্বন্ধে। ঋণটা আমরা যে ভাবে দিয়ে থাকি—সেটা আমি আর একবারও বলেছি যে এটাকে পরিবর্ত্তন করা দরকার। তার কারণ দু'মাস তিন মাস পর্য্যন্ত কৃষকের কাছ থেকে কৃষি-দরখাস্ত নেওয়া হয়, বিভিন্ন দরখাস্ত আসে সেটা পরীক্ষা নিরিক্ষা করতে হয়তো দু'মাস চলে যায়। একশত জন হয়তো দরখাস্ত করল, তার মধ্যে পনের জনের হয়তো মঞ্জুর হল। হওয়ার পরে তার টাকাটা কি ভাবে সহজে নেওয়া যায় তার কোন ব্যবস্থা নেই। একজন কৃষকের একশত, দু'শত টাকা নিতে কমপক্ষে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা খরচ হয়। এই যে খরচটা হয়তো আইন মতই হচ্ছে, তাদের ফি লাগে না লাগে, আমি ঠিক জানি না। তবে আমি এই প্রস্তাবই রাখবো House এর সামনে যে দু'শ, আড়াইশ টাকা একজন কৃষকের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। অন্ততঃ পাঁচশত টাকার নীচে একজন কৃষককে ঋণ দিতে গেলে তার জোড়া বলদের দামও হয় না বা অন্য খরচও হয় না। কম টাকা দেওয়ার দরুণ কৃষককে মহাজনের কাছে ঋণ করতেই হবে। অতএব আমি বলবো যাতে খুব অল্প খরচে কৃষকরা তার ঋণটা সময়মত পেতে পারে এবং ঋণটা অন্ততঃ পাঁচশত টাকা হওয়া দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই কথাই House এর সামনে রাখব; তার কারণ কৃষক ব্যতিত আমাদের দেশ কিছুতেই উন্নত হতে পারবে না। যুদ্ধ হচ্ছে, খাদ্যের যোগান দিতে হবে কৃষকদেরই। কাজেই প্রথমেই কৃষদের প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। আজকে যে ভাবে আমরা খাদ্য আন্দোলনের প্রতি নজর দিচ্ছি বা সরকার দিচ্ছে—সেইভাবে যদি সমবায়ের মাধ্যমে আমরা জোরদেই, কৃষকের যদি উপকার করতে হয় তাহাল আমার মনে হয় সমবায় সমিতিগুলি জোরদার হওয়া দরকার এবং সরকার পক্ষ থেকে সেই Co-operative গুলিকে যাতে জোরদার করা যায়, তার প্রচার ব্যবস্থাটা যাতে খুব ভাল ভাবে চলে আমি সেইদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাছাড়া আর একটা কথা আমি বলবো যে আমরা শুনছি সরকার খাদ্য সংগ্রহ করবেন। ধান চাউল সংগ্রহ করবেন। অনেক কৃষকরা এ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা ও করছে যে সরকার ধান চাউল Cease করবে। এটা ঠিক ঠিক পরিষ্কার ভাবে যদি আমরা জানতে পারতাম তাহলে হয়তো ভাল হতো। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে যে এক বৎসরের খোরাকীটা দিয়ে, বীজ ধানটা দিয়ে বাকীটা সব নিয়ে নেবে। এর ফলে এ বিষয়টা যেন কৃষকের মধ্যে খুব একটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ কৃষকের শুধু বীজ আর এক বৎসরের খোরাকী নিয়ে চলবে না। তার কারণ একজন কৃষকের যদি ভাল গৃহস্থী থাকে তার চারপাশে গরীব কৃষকও থাকে। তাছাড়া তাদের অতিথি অভ্যাগত আছে, বিয়েটা আছে এবং আরো বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান আছে। তাদের সেই ধানটার উপর নির্ভর করেই সমস্ত কিছু চলে। একই সঙ্গে তারা সমস্ত ধান চাউল বিক্রি করে দেয় না। তবে

আমার মনে হয়, যদি সরকার ব্যবসায়ীদিগকে ধান চাউল দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে নিজেই ধান চাউল সংগ্রহ করেন তাহলে হয়তো কৃষকরা সরকারের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য হবে। তবে দামটাও যেন তাদের অনুকূলে দেওয়া হয়। সেদিকে যদি সরকার আগে থেকেই নজর রাখেন তাহলে আমি মনে করি সেটা উচিত হবে। আমি আর একটা কথা বলবো যে আমরা বলি অপচয় বন্ধ কর। কিন্তু আমরা Sub-Division সম্পর্কে বলবো যে টিলা টঙ্করে ফসল ফলাতে হবে, আনাজ তরকারী করতে হবে এসবই আমরা বলি কিন্তু আমার Sub-Division এ অন্ততঃ ষোল আনার জায়গায় চার আনা অচপয় হচ্ছে। তার কারণ আমার Sub-division এ forest Reserve নাকি বেশীর ভাগ। সেখানে যে সমস্ত জায়গা জমিগুলি আছে সেখানে কৃষকরা অনেক ফসল ফলিয়েছে—এ কথা আমি অনেকবার বলেছি যে বাঁদরের উৎপাতে অর্দ্ধেক ফসল ও কৃষকরা রক্ষা করতে পারে না। সেখানে শত শত বাঁদর এসে ফসল নষ্ট করছে। আমি সরকারকে অনুরোধ করবো যাতে বাঁদরের হাত থেকে ফসল রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আর একটা বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, এই সম্পর্কে যে আমাদের Dy. Minister দুইদিন আগে বক্তৃতা দিয়েছেন যে টিলা টঙ্কর কিছুই খালি রাখিতে পারবেন না। আনাচে কানাচে, লোঙ্গা যা আছে আবাদ করে ফসল কর। কিন্তু আমি এখানে এই কথাই বলবো যে ফসল করতে গেলে আমার বাড়ীর থেকে নামতে যে টিলাটা আছে সেখানে যদি আমি লাঙ্গল নিয়ে যাই—আমি জানি না সেটা Forest reserve কিনা। আমি এই কথাই এখানে রাখছি যে অন্ততঃ খালি জায়গা যেখানে আছে, কৃষকরা যেখানে ফসল ফলাতে চায় তাদেরে এই টিলা জমিগুলি দেওয়া হউক। তাদের এই Condition এ দেওয়া হউক যে অন্তত: দু'বৎসরের মধ্যে যদি তোমরা ফসল না ফলাও-বা বাগানাদি না কর তাহলে তোমরা টিলা পাবে না। এই ভাবে কাজ করলে আমার মনে হয় ফসলের দিক দিয়ে আমরা অনেক এগিয়ে যেতে পারব। আমি Concerning Minister কে অনুরোধ করছি যে অন্ততঃ কিছু কিছু সেচ ব্যবস্থা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে ফসল ভাল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। আমরা বক্তৃতা দেই, কৃষকরা ফসল ফলাবে ঠিকই। কারণ পেটের দায়েই তারা তা করবে। কিন্তু তাদের প্রয়োজন মত কিছুটা সাহায্য অন্ততঃ যেন দিতে পারি। কেন না টাকা তো আমাদের রয়েছে, খরচও করি, সবই হচ্ছে কিন্তু সেই টাকাগুলি যেন আমরা কৃষকের উপকারে খরচ করতে পারি, আমি এই কথাই বলবো। কারণ এই বৎসর আমি দেখেছি অনেকে ভাল ফসল করতে চাইছে, আলু করতে চাইছে। আলুর বীজ তো নাই। অন্ততঃ বীজটা যাতে দেওয়া হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করছি। ধানের বীজ তো আমরা চাই না। কিন্তু আমরা একটা নুতন ফসল করতে যাচ্ছি যেমন ভাল আলু, এইগুলির বীজ তো অন্ততঃ দেওয়া দরকার এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— (Dy Minister) I now call on Shri Gopesh Rn. Deb.

Shri Gopesh Ranjan Deb :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে Motion টি House এ

এসেছে তা দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে খুবই উপযুক্ত প্রস্তাব এবং তার উপর আলোচনা হওয়া খুবই দরকার বলে আমি মনে করি। মাননীয় সদস্য যিনি mover এই motion এর তিনি খাদ্য নীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে আমরা আমেরিকা থেকে কেন খাদ্য আনব ? এবং P. L. 480 র চাউল আমরা কেন আনব সে সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। আমরা জানি ভারতবর্ষ খাদ্যে ঘাটতি এলাকা, সুতরাং এ পর্য্যন্ত বাহিরের খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এবার আমরা আন্দোলন চালিয়েছি যে আমরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পুর্ণ হব। কতখানি স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারবো সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ এক বৎসরেই যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারবো সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কাজেই বিদেশ থেকে খাদ্য আনা এখনই বন্ধ করে দেবো সে কথা ভাবতে পারি না। এই কারণেই শাস্ত্রীজি বলেছেন যে, যে সব দেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত, সে আমেরিকা হউক, কানাডা হউক, অষ্ট্রেলিয়া হউক, বার্ম্মা হউক যে দেশই সম্মানজনক সর্ত্তে আমাদেরে খাদ্য দিতে রাজী থাকবে সেই দেশ থেকেই খাদ্য আনব। সম্মানজনক সর্ত্ত দিলে আমরা তা উপেক্ষা করতে পারি না। কারণ আমাদের এচিভমেণ্ট সম্পর্কে আমরা এখনও নিশ্চিন্ত নই। কাজেই এদিক দিয়ে আমি আলোচনা করছি না। মাননীয় বিরোধী-দলের সদস্য অবশ্য এখানটায় বলেছেন যে আমাদের মন্ত্রীরা অধিক খাদ্য ফলাও নিয়ে খুব আন্দোলন শুরু করেছেন। আমি বলতে চাই অধিক খাদ্য ফলাও নিয়ে আন্দোলনের কি কোন প্রয়োজন নাই। তিনি কি মনে করেন না, যে দেশে জীবনমরণ সমস্যা উপস্থিত সেই সময়ে এই অধিক খাদ্য ফলাও নিয়ে আন্দোলন করা বিষয়ে—তিনি যদি বিরূপ কথা বলতে চান তা হলে আমি বলবো যদি মাননীয় সরকার পক্ষীয় সদস্য মাননীয় বিরোধী সদস্যের স্বদেশপ্রেম বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে থাকেন তাহলে ঠিক হবে বলে আমি মনে করিনা। আজ প্রকাশ্যস্থানে সরকারী উদ্যোগে পত্র পত্রিকায়, প্রচার দপ্তরের দ্বারা যে সব প্রচার হচ্ছে তাতে কি বিরোধী সদস্যরা একটুও সাড়া দেবেনা ? তারা কি একটুও আলোড়ণ আনবে না ? আমার মনে হয় ত্রিপুরা তথা ভারতের কোন লোক, উনার দলের লোকও সে কথা স্বীকার করবে না যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন প্রচার করা হচ্ছে ত্রিপুরাতে। এটা উনার একমাত্র নিজের কথা। উনার দলের কোন লোক একথা Care করবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আমার পূর্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী মহাশয় বলেছেন অধিক খাদ্য ফলাও সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আলোচনা করব বিশেষ করে কৃষকের কথা। ত্রিপুরার কৃষকের কথা যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখি শতকরা ৯০ জনই এখানে কৃষক। কাজেই কৃষি সম্পর্কে আমরা তাদেরে কি সাহায্য দিচ্ছি? এবং কতটুকু সহযোগীতা তারা আমাদের সরকার থেকে পাচ্ছে ? আমি একটু সমালোচনা করতে চাই আজকেই আমাদের Session শেষ আর আমরা এই Session এ কথা বলার সুযোগও পাব না। কাজেই আশা করি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে আরো দুই, চার মিনিট সময় দেবেন যাতে আমার কথাটা শেষ করতে পারি। আমরা দেখতে পাই অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনে মুল প্রয়োজনের সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করেছেন।

যে সব স্থানে খাদ্য ফলে, খাদ্য বলতে আমি জানি আমাদের প্রধান খাদ্য ধান, চাউল ইত্যাদি, সে সব স্থানে সময়মত জল নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রয়োজনমত জল সরবরাহ করা হচ্ছে প্রধান দরকার। সে সম্পর্কে যদি আমরা আলোচনা করি আমরা একটু আগে শুনেছি বিরোধী সদস্যদের মুখের কথা, সে কথা উনারা কি করে যে আনেন সেই দীর্ঘ আলোচনায় আমি যেতে চাই না। এইবার আমনধান, বুরো ধান প্রভৃতি যদি ঠিক ঠিক মত আমরা করতে চাই, সব জায়গাতে যদি আমরা উপযুক্ত ফসল ফলাইতে চাই তাহলে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য এ সম্পর্কে আমি একটু আলোচনা করতে চাই। Irrigation Deptt. থেকে এই মুহূর্ত্তে এক নজরে কোন সাহায্য পাওয়া দুরাশা এই বিষয়ে সকলেই আশা করি জানেন। আমি বলছি Block এর মাধ্যমে কিছু বাঁধ দিয়েছি এবং Block এর মাধ্যমে কতকগুলি pumping set আমরা অনেক বাড়ীতে দিয়েছি। কথা ছিল সবাই মিলে ভাড়া করে নিয়ে জমিতে জল দিবে। কিন্তু আমি যতটুকু জানি কৈলাসহর এলাকায় যে সমস্ত pumping machine দেওয়া হয়েছিল সেগুলির একটিও জল দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয় নি। সরকারের কাছ থেকে দীর্ঘ মেয়াদে তারা এগুলো নিয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এগুলি অধিক দামে বিক্রি করেছে অথবা বন্ধক দিয়েছে। (resumed the chair Hon'ble Speaker) এইক্ষেত্রে সরকারের উচিৎ ছিল যে, এগুলি কি কাজে দেওয়া হয়েছিল এবং কি কাজে এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখা। সুতরাং আমি অনুরোধ করব যে, pumping set গুলো যেন কৃষিকার্য্যেই ব্যবহৃত হয় এবং সরকার এর প্রতি দৃষ্টি রাখেন। আর একটি কথা এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, এখানে যারা new migrants তাদের বলদ কেনার টাকা দেওয়ার ব্যাপার, কিন্তু আমি জানি না এই টাকা যা তিন লক্ষের উপরে আমরা এই House এই মঞ্জুর করেছিলাম, আমি জানিনা এই টাকা দেওয়া হয়েছে কি না, যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কবে দেওয়া হবে, সুতরাং এ সম্পর্কে আমরা একটা সুস্পষ্ট জবাব চাই। আমরা শুনেছিলাম, যারা non-tribals non-refugees তাদেরও ৩০০ টাকা ও খাসের জমি বণ্টন করা হবে, কিন্তু সেই scheme এর পরিনতি কি হয়েছে তা আমার জানা নেই। এই সমস্ত ব্যাপারে আমার মনে হয় যে Govt, এর department গুলির মধ্যে co-ordination এর অভাব আছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা Public Accounts Committee তে ও দেখেছি যে সরকারের বিভিন্ন কাজে, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে co-ordination এর বিশেষ অভাব। সুতরাং এইদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করব যে, যে সমস্ত পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করি, সেগুলোর সার্থক রূপায়ণ যাতে হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষ যেন সজাগ দৃষ্ট রাখেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I pass on to the next item. I would call on Shri Atiqul Islam, M, L, A, to raise discussion on the activities of the Medical Department on administrition of recent occurrance,

Shri Atiqul Islam :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি Medical department এর

কাজকর্ম্ম সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য House এর সামনে পেশ করতে চাই। সেখানে এমন সব কাজকর্ম্ম হচ্ছে, সেগুলো চলতে থাকলে, কেবলমাত্র Medical Department নয়, ত্রিপুরা সরকারেরই নয়, ত্রিপুরার জনসাধারণকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হবে। আমি প্রথমেই একটা appointment এর ব্যাপার নিয়েই আমার বক্তব্য আরম্ভ করব। শ্রীঅজিত গুপ্ত V M. Hospital এর Ward Master ছিলেন ১৯৫৬ সাল থেকে। তখনও G. B. Hospital হয়নি। G. B. Hospital হওয়ার পরে একটা Senior Ward Master এর post created হল। Creation করার পর তিনিও সেই postএ apply করলেন অন্যান্যদের সাথে। সেখানে interview হ'ল এবং তিনি selected হলেন। Selection হওয়ার পর যে কোনও কারণে তাকে আর appointment দেওয়া হ'ল না। এবং সেই post টাকে আর fill up করা হ'ল না। এবং ৬ মাস Vacant থাকায় সেই post বিলোপের সম্ভাবনা দেখা দিল এবং 1964 এ এই post টাকে আবার renew করা হ'ল এবং এই post এর জন্য application call করে advertisement করা হল। তখন শ্রীগুপ্ত Chief-Secretaryর কাছে দাবী জানালেন যে, যেহেতু আগের interview board তাকে select করেছিল, সেই অনুসারে এই post এ তাকে appointment দেওয়া হউক। Chief-Secretary V. M. Hospital এর Superintendent থেকে সমস্ত কাগজপত্র আনালেন এবং তিনি দেখলেন যে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই এবং তিনি কাজকর্মেও efficient. কাজেই শ্রীগুপ্তকে সেই post এ promotion দেওয়া হ'ল, Promotion, কি languageএ দেওয়া হয়েছিল তা আমি পড়ে শুনাচ্ছি। শ্রীঅজিত চন্দ্র গুপ্ত Ward Master V. M. Hospital is hereby promoted as Ward Master (senior) for G. B. Hospital, Agartala on officiating basis on a monthly Pay of Rs 200/- কাজেই তাহাকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে officiating হোক আর যাই হোক। যখন নাকি তাহাকে প্রমোশন দেওয়া হয় তখন একথা তাকে বলা হয়নি যে এই post টাকে আবার advertise করা হবে। এই post টাকে advertise করার সেখানে কোন Condition নেই, Condition হচ্ছে সেটা officiating. যখন Govt তাকে appointment দেন তখন জানিয়ে দেওয়া হয় যে তাকে Promotion দেওয়ার ফলে Ward Master এর যে postটা Vacant হল, সেই post টাকে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে fill up করা হবে।

Mr. Speaker :— I would request all the members willing to speak to be brief, because we have only 46 minutes at our disposal.

Shri Atiqul Islam—সেখানে অন্য আর কোন Condition নেই। এখন এ পর্য্যন্ত ঘটনাটা এভাবেই চলে আসল। তারপর যে কোন কারণেই হউক D. H. S. এর সঙ্গে তার একটা clash হয়েছিল বা কিছু একটা হয়েছিল তখন তাকে আর তিনি পছন্দ করতে পারলেন না। কি করে তাকে সরানো যায় তখন থেকে চেষ্টা করা হল। হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেওয়া হল গণরাজ পত্রিকায় যে একটা Senior Ward Master এর পদ খালি আছে যারা যারা interested apply কর। যখন এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, তখন Govt থেকে Chief Secretary লিখলেন D. H. S. এর কাছে যে

তুমি এই বিজ্ঞাপন দিলে কেন ? কারণ এইটার বিজ্ঞাপন দেওয়ার কোন কথা ছিল না। কথা ছিল Junior বা Ward Master এর যে postটা খালি আছে সেইটার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা ছিল। কাজেই কি Condition সৃষ্টি হয়েছে, কি কারণ ঘটল Senior Ward Master এর post টাকে Advertise করার, সেগুলি আমাকে বুঝিয়ে বল। D. H. S. তার কোন জবাব দিলেন না। তাকে আবার Reminder দেওয়া হল, D. H. S. তারও কোন জবাব দিলেন না। জবাব না দিয়ে তিনি একটা Selection Board করলেন এবং তাদের যে মনোনীত লোক ছিল তাকে তাড়াতাড়ি Appoint দিয়ে দেওয়া হল। Appointment দেওয়া হল কাকে ? না শ্রীযজ্ঞেশ্বর সেনগুপ্তকে। তিনি কে ? তিনি আমাদের Health Minister এর কাকা। এখন সেই ভদ্রলোকের qualification কি ? সেই ভদ্রলোক, আমি যতটুকু জানি Matriculation pass করেন নি। তিনি যখন নাকি এই আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটীতে Sanitary Inspector ছিলেন তখন তার age proof করার জন্য certificate আনতে বলা হয়েছিল কিন্তু certificate এনে দেখাতে পারেন নি। তার বিরুদ্ধে অনেক case সেখানে ছিল, সেগুলি এখনো pending আছে এবং তিনি সেখানে যে ভেজাল ধরতেন এবং তার যে ক্ষমতা—তার সেই ক্ষমতাকে মিউনিসিপ্যালিটি শেষ পর্য্যন্ত বন্ধ করে দেন। পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, একটা interesting ব্যাপার হচ্ছে যে সেখানে age এর কোন উল্লেখ করা হয়নি। যখনই কোন post এর advertisement দেওয়া হয় তখন সেইখানে age উল্লেখ করে বলা হয় কি কি qualification candidate দের থাকা দরকার এবং বলা হয় প্রয়োজনবোধে কোন ক্ষেত্রে age টাকে বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। যে বিজ্ঞাপনটা গণরাজ পত্রিকায় দেওয়া হল তাতে অনেক কিছু বলা হয়েছে কিন্তু তার age কি হবে সে সম্বন্ধে একেবারে silent এবং এমন সব qualification এর কথা বলা হয়েছে যা নাকি Senior Ward Master এর বেলায় কোন প্রয়োজন নেই। সেখানে কি কি বলা হয়েছে ? at least তাকে Matriculate হতে হবে। Experience in the work of Sanitation—at least for 10 years, Experience in the management & Control of sweepers etc, experience in the Prevention of food adulteration Act, experience in the maintainance of vital statistic registration works. শেষের জিনিষটা ৪ নম্বর এবং ৫ নম্বর যেগুলির সঙ্গে Senior Ward Master এর কোন সম্পর্ক নেই তাদের সেই কাজ করতে হয় না এর জন্য আলাদা staff আছে। কিন্তু ঐ দুইটি গুণ থাকলে পরে সেই শ্রীযজ্ঞেশ্বর সেন সম্পর্কে একটা ভাল যুক্তি দাঁড় করানো যায়, ঠিক সেই জন্য ঐ দুইটি qualification কে অতিরিক্ত দেখানো হয়েছে। ১৯৬২ সালে Senior Ward Master এর জন্য যখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তখন সেখানে age এর কথা উল্লেখ করা ছিল যে তার age কত হবে। কিন্তু আজকে যখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হল তার মধ্যে age এর কোন উল্লেখ করা হয়নি। এখন এই ভদ্রলোকের বয়স কত ? Age হবে nearly 60 বা 50 up. Central Govt. বা ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের একটা instruction আছে যে কাউকে

যদি first apponitment দিতে হয় তাহলে তার age অবশ্যই ৩০ হতে হবে। রিফিউজি, ট্রাইবেল বা সিডিউল্ড কাষ্টের বেলায় ৫ বৎসর relaxed হয়। refugeeদের বেলায় আরও relaxed হয়ে ৪০—৪৫ পর্য্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই 50 বা তার above গিয়ে পড়তে পারে না। কাজেই এই ঘটনা ঘটল এইজন্য যে যজ্ঞেশ্বর সেন বলে একজন ভদ্রলোক আছে তাকে যে ভাবেই হউক সমস্ত নিয়ম কানুনকে মেনে হউক না মেনে হউক appointment দিতে হবে। সেইজন্যই Govt. চাইছিলেন যে কেন তোমরা এই post কে advertise করেছ, তাকে অস্বীকার করে age bar কে অস্বীকার করে তিনি Matriculation Pass করেছেন কি করেননি তা অস্বীকার করে তাকে appointment দেওয়া হল। যখনই কোন মানুষকে appointment দেওয়া হয় তখনই তাকে একটা Medical Certificate দিতে হয়, Medical Certificate এর নিয়ম হচ্ছে যে যিনি নাকি Civl Surgeon তিনি দেবেন, তার করে কাছে থেকে Medical Certificate নিতে হবে—কিন্তু এই ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে Medical Certificate নেওয়া হয়নি। আমি শুনেছি যে Certificate নেওয়া হয়েছে একজন C. S. Gr. I থেকে এবং DHS সেটাকে Countersign করেছেন। এইটা সম্পূর্ণ irregular, সেটা হতেই পারে না। আমাদের ত্রিপুরাতে V. M. Hospital এর যে Superintendent তিনি হলেন Civil Surgeon, তার কাছ থেকে Certificate নিতে হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। কাজেই সবটা ঘটনাকে এই ভাবে arrange করা হয়েছে যাতে এই particulor ভদ্রলোকটিকে appointment দেওয়া যায়, না হলে পরে এই রকম ঘটনা ঘটতে পারে না। যার সম্বন্ধে age bar রয়েছে, যার সম্পর্কে অনেক Case pending, এই সমস্ত pending Case কে আমরা কোন রকম হিসাবের মধ্যে না এনে, যে নাকি already officiating কাজ করতেছে তাকে কোন chance না দিয়ে বা না বলে আমরা একটা froesh appointment দিয়ে দিলাম এবং সেটা দেওয়া হল এমন এজকন লোককে যিনি সমস্ত রকমে disqualified. এই যে একটা Gross irregularity এখানে করা হল আমরা আশা করি যে সেটাকে গভর্ণমেণ্ট তদন্ত করে দেখবেন। আমি এখানে আর একটা ঘটনা বলতে চাই, যখন নাকি এই appointment দেওয়া হয়, দেওয়ার ঠিক কিছু দিন আগে DHS মনে করলেন যে এই ব্যাপার নিয়ে হাসপাতালের মধ্যে কোন একটা গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে Superintendent of Police কে জানালেন যে এখানে তুমি Police depute কর নতুবা এখানে একটা কেলেঙ্কারী হতে পারে—মারামারি, খুনাখুনি অনেক কিছু হতে পারে। 25th July, DHS. Superintendent কে চিঠি লিখলেন যে আমার হাসপাতালে তুমি পুলিশ Post কর এবং 26th July এ V. M. Hospital ও G. B Hospital এ Home Guard post করা হয়েছে এবং তার আগে কোন রকম Guaed হাসপাতালে ছিল না। তখন থেকে Home Guard depute করা হয় এবং আজ পর্য্যন্ত তারা হাঁসপাতালের পাহাড়া দিয়ে বেড়াচ্ছে। আপনারা যদি কেহ ফাইলটাও দেখেন তবে এই সমস্ত কাগজপত্র পাবেন। শ্রীঅজিত গুপ্তের Case টাকে আমি এখানে শেষ করলাম। তারপর আমরা আসি Eye specialist এর Case টাতে Dr. Achajee

বলে একজন Eye Specialist এখানে আছেন, তিনি Non-practising allowance পেয়ে থাকেন। কিন্তু Non-practising allowance পাওয়ার পরও তিনি হামেশা ফিস্ নিয়ে তার বাড়ীতে Eye clinic করে সেখানে সব সময় practice করছেন। এখন একজন ডাক্তার যিনি Non-practising allowance নেন, তিনি কি করে নিজের বাড়ীতে বা প্রকাশ্যে একটা clinic খুলে, paticut চিকিৎসা করতে পারেন সেটা আমরা ভেবে পাই না। অথচ সেখানে DHS আছেন, Govt. আছেন। সব থাকার পরও এই ঘটনাটা কি করে ঘটে? আমি কয়েকটি Case বলছি। শরৎ দাস বলে এক ভদ্রলোক খোসবাগানে থাকেন, তিনি একদিন তার কাছে গেলেন। যাওয়ার পর ডাক্তার বললেন যে হাসপাতালে এখন কোন bed নেই, এখানে কোন কিছু করা যাবে না, আপনি আমার বাসায় যাবেন, সেখানে গেলে operation করিয়ে দেব। ভদ্রলোক কি করবেন, কোন উপায় নাই, তাকে বাসায় যেতে হল, ২৫০৲ টাকা ফিস্ দেওয়া হল, operation করলেন এবং এখনো তিনি দেখাশুনা করেন। তারজন্য যা ফিস্ নিতে হয় তা নিয়ে আসছেন। আর একজন স্ত্রীলোক, তার কাছে গেলেন। প্রথম তাকে বললেন যে তোমাকে operation করতে হবে, operation ছাড়া কোন কিছুই করা যাবে না। বরঞ্চ পরের দিন আস, পরের দিন গেলেন। ঐ দিনও বলেন যে এখানে খুব ভীড় এখানে কিছু করা যাবে না, আমাকে বাসায় নিয়ে চলুন। এখন মহিলা কি করবেন? Operation না করলে তিনি অন্ধ হয়ে যান, কাজেই মহিলাটাকে বাসায় নিয়ে গেলেন এবং ৫০৲ টাকা ফিস্ তাকে দিলেন। হাসপাতাল থেকে in strument নিয়ে তিনি তাকে operation করে এলেন। এখন আগরতলা সহরে গুজব এবং হাসপাতালে যারা যান তারা বলেন যে ডাঃ আচার্য্যীকে কিছু টাকা না দিলে পরে হাসপাতালে সিট্ পাওয়াই যায় না। এই বিষয়ে অভিযোগ করা হয়েছে, আজ পর্য্যন্তও কোন Step নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। Non-practicing allowance নেওয়ার পরেও কি করে একজন ডাক্তার তার বাড়ীতে practice চালাতে পারে? এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের আরো একটি ঘটনাকে মিলিয়ে দেখতে হয়। ডাঃ দে বলে আর একজন eye specialist আছে। যখন G. B. Hospital করা হয় তখন সরকারের একটা intention ছিল যে V. M. Hospital এ একটা Eye ward থাকবে তার জন্য ১০টি বেড্ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় instrument থাকবে। কিন্তু যেহেতু ডাঃ দেকে আমরা পছন্দ করিনা সেই হেতু তাকে কোন রকম instrument দেওয়া হচ্ছে না। তিনি নিজের Box নিয়ে এসে কাজ করেন এবং eye-examination করা ছাড়া আর কোন কাজ করার মত instrument তার নেই। আমি শুনেছি, জানতে পারেছি যে এখানে থেকে এই যে eye clinic টা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য D H S চেষ্টা করছেন, এবং তার জন্য যা কিছু করণীয় তা তিনি করছেন। পূজার সময় ডাক্তার দেকে ধর্মনগর বদলী করা হয়েছিল। দেওয়া হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যে যাতে নাকি এখান থেকে Eye clinic টাকে উঠিয়ে দেওয়া যায়। তার সঙ্গে দুটা ঘটনা জড়িত। যদি আমরা আগাগোড়া মিলিয়ে দেখি তাহলে আমরা এই দেখব যে যদি ডাক্তার দেকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে পারা যায় যদি এখান থেকে Eye clinic টা উঠিয়ে

দেওয়া যায় তবে ডাক্তার Acharjee র income টা বাড়ে। এবং যদি আমরা এটাও মনে করি যে D H S এর সঙ্গে তার সম্পর্ক থেকে থাকে তাহ'লে D. H. S. এরও income টা বাড়তে পারে।

Mr. Speaker :— No insuniation is allowed.

Shri Atiqul Islam M. L. A. :— এ সম্পর্কে written complain আছে সরকারের কাছে। প্রয়োজন হলে আমি সে reference দিতে পারি। কাজেই সবটা ঘটনাকে যদি আমরা মিলিয়ে না দেখি তাহলে এইসব ঘটনা কেন ঘটছে তা আমরা বুঝাতে পারব না। কেন ডাক্তার দে instrument পান না আর কেন ডাক্তার Acharjee তার বাড়ীতে বসে practice করতে পারে। কেন আজ এখান থেকে Eye Clinic উঠিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে এবং কেন তিনি non-practising allowance পাওয়ার পরও তার private practice বন্ধ করা হচ্ছে না। আমি আরও একটি ঘটনার কথা বলছি যে ডাক্তার বি, এন দাস Resident Physician G. B. Hospital। M. T. B. Girls' স্কুলের একজন Mistress G. B. Hospital এ Patient হিসাবে ছিলেন এবং হাসপাতালে থাকার সময় ডাঃ দাস সেখানে এমন একটা অশ্লীল বা অশালীন ঘটনা ঘটান যার ফলে সেই Mistress বাড়ীতে এসে Complain করতে বাধ্য হন। তিনি নিজে Complain করেছেন। তার enquiry এ, ডি, এম ফণী মজুমদার করেছেন। কিন্তু এটা একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড যে enquiryটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে, সেটা আর নাড়াচড়া দেওয়া হচ্ছে না। সেটাকে হাস্-আপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি জানতে চাইছি এতবড় একটা ঘটনা ঘটার পরেও এটাকে হাস্-হাপ্ করার চেষ্টা করা হচ্ছে কেন এবং D. H. S এর সেখানে কি interest আছে। তা না হলে পড়ে হাসপাতালে একটা রোগী গেলে যদি এমন ঘটনা ঘটে, তাহলে রোগী সেখানে যাবে কেন? Patient সেখানে যাবে কিসের ভরসায়? যদি মান, সম্ভ্রম, ইজ্জত সেখানে ক্ষুণ্ণ হয়, তাহলে সেখানে সে যাবে কিসের জন্য? এবং কোন সাহসে বা ভরসায় সেখানে যেতে পারে? আমি আরো কতকগুলি appointment এর কথা বলতে চাই, কিছুকাল আগে ভট্টাচার্য্য বলে একজন লোককে Radiographer postএ appointment দেওয়া হয়েছে। Radiographer post এ যদি কাউকে appointment দিতে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে Radioaraphy pass করা বা সে সম্পর্কে কোন Course পাশ করা প্রয়োজন এবং নিশ্চয় Matriculation ও pass করা প্রয়োজন। কিন্তু যে post টাতে নাকি appointment দেওয়া হয়েছে সে postটা সম্পর্কে কোন advertisementও করা হয়নি, Employment Exchange এও কোন সাহায্য চাওয়া হয়নি। কোন কিছু না করে তার নিজের পছন্দ মত একটা non-matric লোককে বা যার কোন Radiographer Course pass করা নেই, তাকে appointment দেওয়া হয়েছে। Radiographer এর postএ ঠিক একই ভাবে দু'জন কেরাণীকে এবং একজন Malaria Inspector postএ without any advertisement and without seeking any halp from the Employment Exchange তাদের appointment দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা আজকে যে কোন হাসপাতালের Dispensaryতে বা Primary Health Centre এ যাই তাহ'লে দেখতে পাই সেখানে ঔষধের অত্যন্ত অভাব।

ঔষধের অভাবের জন্য অনেক সময় patientকে ফিরে আসতে হয় এবং বলে দেওয়া হয় বাজার থেকে ঔষধ কিনে আন। এখন আমাদের ঔষধের অভাব হয় কেন? আমরা দেখেছি আমাদের D. H. S. এর এমন সব Farm এর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে যার ফলে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি Farmএ তিনি Order place করেন এবং অন্য Farmএ Order place করেন না।

Mr. Speaker :— These are also insuniatory remarks agaimst an officer and are subjcct to proof. . This should not be discussed.

Shri Atiqul Islam, M. L. A. ;— It is a complain Sir,

Mr. Speaker :— Complain there may be but it would require to be established.

Shri Atiqul Islam, M. L. A :— আমার ত সবগুলিই Complain Sir.

Mr. Speaker :— No, no, no, I can't allow, that cannot be allowed, Insuniation cannot bo allowed. You can't establish that the D. H. S has relationship with certain Farms, You can't establish.

Shri Atiqul Islam M. L. A.:— Sir, আমি এখন যেগুলি বললাম সবগুলিই ত complain.

Mr. Speaker :— No. You may complain. But insuniation is strictly prohibited in discusson. You may say what are facts. Yes, go on,

Shri Atiqul Islam, M. L. A :— বিভিন্ন হাসপাতাল বা Dispensary তার প্রতিটি জায়গাতে আজকে আমরা যদি যাই তাহ'লে দেখব যে ঔষধের অভাব। ঔষধ সেখানে পাওয়া যায় না। আমি শুনেছি কিছুকাল আগে অনেকগুলি Quotation কে D. H. S. ফেরত দিয়ে দিয়েছেন। সেগুলির জন্য earnest money জমা দেওয়া হয়েছিল তা ও ফেরত দেওয়া হয়েছে। অথচ এই Quotation গুলি ছয়মাস পর্য্যন্ত হাসপাতালে পড়েছিল। এখন যেখানে নাকি ঔষধের এত অভাব সেখানে ছয়মাস পর্য্যন্ত কতগুলি Quotation এনে অফিসের ফাইলে রেখে দিয়ে তারপর কেন earnestt money সহ ফেরত দেওয়া হল? এর পেছনে কি কারণ আছে, কি উদ্দেশ্য আছে, তা আমাদের খুঁজে বের করা দরকার। বিভিন্ন হাসপাতাল এবং Dispensary এবং Primary Health Centre গুলি ঔষধের জন্য Indent পাঠায় কিন্তু তারা ঠিকমত ঔষধ পান না। Central Medical Store এ যে সমস্ত ঔষধ পাওয়া যায় না সেইগুলি বাজার থেকে Quotation নিয়ে কিনা হয়। এখন যদি আমার ক্রিমির অসুখ হয় বা আমাশয় হয় তখন Central Madical Store এর ঔষধের জন্য বলব। কাজেই এইক্ষেত্রে rand এর নাম বলে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যখন নাকি Central Store এ ঔষধের জন্য indent দেওয়া হয় তখন একটা Brand এর নাম বলে দেওয়া হয়। বলা হয় অমুক brand এর ঔষধ পাঠাও। এবং যখনই সেই brand এর ঔষধ পাঠাতে পারে না তখন

তা Quotation নিয়ে বাজার থেকে কেনা হয়, যার ফলে এই ঘটনাগুলি সেখানে হচ্ছে সেগুলি আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারছি না। আমরা এটা জানি যে বর্ত্তমান D, H. S. এক সময় আমাদের এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে গিয়েছিলেন Director of leprosy হিসাবে।

Mr. Speaker :— It is not within the scope of motion under discussion. You cannot discuss any matter, which is not specifically concerd with the subject under discussion.

Shri Atiqul Islam :— আমাদের এখন যিনি নাকি D. H. S. আছেন তাকে আমরা D.H S. করে এখানে আনলাম। D.H.S এর যে Post টা সেটা Central Health Service এর পোষ্ট। Naturally তাঁকেও Central Health Suavice এর লোক হিসাবে ধরা হবে। আমি যতদূর জানি Central Govt, জানিয়ে দিয়েছে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান D. H. S. D. H. S. আছেন ততক্ষণ তাকে Central Health Service এ নেওয়া হবে না। কারণ তিনি তাঁর effiiency প্রমাণ করতে পারেন নাই। পারেন নি বলে তাঁকে বা তিনি যতদিন এ পোষ্টে থাকবেন ততদিন তাঁকে বা এই পোষ্টকে Central Helath Service এ নেওয়া হবে না। আমি আরও কয়েকটি ঘটনা বলতে চাই। D, H, S, কে official কাজের জন্য যে গাড়ী দেওয়া হয়েছে তা তিনি personal কাজে ব্যবহার করেন। যে কেউ দশটার সময় তাঁর বাসার সামনে গেলে দেখবেন যে সেই গাড়ী দিয়ে তাঁর ছেলে মেয়েকে বা অন্যান্যকে স্কুল বা কলেজে পাঠাচ্ছেন। আমি অবাক হয়ে যাই কি করে সরকারী গাড়ী ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমি এরকম অভিযোগ ও পেয়েছি যে চার-পাঁচজন ক্লাশফোর কর্মচারী তাঁর বাসাতে খাটছে। এরকম অভিযোগ ও পেয়েছি যে হাসপাতালের রেফ্রিজিরেটার তিনি তাঁর বাড়ীতে এনে রেখেছেন। এইসব ঘটনা যা আমি বলছি তার প্রায় ঘটনা সম্পর্কে সরকারের কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া আছে। কে অভিযোগ করেছেন তার নামও আছে। অতএব চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নাই। আমি আরও একটা ঘটনার কথা বলতে চাই যে আমাদের হাসপাতালে T. B. রোগী আছে তাদের জামা কাপড় সেগুলি আলাদা ভাবে ধোয়া উচিত। কিন্তু T. B. রোগীদের জামা কাপড় এবং হাসপাতালের অন্য সব রোগীর জামাকাপড় ধোপি এক সঙ্গে নিয়ে আসে এবং একসাথে সমস্ত জামাকাপড় ধোয়। তারফলে T. B. এবং অন্য সব রোগীদের কাপড় একাকার হয়ে গেল। এই ঘটনা ঘটে কেন ? ঘটে এই জন্য যে আমরা ধোপা appoint করেছি কিন্তু তার কোন কোয়ার্টার সেখানে নেই, কোয়ার্টার না থাকার ফলে সে কাপড় চোপড় তার বাড়ীতে নিয়ে আসে। এবং বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার পর অন্য সব কাপড়ের সঙ্গে T. B. রোগীর কাপড়ও মিলে যায়। আমাদের হাসপাতালে কোন রকম ইন্‌সিনেটার নাই। এবং ইন্‌সিনেটার না থাকার ফলে হাসপাতালকে জীবাণু মুক্ত করা যাচ্ছে না। শুধু যে সব থুথু ইত্যাদি আছে সেগুলি একটা চুলাতে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয় ফলে সে পোষ্টে যে কাজ করে সে অত্যন্ত বিপদ-

জনক অবস্থার মধ্যে কাজ করে। সবশেষে আমি আর একটি কথা বলতে চাই যে আমাদের হাসপাতালের আমরা যদি সংশোধন করতে চাই তাহলে সবচেয়ে বড় কথা হল দলাদলি বন্ধ করতে হবে। বহু দল, কে যে কারপক্ষে বলা শক্ত। হাসপাতালের এই দলাদলিতে যদি আঘাত না হানা যায় তাহলে এই কেলেঙ্কারি, এই প্রমোশন, এই appointment এই ঝগড়া, এতরকম গোলমাল এই কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না। যদি হাত দিতে হয় তবে প্রথমে গ্রুপটিকে ভাঙ্গতে হবে। বহু রকম গ্রুপ আছে। এই গ্রুপগুলিকে যদি না ভেঙ্গে দিতে পারি তা হলে হাসপাতালের সংশোধন করা যাবে না। আমি এখানেই শেষ করলাম যদিও আমার আরও অনেক কিছু বলার ছিল।

Mr. Speaker :— I would call on Dr. B. Das.

Sri B. Das, (Dy. Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীইসলাম সাহেব যে মোশানটি এনেছেন, এবং সেই মোশানটির পক্ষে বলতে গিয়ে যে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে হবে। প্রথমে তিনি তুলে ধরেছেন Senior Ward Master অজিত গুপ্তের কথা। অজিত গুপ্তের সমন্ধে বলেছেন যে সেখানে তিনি apply করেছেন ১৯৬২ সালে। ১৯৬৪ সালে পোষ্টটি Created হয়। অতএব ১৯৬২ সালে তিনি আবেদন করেছেন এই কথাটা কি করে বলেন তা আমার জানা নাই। কারণ পোষ্টটি Created হয় ১৯৬৪ সালে। উনি ১৯৫৬ সাল থেকে এখানে Ward Master হিসাবে আছেন। পোষ্টটি Created হয় ১৯৬৪ সালে। Creat হওয়ার পরে পোষ্টটি advertise করা হয় বিভিন্ন পত্রিকায়, এবং Employment Exchange কেও জানানো হয়। সেই advertisement এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মোট ৪৮টি আবেদন পত্র পাই। এবং Employment exchange থেকে দুখানা application আসে। এ সমন্ধে একটা কথা বলতে হয় অজিত গুপ্ত ১৯৫৬ সাল থেকে Ward master ছিলেন তারপর তিনি সেখানে Senior Ward Master হিসাবে ছিলেন officiating basis এ তাকে প্রমোশন দেওয়া হল officiating basis এ officiating basis হলে পরে সেখানে রাইট হয়ে গেলনা যে সেই পোষ্টটা ওনার। কাজেই ১৯৬৪ সালে যখন advertise করা হলো তখন তিনি apply করলেন না। ওনার post টা হলো Ward Master। তিনি Senior Ward Master পোষ্টে আছে officiating basis এ ১৯৬২ সাল থেকে। কিন্তু ১৯৬৪ সালে যখন Senior Ward Mastes post টি advertise করা হলো তখন তিনি সেখানে apply করলেন না। officiating basis এ সেখানে তার কোন রাইট নেই। তার উচিৎ ছিল এই পোষ্টে তার রহিট কে এষ্টাব্লিশ করার জন্য তখন apply করা। সেইটুকুও তিনি করলেন না। কিন্তু এখানে গলাবাজি করে বলা হচ্ছে যে particular মন্ত্রীর যে একজন আত্মীয় আছেন তাকে সেখানে দিতে হবে। যেহেতু Selection Board সেখানে বসেছেন, মোট ৫০ জন Candidate apply করেছিলেন, তার মধ্যে ১৫ জনকে inteaview তে ডাকা হয়, এবং তারমধ্যে ১২জন মাত্র আসেন এবং তারমধ্যে Selection Board একজনের নাম recommend করেন এবং উনিই হচ্ছেন শ্রীযজ্ঞেশ্বর সেনগুপ্ত। এখন উনার কথা হল যেহেতু উনি মন্ত্রী আত্মীয়

এবং উনাকে চাকুরীটা দিবার জন্যই advertisement সেইভাবে করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটি remark এল যে ছবিটি দিয়ে দিলে বোধ হয় আরো ভাল হত। সেটা উনাদের পক্ষেই বলা সম্ভব। উনারাই বলতে পারেন। কিন্তু আমরা চাইনা যে কোন রকম irregutarity থাকুক। সব কিছুআমরা regular করতে চাইছি, কাজেই officiating Basis এ যে নাকি এসেছে এবং যার কোন right নাই তার right টুকু establish করার জন্যই সেটাকে আমাদের regularise করতে হবে এবং তা করতে গিয়েই আমরা advertise করেছিলাম। ইণ্টারভ্যুয়ে যারা এসেছিলেন, তার মধ্যে যিনি Competent তাকেই নেওয়া হল। কাজেই Selection Board যাকে recommend করেছেন, তারা নিশ্চয়ই তার বয়স দেখেছেন, তার experince দেখেছেন এবং অন্যান্য যেসব দেখা দরকার তা দেখে যাকে competent মনে করেছেন তাকেই নিয়েছেন। কাজেই যেহেতু উনি মন্ত্রীর আত্মীয়, সেইহেতু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল, সেখানে উনি আসতে পারবেন না, উনার জন্যই সেটা করা হল, এইটা D H S এর কারসাজি ইত্যাদির গন্ধ উনি পেলেন। এখানে ৫০ জন আরো candidate যারা ছিলেন তারা কেউ কোন গন্ধ পেলেন না এবং যখন advertise করা হল তখন কেউ কোন গন্ধ পেলেন না, একমাত্র গন্ধ পেলেন মাননীয় সদস্য। দুই নম্বর কথা Medical Certificate টি সেখানে সাধারণতঃ দেওয়ার নিয়ম হল civil surgeon এর। আমি মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য বলছি যে civil surgeon ও superintendent of the V M & G B Hospital এবং S D M O of the sub-division, সেখান থেকেও দিতে পারে। কাজেই Supdt. of the V M Hospital যিনি তিনি C A S Gde I Doctor, কাজেই C A S Gde I doctor থেকে যদি তিনি Cirtificate নিয়ে আসেন, সেখানে কোথায় যে মহাভারত অশুদ্ধ হল, সেটা অন্ততঃ আমার জানা নেই। তারপর Eye specialist Dr. Acharjee র বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। উনি non-practising allowance নিচ্ছেন অথচ বাড়ীতে practice করছেন। তিনি বাড়ীতে practice করছেন, এখন কথা হল উনার duty hour যেটা, hospitalএ যে সময় যাওয়ার কথা সেখানে উনি যাচ্ছেন এবং যে সমস্ত indoor bed আছে, সেগুলি দেখছেন। অনেক patient আছেন যারা hospitalএ যেতে চান না এবং বন্ধু-বান্ধব হিসাবেও অনেকে উনার কাছে আসতে পারে। একজন ডাক্তার যখন বাড়ীতে থাকেন, উনি চাকুরী যদিও করেন, non-parctising allowance নিয়ে উনি যদি practice করেন এবং যদি ফিস্ না নেন, সেখানে তেমন মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ার মত কিছুই দেখছি না। উনি বলেছেন ডাক্তার ফিস্ নিয়েছেন এটার প্রমাণ নাকি উনি করতে পারবেন। আমি উনাকে Challnege করছি যে ফিস্ নিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ উনি দিন্। সঙ্গে সঙ্গে উনি এও বলছেন যে বাড়ীতে বসে যে ফিস্ নিচ্ছেন তাতে D H S এর সাথে নাকি উনার যোগসাজস আছে, এইরূপ আভাস উনি দিয়েছেন। এট উনি কি করে পেলেন? ডাঃ দে বলে আর একজন ডাক্তার আছেন, যিনি V. M. Hospital এর আউটডোরে বসতেন। তিনি বসলে পরে ডাঃ আচার্যীর আয় নাকি কমে যাবে, এটা হল উনার মন্তব্য। কিন্তু সে মন্তব্যের অর্থ আমরা বুঝতে পারছি না। Government এর policy ছিল যে

outdoorটা, সমস্ত specialist outdoor যেগুলি, সেগুলি আমরা G. B. Hospitalএ transfer করব। এখানে শুধু একটা Simple outdoor থাকবে। এমন কি এখানে যে clinical laboratory সেটা একটি Miniature type এর অর্থাৎ সেটা শুধু normal wine, stool এবং blood examine করার জন্য। এর মধ্যে special যেগুলি করা হয় যেমন vidal test R W P E যেগুলির জন্য আলাদা laborotory, ঐ সব case সেখানে চলে যাবে। এই হল আমাদের পলিসি। সেই outdoorটা আমরা সেখানে shift করব এখানে শুধু অন্যান্য dispensary, যেমন বাইরের dispensaryতে out door থাকে এই ধরণের এবং Male এবং female outdoor থাকবে এবং observation bed হিসাবে ৩/৪টি bed সেখানে থাকবে। এইটুকুই ছিল আমাদের প্রথা এবং এই ভাবেই কাজ চলছে। কাজেই Dr. Dey সেখানে বসতেন তাকে কিছু দেওয়া হচ্ছেনা তাতে তিনি D H S এর গন্ধ পেলেন। Dharmanagar এ কোন bed নেই। Observation bed not for the Eye. এমনি আমাদের General wayতে যা ছিল অর্থাৎ emergency case এর জন্য তাকে Dharmanagar transfer করাতে উনি সাংঘাতিকভাবে গন্ধ পেয়ে গেলেন যে ডাঃ আচার্যীর সাথে D H S এর একটা যোগসাজস আছে। তাহলে একমাত্র আগরতলা যারা আছেন তারাই চোখের রোগের চিকিৎসা পাবেন—বাইরের লোক কোন চিকিৎসা পাবেন না—তাই কি মাননীয় সদস্য বলতে চান? ধর্ম্মনগরে যারা জনসাধারণ তাদের কি চোখের রোগ হয় না? তাদের কি চোখের রোগের চিকিৎসার কোন দরকার নেই! কাজেই কোথায় যে উনি D H S এর সাথে যোগসাজসের গন্ধ পেলেন তা বুঝলাম না। ভট্টাচার্যী, নামটি উনি বলতে পারলেন না—তাকে নাকি Radiographer এর appointment দেওয়া হয়েছে। সেখানে আমাদের কথা তা নয়, Suitable Candidate দেখে তাকে Radiographer এর training এর জন্য, নেওয়া হয়, appointment নয়। সেটা ৬ মাসের training। সেই জন্যই পাঠানো হয়েছে সেটা appointment নয়। এই জন্য সঙ্গে ২ মন্তব্য করলেন D H S এর পছন্দ মত উনার বাড়ীতে যারা কাজ করেন সেই রকম একটা লোক ঠিক করে উনি appointment দিয়ে ফেলেছেন। এই রকম একটা গন্ধ পেলেন। সেখানে উনি ইরিগুলারিটিস দেখতে পেলেন। তারপর এসেছে যে ঔষধপত্রের প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে এবং ডিসপেনসারীতে অভাব। আমাদের যে নিয়মটা সেই নিয়মটা হল বৎসরে একটা ইনডেণ্ট করা হয় এবং আরও বলেছেন যে ফার্মের সাথে ডি, এচ, এস, এর যোগসাজস আছে। কাজেই পার্টিকুলার যে সব ফার্ম্ম, ঐ ফার্ম্মের ঔষধপত্র যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ নাকি তিনি সেগুলি দিচ্ছেন না এবং অনেক ফার্ম্মের কোটেশান নাকি ফেরত দিচ্ছেন এবং সিকিউরিটি মানি শুদ্ধ ফেরত দিচ্ছেন। কি কারণে তিনি সেটা করছেন সেটা আমি খুঁজে পেলাম না। আমাদের নর্ম্যাল প্রসিডিউরটা হচ্ছে ইয়ারলী ইনডেণ্ট একটা চলে আসে। সেই ইয়ারলী ইনডেণ্ট অনুযায়ী আমাদের এখানে লিস্ট তৈরী করা হয় এবং তার অনুপাতে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরে লেখা হয়। সেখানে থেকে যেগুলি এন, এস, বা যেগুলি নট অ্যাভেলেবল এন, এ,

মার্ক দিয়ে যেগুলি আসে সেগুলির জন্য আমরা তখন বাইরে কোটেশান কল করি। উনি সেখানে খুঁজে বের করবেন, আমি জানিনা উনার পক্ষে হয়ত সম্ভব হবে, কোন মেডিক্যাল ম্যানের পক্ষে কি করে সম্ভব হবে আমি জানিনা। কারণ যে ঔষধগুলি তৈরী হয়, ম্যানুফেকচারারস যারা উনাদের প্রত্যেকের এক একটি করে ট্রেড নেম্ আছে। এখন এখানকার যে ডাক্তারবাবু আছেন কিংবা যে ডাক্তার ক্রিমির জন্য যে প্রেস্ক্রিপশান করছেন, যে ঔষধটি দিচ্ছেন এটা একটা পার্টিকুলার নামের, পার্টিকুলার ফার্মের, পার্টিকুলার ম্যানুফেকচারের। এখন সেই এম, এস, ডি, তে, সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরে যদি সেটা আমি পাঠিয়ে দিয়ে বলি যে তুমি ক্রিমির ঔষধ পাঠিয়ে দাও, কিন্তু এখানকার ডাক্তাররা এখানে প্রেফার করছেন আবার বরাবর বলছেন যে ঐ ঔষধটা আমরা বরাবর দিচ্ছি তাহলে সে এটা কি করে দেয়, সেটা দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? কাজেই এখানকার সমস্ত ইয়ারলী ইনডেণ্ট ডাক্তারবাবুরা এখান থেকে পাঠাচ্ছেন, সারা বছর ইনডেণ্ট পাঠাচ্ছেন যে ক্রিমির ঔষধ এটা আমরা ব্যবহার করব এবং সে অনুযায়ী আমরা এম, এস, ডি, তে লিখলাম। সেখানে উনারা সেই ঔষধটা দিতে পারলেন না, ডাক্তারবাবুরা যে ইয়ারলী ইনডেণ্ট দিলেন, যে ঔষধটার নামটা লিখে দিলেন সেটা দিলেন না কাজেই ঔষধের নামটা বলে দিলেন আপনারা বলে দিন ক্রিমির ঔষধ। এইটুকুনই আপনারা বলতে চান? কিন্তু সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরের ডাক্তাররা সেটা দিতে পারছেন না। কিন্তু ম্যানুফেকচারার যারা উনাদের প্রত্যেকের একটা ট্রেড নেম্ আছে সেই ট্রেড নেম্ অনুযায়ী উনাদের যে পার্টিকুলার প্রডাক্ট আছে তার একটা নাম আছে, সেই নামেতে ডাক্তার বাবুরা সেখানে ইনডেণ্ট করছেন। প্রতিটি হাসপাতাল থেকে সেখানে ইণ্ডেণ্ট আসছে। কাজেই সেটা এম, এস, ডি, থেকে কি করে আসবে? সেটা ম্যানুফ্যাচারার্স এর কাছ থেকে যদি আমরা আনি তাহলে সেটা আমরা কম দামে পেতে পারি। কারণ তাদের একটা হসপিটাল রেট আছে, আলাদা একটা রেট আছে, সেই রেটে আমরা পেতে পারি। কাজেই সেটুকুনই এম, এস, ডি, থেকে বলে দিচ্ছে, সেনট্রাল মেডিকেল ষ্টোর থেকে বলে দিচ্ছে যে তোমরা ডাইরেক্ট ম্যানুফেকচারারের কাছ থেকে পার্চেজ কর এবং সেখানেও আমরা দেখেছি যে যখনই ইণ্ডেণ্ট এল ক্রিমির ঔষধ দিয়েই ধর যাক যে সেখানে ৩/৭টা ফার্মের কাছ থেকে নাম এল, তিন চারজন ডাক্তার বা সমস্ত ডাক্তারদের ইণ্ডেণ্টগুলি একত্রিত করে দেখা গেল যে ৩/৪ টা ঔষধের নাম আছে। তিনটা বা চারটা ঔষধের নাম পাওয়া গেলে আমরা সেই ফার্ম থেকে কোটেশান কল করলাম। তার মধ্যে যেটা লয়েস্ট আমরা সেটাকে নিচ্ছি। অবশ্য কোয়ালিটিও সেখানে দেখা হয়। কাজেই সেখানে উনি কি করে গন্ধ পেলেন যে এখান থেকে না পাঠিয়ে প্রেস্ক্রিপশান দিয়ে দেওয়া হয়, কারণ ডি, এচ, এস, এর যোগসাজস আছে। ম্যানুফেকচারার্সদের কাছ থেকে তারা কি সব পায়। যখনি ঔষধ কিনতে হবে সেই ক্ষেত্রে সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স থেকে তুমি এইভাবে বলে দাও যে পার্টিকুলারলী অমুকটা আনতে হবে, নামটা আমি বলব না, ক্রিমির ঔষধ বলে দাও। ক্রিমির ঔষধ বলতে অনেক কয়টা ফার্ম আছে। তবে আমাদের ডাক্তার বাবুরা যে ইণ্ডেণ্ট দেন

সেই ইণ্ডেণ্টগুলিকে আমরা একত্রিত করি, তারপর আমরা পাঠাই সেনট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোরে। তারপর সেখান থেকে এন. এ, এবং এন, এস, মার্ক করে দিয়ে দিচ্ছে। তার পর সেটা ম্যানুফেক্‌চারের কাছে যাচ্ছে এবং আমরা তার মধ্যে যেটা লয়েষ্ট হয় সেটাকে আমরা নিচ্ছি। টি, বি, পেশাণ্টের কাপড়চোপড় ধোপা সমস্ত কাপড়চোপড়ের সাথে একসাথে নিয়ে যায়, সেখানে নিয়ে ধোলাই করে। টি, বি, জার্মগুলি সাধারণতঃ যদি আধঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধ করা যায় তাহলে টি, বি, জার্ম সবগুলি মরে যায়, কাজেই একসাথে নিয়ে গেলেও সেগুলি সাধারণতঃ ধোপারা যখন ধোয়, সেগুলি ভাঁটি দেওয়া হয়, সিদ্ধ করা হয়, ২।৩ ঘণ্টা তখন সেগুলি সিদ্ধ করা হয়, কমপক্ষে এক ঘণ্টা সিদ্ধ করা হয়ই কাজেই সেই বয়েলিং পয়েণ্টে যখন সিদ্ধ করা হচ্ছে, টি, বি, জার্ম সেখানে কি করে থাকতে পারে? কিন্তু তিনি এই প্রশ্ন কোথায় পেলেন, কি করে আবিষ্কার করলেন যে টি, বি, পেশাণ্টের কাপড় এবং অন্য পেশাণ্টের কাপড় সেগুলি একসাথে নিয়ে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেগুলি যখন ধোলাই হয়ে এল তখন কি সেগুলি ডিস্‌ইন্‌ফেক্টেড হল না, তখনও কি টি, বি, জার্ম সেখানে থাকছে? টি, বি, পেশাণ্টের কাপড়গুলি অন্য কাপড়ের সঙ্গে নিয়ে যাওয়াতে তিনি সেখানে কি দেখলেন যে সেখানে নাকি কি সব আছে, সেও যোগসাজস। আমাদের ডিস্‌ইনফেক্ট করার কোন জিনিষপত্র নাই। ইভেন টি, বি, ওয়ার্ডেও নাই এটা তিনি কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন আমরা জানি না। তিনি টি, বি, ওয়ার্ডে গিয়াছেন কি না কোনদিন সেটুকু আমার জানা নাই। ডিস্‌ইন্‌পেক্টেড করার কোনরকম ব্যবস্থা আমাদের নাই এটা ঠিক নয়। ডিস্‌ইন্‌পেক্টেড করার জিনিষপত্র সমস্ত জায়গায়ই আছে, টি, বি, ওয়ার্ডেও আছে। যখন টি, বি, ওয়ার্ডে ঢুকবেন তখনই দেখবেন পাশেই একটা গামলাতে বা টবেতে অনেক কিছু আছে এবং সেখানে কফ, থু থু ফেলবার জন্য বলা হচ্ছে এবং সেখানে গিয়ে ভাল করে দেখে কথাবার্ত্তা বললেই বোধ হয় ভাল হত। এখানে তিনি বলেছেন যে ডি, এইচ, এস এখানে এসেছেন; তিনি সেখানে ডিপুটি ডাইরেক্টার ছিলেন, ডিপুটি ডিরেক্টার থেকে তিনি কি করে এখানে এলেন, তাকে সেখানে সি, এইচ, এস এ অ্যাবজর্ব করা হয় নি যেহেতু তাঁকে বলা হয়েছে যে তুমি উপযুক্ত নও ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা শুধু এইটুকু জানি, তিনি টি, টি, সির আমলে এখানে ছিলেন এবং তারপর যখন ডি, এইচ, এস এর দরকার পড়ল তখন আমরা সেণ্টালে লিখে পাঠিয়েছি যে আমাদের একজন ডি, এইচ, এস দাও। তাঁরা সেখানে তাদের যে প্যানেলে যে অফিসাররা রয়ে গেছেন তাদের থেকে তাঁকে এখানে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এ্যাজ এ ডি, এইচ, এস। এইটুকুই আমাদের জানা আছে। তিনি সেখানে গন্ধ পেলেন সি, এইচ, এস' এ অ্যাবজর্ব করার জন্য যখন লেখা হল তখন সেনট্রাল থেকে লিখা হয়েছে যে তুমি কম্পিটণ্ট নও, উপযুক্ত নও, কাজেই তোমাকে সেনট্রাল থেকে সি, এইচ, এস, এ অ্যাবজর্ব করা হবে না, এই কথা তিনি কোথায় পেলেন আমাদের জানা নাই, আমাদের রেকর্ডে এই ধরণের কোনকিছু পাই নাই, তবে অনেক কিছু হাওয়ায় তার কানে ভেসে আসে। হয়ত এই ধরণের কোন কিছু তিনি শুনে থাকবেন,

কিন্তু এ'ধরণের কোন ঘটনা আমাদের জানা নাই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এতসব কথা তিনি কোথা থেকে পেলেন আমি বলতে পারছি না। আরেকটি কথা বলেছেন যে ডি, এইচ, এস'এর বাড়ীতে ভেহিকেলগুলি তার পার্সন্যাল ইউজে লাগান হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কথা তিনি কোথায় পেলেন আমাদের জানা নাই। আমরা জানি যে সেখানে গাড়ীগুলি থাকে, কারণ সকালে তাঁর অফিসে যাওয়ার কথা, গাড়ী দিয়ে তিনি অফিসে যাবেন, এখন রাস্তার মধ্যে যদি ছেলের স্কুল, মেয়ের স্কুল বা কলেজ পড়ে সেখানে যদি তাদের নামিয়ে দেওয়া যায় তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল ? তার বাড়ীতে অফিসের রিফ্রেজেরিটার এনে রেখেছেন, একথা যে কি করে তিনি বললেন সেটা আমাদের জানা নাই। ক্লাস ফোর এমপ্লয়ী নাকি তাঁর বাড়ীতে অহরহ কাজ করছে, এই ধরনের কতগুলি আজগুবি কথা—তাও আমাদের আজকের দিনে শুনতে হল এবং একজন মাননীয় সদস্য'এর মুখে।

(এ ভয়েজ আরও শুনবেন, এইমাত্র সুরু)

Mr Speaker :— The discussion is closed. I have it in command from the Administrator that the Assembly do now stands prorogued.

Papers Laid on the Table

Annexure—'A'

STARRED QUESTION NO. 163 BY SHRI ATIQUL ISLAM, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is a fact that the pay scales of non-matric estimator and draftsman are lower than that of the matric estimator and draftsman.	1. Yes.
2. If so, the reasons there of—	2. We are following pay scales of employees adopted in West Bengal. In the cases of these employees also the West Bengal Scales have been adopted.

Starred Question No. 116 asked by Shri Monoranjan Nath M. L. A.

Questions.	Answers.
a) Is there any plan of the Govt. for early Development of roads, Channels and communication of Dharmanagar Town.	a) (i) There is a scheme for development of town road. ii) The plan for development of drainage channels has not yet been finalised.

b) If there is any plan of the Govt. to erect necessary embankment to protect Dharmanagar Town from damages being caused by flood from Juri River.	b) Yes, during the fourth five year plan.

Starred Question No. 174—by Sri Nripendra Chakravarti, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1. Whether there is any proposal for the expansion of the Assam Agartala Road.	No.
2. If so, the details of the proposal ;	Does not arise.
3. Whether the Government have requested the Central Government to take up that road and declare it as one of the National Highways ;	Yes.
4. If so, with what result ?	Decision awaited.

Starred Question No. 177 asked by Sri Nripendra Chakraborty M. L. A.

QUESTION	REPLY
1. Whether acquisition procedure has been completed, for land acquisitioned for construction of the flood protection bund at Khowai town ;	No.
2. If so, whether compensation money has been paid to the owners of the lands acquisitioned ;	Does not arise.
3. If not, steps taken to expedite such payments ?	Steps have already been taken for completion of the acquisition proceedings.

Starred Question No. 178 asked by Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1. What progress has been made in the implementation of the Dumber Hydro-Electric Project at Amarpur.	1. Preliminary works have been taken up and are in progress.
2. Whether land has been acquisitioned for the purpose.	2. Not yet.
3. What steps have been taken for the procurement of equipment and mechineries and their transport to Tripura.	3. Requirement has been assessed and estimates framed for sanction.
4. What is the total expenditure made for the project uptil now.	4. Rs. 1,50,000/-

Starred Question No. 253 asked by Shri Hlura Aung Mag, M. L. A.

Question	Answer,
1. Whether the constructional work of Bogafa Ashram School building has been started ?	1) Yes, tenders have been invited and materials are being collected.
2. If not why ?	2) Does not arise.

Starred question No. 324 asked by Shri Hemanta Deb, M. L. A.

Question.	Reply.
1. Whether construction work of the road from Kashipur to Kamalghat has been kept in abeyance now ?	Construction work of the road from Kashipur to Kamalghat is not contemplated now.
2. Whether construction of the road including construction of bridges required in this road, will be taken up during the current financial year ?	Same reply as against (I) above.

Annexure—'B'

Un Starred Question No. 145 asked by Shri Monoranjan Nath, M. L. A

QUESTION	ANSWER
a) What is the expenditure for the construction of temporary bridges in last May, 1965 on Dharmanagar Tilthai Road ?	a) Rs. 12,930/-

b) Whether all the bridges are in existance ?	b) Yes, except one bridge which was washed away.

Unstarred question No. 175 asked by Shri Nripendra Chakrabarty, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1. Total amount of money alloted from Central road fund for Tripura during last 5 years ;	1. Rs. 3,03,300/-
2. The names of the roads for which this sum was alloted ;	2 Vide statement enclosed.
3. Total expenditure incurred for each of these roads from this allocated fund ;	3. Vide statement enclosed.
4. If the fund could not be spent in full, the reasons therefor ?	4. Vide statement enclosed.

UNSTARRD QUESTION NO. 211 BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1) Total number of huts damaged in the gale of 11.5.66	1) 2860
2) a sub-division-wise break up of the same	2) i) Dharmanagar — Nil ii) Kailashahar — Nil iii) Kamalpur — Nil iv) Khowai — 42 v) Sadar — 2417 vi) Sonamura — 401 vii) Udaipur — Nil viii) Sabroom — Nil ix) Belonia — Nil x) Amarpur — Nil
3) Whether any relief has been given to the affected persons	3) No
4) if so, the nature of the relief measures	4) Does not arise.

Unstarred Question No. 260 asked by Shri Birchandra Deb Barma, M.L.A.

QUESTION.	REPLY
1. Whether there is any scheme for constn. of a road from Udaipur to the east—most border of the sub-division via Brajendranagar.	1) No. proposal.
2. If so, whether a large quantity of paddy land will be effected thereby.	2) Does not arise.
3. If so, whether the Govt. desires to alter the alignment of the said road in such a way so that large quantity of paddy land will be effected ?	3) Does not arise.

Unstarred Question No. 299 asked by Shri Sunil Kumar Choudhury, M.L.A.

QUESTION.	ANSWER
a) Whether the Govt. will make the following roads motorable without delay.	
a) Silachari to Sabroom	No.
b) Ghorakapa to Sabroom	
c) Samarendranagar to Sabroom	
d) Amlighat to Sabroom.	
b) Condition of the above mentioned roads at present.	Does ont arise.

ENCLOSURE TO REPLY FOR ASSEMBLY UNSTARRED QUESTION : 175.

Name of schemes.	Total amount of money allotted from the Central road fund during last 5 years.	Total expenditure incurred for each road during the last 5 years.	Reason for shortfall.
1. Construction of a road from Khowai to Udna Via Ashara -mbari.	Rs. 90,000/-	Rs. 64,000/-	1) Cost of land paid but could not be adjusted.
2. Construction of a road from Hospital to Indranagar.	Rs. 50,800/-	Rs 31,502/-	2) a) Cost of land paid but could not be adjusted. b) The work of carpeting the road could not be completed for want of stone chips.
3. Construction of a road from Nutannagar to. Junction of Air-port and Simna Road.	Rs. 20,000/-	Rs. 8,941/-	3) This work has been dro-pped now in preference to other works. The expenditure incurred for purchase of materials is being transferred to other works.
4. Construction of a road from Bankul to Gorakappa.	Rs. 90,000/-	Rs. 1,14,480/-	—
5. Improvement of Agartala-Airfield Roadi	Rs. 52,000/-	Rs. 51,153/-	—
	Rs. 3,03,300/-	Rs. 2,70,076/-	